আব্দুর রহমান জামীর কবিমানস ও রাসূল (স.)-এর প্রশংসা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রি [illegible] উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

ফাতেমা মারজান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

রেজি নং-১৯৬/২০০৩-২০০৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

[illegible]

[illegible] রহমান

[illegible] ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা [illegible]

ডিসেম্বর [illegible]

RB

B 891.551 MAA

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রহমান জামীর কবিমানস ও রাসূল (স.)-এর প্রশংসা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
ফাতেমা মারজান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রেজি নং-১৯৬/২০০৩-২০০৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ।
ডিসেম্বর-২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল. গবেষক ফাতেমা মারজান কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য রচিত **'আব্দুর রহমান জামীর কবিমানস ও রাসূল (স.)- এর প্রশংসা'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। অভিসন্দর্ভের পুরোটা বা আংশিক কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা অন্য কোনো ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে মূল্যায়নের নিমিত্ত যথাযথ কর্তপক্ষের নিকট দাখিল করা যেতে পারে।

আমি গবেষকের সার্বিক সাফল্য ও উন্নতি কামনা করছি।

448765

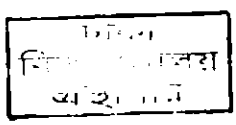

(ড.মুহম্মদ শফিকুর রহমান)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা প্রদান করছি যে, **'আব্দুর রহমান জামীর কবিমানস ও রাসূল (স.)-এর প্রশংসা'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ বা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোথাও প্রকাশ বা ডিগ্রি লাভের জন্য জমা দেই নি।

ফাতেমা মারজান

(ফাতেমা মারজান)

এম. ফিল. গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

রেজি নং - ১৯৬

সেশন - ২০০৩-২০০৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

448765

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে শোকরিয়া জানাচ্ছি যে, তিনি 'আব্দুর রহমান জামীর কবিমানস ও রাসূল (স.)-এর প্রশংসা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ চূড়ান্ত করার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহর প্রিয় হাবীব বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রেম ও প্রশংসায় নিবেদিতপ্রাণ ফার্সী সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্রের জীবন-সাধনা ও অভিব্যক্তিকে গবেষণাকর্মের আঙ্গিকে তুলে ধরার এই সৌভাগ্যের পেছনে যাঁদের দু'আ, দিক-নির্দেশনা ও অবদান রয়েছে তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষত: এ গবেষণাকর্মে আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমানের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, যাঁর আন্তরিক নির্দেশনা, পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। তিনি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে অকৃপণ সহযোগিতা ও পরামর্শ এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আমার সম্মানিত মা ও বাবার প্রতি প্রাণ উজাড় করা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । শৈশবে যাঁদের সাথে ইরানের রাজধানী তেহরানে অবস্থান ও ফার্সীর পরিমন্ডলে ইরানী ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে লেখাপড়া করার সুযোগ লাভ করেছি। তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি। ইরানী শিক্ষক-শিক্ষিকা মহোদয়গণের স্নেহ, যত্ন ও উদারতার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি, যাঁদের কল্যাণে সরাসরি ফার্সী সূত্র থেকে এই গবেষণাকর্মটি প্রস্তুত করার সুযোগ আমার জন্য অবারিত হয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইরানের খোরাসান প্রদেশের রাজধানী মাশহাদের ফেরদৌসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ভাষাতত্ত্ববিদ ড. এম. আর. হাশেমীর প্রতি, যিনি (২০০৬-২০০৮ খৃ.) তিন বছর ঢাকাস্থ ইরানী কালচারাল সেন্টারে কাউন্সিলর হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং আমার গবেষণাকর্মে অকৃপণভাবে সহযোগিতা করেছেন ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে ইরানী কালচারাল সেন্টারের সমৃদ্ধ লাইব্রেরীটি ব্যবহারের জন্য অকুণ্ঠ অনুমতি দিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের যশস্বী শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কে.এম. সাইফুল ইসলামের প্রতি, যিনি আমার গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সহায়তা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব হাসান ফারাজান্দে-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি; যিনি আমার গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিনাশর্তে দূতাবাসের মূল্যবান লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁরা সময়ে অসময়ে আমার গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে উদার মনে সহায়তা দিয়েছেন। বলতে গেলে বিপুল আরবী ফার্সী গ্রন্থের সমাহার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের সমৃদ্ধ পারিবারিক লাইব্রেরীটির যে আনুকুল্য পেয়েছি, তা বর্ণনাতীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি; যাঁদের প্রেরণা, নির্দেশনা ও দু'আ আমাকে এতদূর আসতে সাহায্য করেছে। গবেষণাকর্মের বর্ণবিন্যাস ও বারবার পরিমার্জনের প্রথমদিকের বিরক্তিকর কাজটি যিনি সানন্দে বরণ করেছেন তিনি হলেন মিসেস রাবেয়া বেগম (১৩০,মোহাম্মদীয়া হাউজিং লি:, মোহাম্মদপুর, ঢাকা);তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জীবনের ব্যস্থতার বাধা উপেক্ষা করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে নিত্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং অনেক অবহেলা-অনুরাগ সহ্য করেছেন আমার জীবনসাথী মোশাররফ হোসাইন। তার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণা কর্মের ব্যস্থতার কারণে মায়ের প্রকৃত স্নেহ-বঞ্চিত আমার প্রাণপ্রিয় সন্তান মাহনায মারয়ামের প্রতি রইল প্রাণভরা আদর ও দু'আ ।

পরিশেষে আবারো আমার মা-বাবা ও তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি; যাঁদের যত্ন ও পরিচর্যা এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা আমাকে এই মহৎ কাজে উদ্যোগী ও সফলকাম করেছে। আল্লাহ পাকের দরবারে আমার মরহুম দাদাজান ইলাহী বখ্শের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি, যাঁর প্রাণভরা দু'আ ও স্বপ্ন ছিল আমাকে বিশেষভাবে আরবী ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত করার। আল্লাহ পাক মাওলানা আব্দুর রহমান জামীর কবরকে শান্তি ও বেহেশতী সৌরভে সুবাসিত করুন, যিনি প্রিয় নবীর প্রতি প্রেম ও প্রশংসার গুলযার সাজিয়ে বেহেশতী গোলাপের খুশবুতে দুনিয়াকে মতোয়ারা করে দিয়েছেন।

ইয়া আল্লাহ! তুমি এ বান্দার ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল কর। যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সর্বোত্তম প্রতিদান দাও। তোমার প্রিয়তমের ভালবাসায় আমাদের দিলের জমিনকে সিক্ত ও মুগ্ধ করে রাখ।

(ফাতেমা মারজান)

এম.ফিল. গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

ভূমিকা:----------১০

প্রথম অধ্যায়

মাওলানা আব্দুর রহমান জামীর জীবন ও কর্ম

- জন্ম ও বংশ পরিচয় ----------১৪
- জীবন ও কর্ম ----------১৭
- জামীর শিক্ষা জীবন ----------১৭
- উচ্চশিক্ষার্থে দেশ ভ্রমণ ----------১৮
- জামীর আধ্যাত্মিকতা ----------১৯
- আধ্যাত্মিকতা বিহীন সুফী দর্শন সম্পর্কে জামী ----------২৫
- পরিবারিক জীবন ----------২৮
- দেশ ভ্রমণ ----------২৯
- সর্বশেষ হজ্বের সফর ----------৩০
- তাবরীয ভ্রমণ ----------৩২
- ইন্তেকাল ----------৩৩
- সমাধি----------৩৪
- জামীর সমসাময়িক মনীষীগণ ----------৩৬
- খাজা মুহাম্মদ পারসা ----------৩৬
- ফখরুদ্দীন লুরিস্তানী ----------৩৭
- বুরহান উদ্দীন আবু নসর পারসা ----------৩৭
- শেখ বাহাউদ্দীন উমর ----------৩৭
- খাজা শামস ----------৩৮
- জালাল উদ্দীন আবু ইয়াযীদ পূরানী----------৩৮
- জামীর সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ----------৩৯
- সুলতান শাহরূখ ----------৪০
- মীর্যা আবুল কাসেম বাবর ----------৪১
- মীর্যা আবু সাঈদ গূরকান ----------৪১

Dhaka University Institutional Repository

- সুলতান হুসাইন বায়কারা ----------৪১
- আমীর আলী শীর ----------৪২
- পূর্ব ইরানের রাজ দরবারে জামীর ভূমিকা ও মর্যাদা ----------৪২
- ইরাক ও আযারবাইজানের শাসকবর্গের সাথে সম্পর্ক ----------৪৩
- ওসমানী সম্রাটদের সঙ্গে জামীর সম্পর্ক ----------৪৪
- ভারতবর্ষের সঙ্গে জামীর সম্পর্ক ----------৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

- জামীর রচনাবলী ও কবিমানস ----------৫১
- জামীর কবিতার বিষয়বস্তু ----------৬৬
- তাঁর বোধ বিশ্বাস ও আকীদা ----------৬৯

তৃতীয় অধ্যায়

আব্দুর রহমান জামীর কবিতায় রাসূল (স.)-এর প্রশংসা

- সৃষ্টির মূল নবীজি (স.) ----------৭৪
- নবীজির (স.) নিরক্ষতার মাহাত্ম্য ----------৭৫
- তাঁর অবয়বে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ প্রতিবিম্বিত ----------৭৫
- নবীজির (স.) পায়ের ধুলোকে চোখের সুরমা করার আকুতি ----------৭৬
- নবীজির (স.) শ্রেষ্ঠত্ব ----------৭৭
- তিনি সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ ----------৭৭
- নবীজির (স.) মে'রাজ প্রসঙ্গ ----------৭৮
- নবীজির (স.) বিভিন্ন মু'জেযা প্রসঙ্গে ----------৭৯
- রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'য়াতের জন্য প্রাণকাড়া আকুতি--৮০

চতুর্থ অধ্যায়

জামীর গদ্য সাহিত্যে রাসূল (স.)-এর প্রশংসা

- শাওয়াহেদুন নবুওয়াত রচনা ----------৮৩
- নবীজি (স.) উলুল আ'যম রাসূল ----------৮৪
- নবীজি (স.) সর্বশেষ নবী ----------৮৫
- নবীজিই (স.) সৃষ্টির মূল ----------৮৫
- রেসালাতের প্রদীপে আলোকিত তাওহীদই গ্রহণযোগ্য ----------৮৬

Dhaka University Institutional Repository

- নবীজির (স.) চেহারা মোবারক ছিল সত্যের উদ্ভাস ----------৮৭
- নবীজি (স.) ইব্রাহীম (আ.)-এর দু'আ ও ঈসা (আ.) এর সুসংবাদের বহিঃপ্রকাশ- ৮৮
- তাওরাতে প্রতিশ্রুত নবীর সাক্ষ্য প্রসঙ্গ ----------৯০
- ইঞ্জীলে প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর সম্পর্কে সাক্ষ্য ----------৯০
- নবীজির (স.) প্রতিকৃতি সম্পর্কে জামীর বক্তব্য ----------৯০
- পূর্ববর্তী উম্মতগণের মাঝে রাসূল করীমের (স.) প্রশংসা ----------৯১
- নূরনবী হযরত (স.) ----------৯১
- আদম, ইবরাহীম , ঈসা (আ.)প্রমূখ নবীগণের গুণ বৈশিষ্ট্যের ধারক মহানবী(স.)--৯২
- জন্মের রাতে প্রকাশিত দশটি নিদর্শন সম্পর্কে জামীর ভাষ্য----------৯২
- নবীজির (স.) জন্মে পারস্য রাজ-প্রাসাদের দ্বারমন্ডপে ফাটল সৃষ্টি প্রসঙ্গে ---------৯৩
- শিশু নবীর (স.) দুগ্ধ পান, বরকতের জোয়ার ও ইনসাফের পরাকাষ্ঠা ----------৯৩
- দুগ্ধ পানের দিনগুলোতে ----------৯৪
- মেঘমালার ছায়াদান ----------৯৪
- শৈশবে বক্ষ বিদারণের ঘটনা ----------৯৫
- মুহাম্মদের (স.) নাম শুনে প্রতিমা হুবল নতশির হয় ----------৯৫
- দোলনায় তাঁর খেলনা ছিল আকাশের চাঁদ ----------৯৬
- শিশু নবীর (স.) প্রশংসায় মদীনার ইহুদীরা ----------৯৬
- মা আমেনার নয়নমণি ----------৯৭
- আবিসিনিয়ার সম্রাটের মুখে রাসূলে খোদার (স.) প্রশংসা ----------৯৭
- তাঁর পদচিহ্ন ছিল ইব্রাহীমের (আ.) পদচিহ্নের অনুরূপ ----------৯৮
- শিশু মুহাম্মদের (স.) প্রশংসায় আব্দুল মুত্তালিব----------৯৮
- খাজা আবু তালেবের পরিবারে বরকতের সওগাত ----------৯৯
- কাজল নয়ন সোনালী কেঁশর ----------৯৯
- কিশোর নবীর (স.) প্রশংসায় বুহাইরা রাহেব ----------১০০
- নাস্তুরা সন্ন্যাসীর ঈমান আনার আকাঙ্ক্ষা ----------১০০
- নবীজির (স.) উষ্ট্র চালকরূপে জিব্রাঈল (আ.) ----------১০১
- ঘরের মানিক খুঁজিয়া বেড়ানো----------১০২
- সুমহান উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিলেন সহধর্মীনী ----------১০২

Dhaka University Institutional Repository

- আকসাম ইবনে সাইফীর মুখে রাসূলুল্লাহর (স.) গুণগান ----------১০৩
- উমাইয়া ইবনে আবুস সাল্‌ত এর ভাগ্যবিড়ম্বনা ----------১০৩
- রাসূলকে (স.) না দেখেই এক বৃদ্ধের ঈমান আনয়ণ ----------১০৪
- আলেকজান্দ্রিয়ার পাদ্রী নবীজির (স.) প্রশংসা গায় ----------১০৫
- নামাযে হামলা উদ্যত আবূ জাহাল নাজেহাল হল----------১০৬
- হরিণীর নালিশ ও তার সাথে রাসূলুল্লাহর (স.) কথা বলা----------১০৭
- দৈহিক গড়ন ও অঙ্গশৈষ্ট্যবে ছিলেন অনুপম ----------১০৭
- নবীজির (স.) দৈহিক শক্তিমত্তা ছিল অসাধারণ ----------১০৮
- তাঁর পথ চলার ভঙ্গি ছিল গতিময় ----------১০৮
- তিনি একই সাথে সামনে ও পশ্চাতে দেখতে ----------১০৮
- হযরতের (স.) ভাষাজ্ঞান ----------১০৯
- জ্ঞানের আধার, চরিত্র সুষমায় অতুলনীয় ----------১০৯
- খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তব রূপায়ণ----------১১০
- খলিফাদের জীবন থেকে নবুয়াতের সাক্ষ্য----------১১০
- নবীজির (স.) প্রতি অবজ্ঞা পোষণকারীর শাস্তি----------১১১
- আল্লাহর পরে তিনিই শ্রেষ্ঠ----------১১২
- উপসংহার----------১১৩
- পরিশিষ্ট-১----------১১৪
- পরিশিষ্ট-২----------১১৮
- সংযোজনী-১----------১২০
- সংযোজনী-২----------১২১
- সংযোজনী-৩----------১২২
- সংযোজনী-৪----------১২৩
- সংযোজনী-৫----------১২৪
- সংযোজনী-৬----------১২৫
- গ্রন্থপঞ্জি ----------১২৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মাওলানা নূর উদ্দীন আব্দুর রহমান জামী (৮১৭-৮৯৮হি./১৪১৪-১৪৯২খৃ.) ছিলেন হিজরী নবম শতকের ইরানের শ্রেষ্ঠতম আলেম, তত্ত্বজ্ঞানী, আরেফ, সাহিত্যিক, কবি ও সাধক। তাঁকে হিজরী নবম শতকের ইসলামী জাহানের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না। ইসলামী জাহানের পূর্বে ও পশ্চিমের সর্বস্তরের জনগণের সবচেয়ে প্রিয়তম ও সম্মানিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক জ্ঞানের গবেষক, হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের মুজতাহিদ, আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের সকল বিভাগের পারদর্শী বিশারদ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ঐশ্বর্যের বিশাল উত্তরাধিকারের ধারক, বিশেষ করে মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী (মৃ. ৬৩৮হি.) ও মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী (৬০৪-৬৭২হি.)-এর চিন্তাধারার সার্থক উত্তরাধিকারী ও ভাষ্যকার ছিলেন মাওলানা জামী। তবে কবি হিসেবেই তিনি সমধিক খ্যাত ছিলেন। তিনি ইরানের খাতেমুশ শোআরা বা সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবেও সর্বাধিক স্বীকৃত ও নন্দিত। ফেরদৌসী, নিযামী, সা'দী, হাফিয, সানায়ী, আত্তার প্রমূখ বিশ্বনন্দিত ইরানী কবিদের ঐতিহ্যকে তিনি একাই ধারণ করে নতুনতর সৃজনশীলতায় সাজিয়েছেন। পারস্যের আধ্যাত্মিক দর্শন ও সাধনার ছায়াপথকে তিনি আরো প্রসারিত করেছেন পদ্যের সাথে গদ্য সাহিত্যের অতুলনীয় মহিমায়।

জামী তাঁর আবাসভূমি ইসলামী জাহানের পূর্বাংশে তৈমূর বংশের রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাদের মাঝে যেমন অতুলনীয় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তেমনি তৈমূর বংশের প্রতিদ্বন্দ্বি পশ্চিম ইরান ও ইরাকের শাসকবর্গের কাছেও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। একইভাবে ভারত, রোম (এশিয়া মাইনর), মিশর, সিরিয়া, আযারবাইজান, ইরাক ও হেজাযের সর্বস্তরের জনগণ ও শাসকবর্গের কাছে সমানভাবে সমাদৃত ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন জামী। এমন সম্মান ও শ্রদ্ধা জীবনকালে ও মৃত্যুর পর ইরানের অন্য কোন কবির ভাগ্যে জুটেনি। সৈয়দ হুসাইন আমীনের ভাষায় কাযীযাদে রূম (মৃ.৮৮৯হি.) জামীর যৌবনকালের অবস্থা সম্পর্কে বলেন: যখন থেকে সমরকন্দের গোড়াপত্তন হয়েছে, জামীর মতো প্রখর তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী ও প্রতিভাধারী আর কেউ আমূ দরিয়ার পানি পার হয়ে এদিকে আসেনি। ষাট বছর বয়সে (৮৭৭হি.) শেষবার যখন তিনি হজ্জের সফরে যান, তখন কনস্টান্টিনোপল বিজেতা ওসমানী সম্রাট সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ (মৃ. ৮৮৬হি.) আর মিশরের বাদশাহ মালিকুল আশরাফ তাদের শাসনাধীন এলাকায় ফরমান জারী করেন, যাতে জামীর প্রতি সর্বত্র যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ নগদ পাঁচ হাযার আশরাফী হাদিয়া পাঠিয়ে জামীর সাক্ষাতপ্রার্থী ও ফয়েয লাভে ধন্য হবার জন্য কনস্টান্টিনোপল যাবার আমন্ত্রণ জানান। ঠিক ঐ সময়

Dhaka University Institutional Repository

আযারবাইজানের শাসক হাসান বেগ আগ কুয়ুনলূ জামীকে তাবরীয সফরের জন্য দাওয়াত করেন। তাঁর দাওয়াতে জামী তাবরীয সফর করেন এবং দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত হাসান বেগ জামীকে অতুলনীয় সমাদরে তাবরীযে রেখে দেন। কিন্তু জামী বৃদ্ধা মায়ের সেবাযত্নের দোহাই দিয়ে খোরাসানে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইসলামী জাহানের সর্বত্র জামী এমনভাবে সমাদৃত ও সম্মানিত হওয়ার পেছনে কারণ ছিল, জামীর রচনায় ও আচরণে ইসলামের সঠিক চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও আমলের সুন্দর প্রতিফলন ফুটে উঠেছিল। এ ক্ষেত্রে জামীর রাসূল (স.) প্রেমের আতিশয্য তাঁর প্রতি গোটা উম্মতের ভক্তি-ভালবাসা ও শ্রদ্ধার আবহ তৈরি করেছিল। তাঁর গযল, কবিতা ও 'হাফত আওরাঙ্গ' কাব্যগ্রন্থে আর 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত'এ রাসূল (স.)-এর প্রেমের এসব অভিব্যক্তি দেশকালের সীমা অতিক্রম করে চিরন্তন মহিমায় ভাস্বর।

জামীর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি না'তে রাসূল (স.) বা রাসূল (স.)-এর প্রশংসার এক বিশাল শামিয়ানা টানিয়েছেন। যার ছায়াতলে দুনিয়ার তাবৎ রাসূল (স.) প্রেমিক মুসলমানগণ ভক্তি ও ঈমানের ভাবরসে আপ্লুত হতে পারে। নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের না'ত, গযল ও রাসূলের (স.) প্রশংসাগান জামীর সৃষ্টিকর্মের অনুকীর্তি ও অনুরণন। রাসূল (স.)-এর প্রশংসায় জামী এখনো সমগ্র বিশ্বে অনন্য। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্ল-াহু আলাইহি ওয়াসালল্লাম আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও প্রিয় বান্দা। নজরুলের ভাষায় 'ত্রিভূবনের প্রিয় মুহাম্মদ', গোলাম মোস্তফার ভাষায় 'নিখিলের ধ্যানের ছবি'। তাঁকে ভালবাসা ও তাঁর গুণগান করার বিশেষ তাগিদ এসেছে কুরআন মজীদে। হাদীসের ভাষায়- 'যতক্ষণ তোমরা আমাকে (রাসূলকে স.) নিজের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভাল না বাসবে, ততক্ষণ কেউ (পূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না।' এই নির্দেশ, বিশ্বাস ও আচরণের পটভূমিতে মুসলিম সমাজে গড়ে উঠেছে রাসূল (স.)-এর প্রশংসা-সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। আমাদের দেশের জনপ্রিয় মিলাদুন্নবী (স.) মাহফিলের উৎসও এখানেই। কাজেই ইসলামকে গভীরভাবে জানতে হলে, মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুধাবন করতে হলে, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ভালবাসার বলয়কে, মুসলিম মন ও মানসকে পরিশীলিত ও উজ্জীবিত করতে হলে এবং সর্বোপরি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানবের চরিত্রের আলোতে মানব জীবন ও সভ্যতাকে আলোকিত করার প্রয়োজনে বিষয়টি নিয়ে যথার্থভাবে গবেষণা হওয়া দরকার। তাতে আলাওল হতে নিয়ে নজরুল-ফররুখ পর্যন্ত আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিগণ রাসূলের (স.) প্রশংসার যে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন, তাও বিশ্ববাসীর দরবারে তুলে ধরা যাবে। এতে একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে তেমনি বিশ্বসমাজে বিশেষতঃ মুসলিম জাহানে রাসূল (স.)-এর প্রশংসার ভাষাও আরো সাবলীল হবে। প্রিয় নবীর (স.) ভালবাসার আশ্রয়ে আল্লাহরও ভালবাসা পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত গুরুত্বের আলোকে অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাসূল (স.)-এর প্রশংসার রূপকার জামীর সাথে গভীর পরিচয় এবং বাংলা ও ফার্সীর আত্মীয়তার সুবাদে বিশ্ব মুসলিমের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করা। সর্বোপরি নিখিল সৃষ্টির সুন্দরতম ফুল প্রিয় রাসূলের (স.) অনুপম চরিত্রের সুন্দর দিকগুলোকে নতুন আঙ্গিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা, যা বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষকে আপ্লুত করবে, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।

ফার্সী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ফেরদৌসী, সা'দী, রূমী ও হাফিযকে নিয়ে বাংলা ভাষায় কিছুটা আলোচনা হলেও তাঁদের সমগোত্রীয় জামীকে নিয়ে বড় কোন গবেষণা এ পর্যন্ত হয়নি বললেই চলে। অথচ আমাদের দেশে জামীর লেখা 'শরহে জামী' আরবী ব্যাকরণের উচ্চতর গ্রন্থ হিসেবে এখনও কওমী মাদরাসাগুলোতে সিলেবাসভুক্ত আছে। জামীর অসংখ্য না'ত, ধর্মীয় মাহফিলগুলোতে গযলগীতি ও না'তের আদলে পঠিত হয়। তাতে ফার্সী বয়েতের অর্থ না বুঝেও এর ছন্দ-ঝংকার ও সুরের মুর্ছনায় রাসূল (স.) প্রেমে আপ্লুত হয় ভক্ত হৃদয়। অথচ অধিকাংশই জানে না এ সব উচ্চাংগ না'তের রচয়িতা কে বা সেই না'তের বাণী বা আবেদনই বা কী? জামীর ইউসুফ যুলাইখা ও খসরু-শীরীনের অনুকীর্তি বাংলা পুথি সাহিত্যে এবং জামীর না'তে রাসূলের (স.) ভাবরস নজরুলের গাওয়া না'তে রাসূলে (স.) বিদ্যমান থাকলেও তার ওপর তেমন গবেষণাকর্ম হয়নি। সুতরাং জামী এবং জামীর কাব্য সম্পর্কে ভালভাবে জানা ও জনসাধারণ্যে জানানোর তাগিদে জামী ও তাঁর কাব্যের ওপর এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, আমার এ ক্ষুদ্র অথচ কষ্টসাধ্য গবেষণাকর্মকে যেন তিনি কবুল করেন এবং বাংলাভাষী পাঠকদের মন ও জীবনকে আলোকিত করেন এবং আমার আখেরাতে নাজাতের ওসিলা করেন।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মওলানা আব্দুর রহমান জামীর জীবন ও কর্ম

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আব্দুর রহমান জামীর জীবন ও কর্ম

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হিজরী নবম শতকের ইসলামী জাহানের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.)। ফার্সী কাব্য আকাশে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি খাতেমুশ শোআরা (সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি) হিসেবে সমাদৃত। ফার্সী গদ্য সাহিত্যেও তঁর অবদান কালজয়ী। আরবী ব্যাকরণে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যের কালজয়ী সাক্ষী শারহে জামী-যা এখনো সারা দুনিয়ায়, বিশেষত উপমহাদেশে দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে উচ্চতর স্তরের ছাত্রদের জন্য পাঠ্য। এক ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এই মহান মনীষী। সময়কাল ছিল হিজরী ৮১৭ এর ২৩ শাবান এশা'র নামাযের সময়।

জামীর পুরো নাম নূর আদ-দ্বীন আব্দুর রহমান ইবনে নিযাম উদ্দীন আহমদ ইবনে শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হানাফী জামী।[১] জামীর ঘনিষ্ঠ শিষ্য রাযী আদ-দ্বীন আব্দুল গফুর বলেন, জামীর আসল উপাধি ইমাদ আদ-দ্বীন (ধর্মের স্তম্ভ) আর প্রসিদ্ধ উপাধি হচ্ছে নূর আদ-দ্বীন (ধর্মের জ্যোতি) বা নূরুদ্দীন। তাঁর মোবারক নাম আব্দুর রহমান।[২] তাঁর পিতার নাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আদ দাশতী। দাশতী উপাধি স্থানগত এবং ইসফাহান[৩] এর দাশত মহল্লার সুবাদে।[৪] তাঁর দাদা মওলানা মুহাম্মদ ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ শায়বানীর বংশধর। ইমাম শায়বানী ছিলেন ইমাম আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবেত এর অন্যতম শিষ্য।[৫] শায়বান গোত্রের সুবাদে তিনি শায়বানী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তা ছিল একটি আরব গোত্র। এই গোত্রের পরবর্তী বংশ ধারায় বহু জ্ঞানী মনীষী জন্মলাভ করেন।[৬] ইমাম শায়বানী ১৮৯ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত হন। তুর্কানদের হামলা ও লুটতরাজের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে

---

[১] আগা মুর্তযা ও মুদাররিস গীলানী, *মুকাদ্দামা মসনবী হাফতে আওরাঙ্গে জামী*, কিতাব ফরুশীয়ে সা'দী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৭ , পৃ.১ ।

[২]. আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৫৯।

[৩] ইরানের মধ্যভাগের বিস্তৃত এক প্রদেশের নাম ইসফাহান। ইসফাহান ইতিহাসে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসফাহানকে বলা হত 'নিসফে জাহান' বা দুনিয়ার অর্ধেক। সাফাভী আমলে হি.১০০৬ সালে ইরানের রাজধানী করা হয় ইসফাহানকে । তেহরানের পর ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহর ইসফাহানের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ইতিহাস খ্যাত যায়িন্দারূদ (যায়িন্দা নদ)। ঐতিহাসিক নিদর্শনের বিচারে ইরানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নগরী ইসফাহান।

[৪] . আলী আসগর হিকমত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

[৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯/ আগা মুর্তযা ও মুদাররিস গীলানী, *মুকাদ্দামা মসনবী হাফতে আওরাঙ্গে জামী*, কিতাব ফরুশীয়ে সা'দী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৭ , পৃ.১।

[৬]. প্রাগুক্ত, পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

জামীর দাদা শামস আদ-দ্বীন মুহাম্মদ দাশতী ইসফাহানের দাশত মহল্লা হতে দেশত্যাগ করে খোরাসানে আসেন। তিনি জাম[৭] অঞ্চলের 'খারজার্দ' গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।[৮] জামীর দাদা ফতোয়া ও বিচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দস্তখত ও কোনো লেখার বেলায় দাশতী উপনাম ব্যবহার করতেন। কিন্তু জাম অঞ্চল ছেড়ে যাবার পর তিনি লেখা বা দস্তখত এর বেলায় জামী উপনাম ব্যবহার করতেন।[৯]

মাওলানা আব্দুর রহমান জামীর জন্ম হয় জাম অঞ্চলের 'খারজার্দ'[১০] গ্রামে। জামীর নামের জামী শব্দটি স্থানীয় পরিচয়, আবার ঐতিহ্যগতও। তিনি তাঁর 'ফাতেহাতুশ শাবাব' কাব্য গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, যেহেতু এই অধমের জন্মস্থান জাম এবং প্রসিদ্ধ বুযর্গ শায়খুল ইসলাম আহমদ জামীর [১১] জীবন সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ও সমাধিস্থলও জাম আর যেহেতু তাঁর পানপেয়ালা হতে আমার লিখুনি নিঃসৃত, সেহেতু আমি জামী কবি নামটি নিজের জন্য চয়ন করেছি।

مولدم جام و رشحهٔ قلمم جرعهٔ جام شیخ الاسلامی است

আমার জন্মস্থান জাম আর আমার কলমের কালি

পীর শায়খুল ইসলামীর জামবাটির অঞ্জলি।

---

[৭] মাশহাদ জেলার অন্তর্গত ৭টি উপজেলার মধ্যে একটির নাম জাম বা তুরবতে জাম। এর পূর্ব সীমানায় রয়েছে ইরান ও আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত হারীরূদ নদী। তুরবতে জাম এর কেন্দ্রস্থল মাশহাদ (বর্তমান খোরাসানের রাজধানী) হতে ১৪৪ কিলোমিটার দূরত্বে এবং আফগানিস্তান সীমান্ত হতে ৬৬ কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত। সেখানে বিখ্যাত আরেফ শেখ আহমদ জাম এর সমাধি অবস্থিত।

[৮]. আগা মুর্তযা ও মুদাররিস গীলানী, *মুকাদ্দামা মসনবী হাফতে আওরাঙ্গে জামী*, কিতাব ফরুশীয়ে সা'দী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৭ ,পৃ.২ ।

[৯]. প্রাগুক্ত, পৃ.২।

[১০] জামীর জন্মস্থান খারগার্দ এর আরবী উচ্চারণ খারজার্দ। কারণ আরবীতে গ অক্ষর নাই। বরং 'গ' কে জ (জীম) উচ্চারণে পড়া হয়। যেমন আব্দুল কাদের গীলানী এর নাম বলা হয় আব্দুল কাদের জীলানী। 'গীলান'কে বলা হয় 'জীলান'। আফগানিস্তানের দিক থেকে খারগার্দ বা খারজার্দ হচ্ছে হেরাত এর পূশাঙ্গ-এর নিকটবর্তী একটি শহর, যা হেরাত সংলগ্ন ইরানের আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত। অর্থাৎ জাম এর খারজার্দ বা হেরাত এর পূশাঙ্গ এর নিকটবর্তী খারজার্দ অভিন্ন। এই ইতিহাস ৬শ বছরের পুরনো হলেও জাম বা তুর্বতে জাম তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে ইরানের খোরাসান প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় আফগানিস্তান সীমান্তে এখনো বিদ্যমান। ১৯৮৯ সালে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী তুরবতে জাম সফর করেন ও প্রখ্যাত আরেফ আবু বকর তাইবাদীর মাজার ও জামের বৃহৎ কবরস্থান যিয়ারত করেন।

[১১] শায়খুল ইসলাম আহমদ জামী; তাঁর পুরো নাম আবু নসর আহমদ ইবনে আবুল হাসান। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী জারীর ইবনে আব্দুলাহ (র.)-এর বংশের সন্তান ছিলেন। হযরত জারীর (র.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ালল্লামের ওফাতের বছর ঈমান আনয়ন করেন।

হযরত শায়খুল ইসলাম আহমদ জামী 'ইলমে লাদুন্নী' (খোদা প্রদত্ত্ব বিশেষ জ্ঞান)-এর অধিকারী ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিকতা ও আত্মার রহস্যজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সবগুলো কুরআন হাদীস ভিত্তিক ছিল এবং কখনো কোনো আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি তার রচনাবলীর বিরোধিতা করেন নি।

তার একটি কিতাবের নাম 'সিরাজুস সায়েরীন'। বিখ্যাত সুফী শেখ আবু সাঈদ আবুল খাইর এর সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্যতা ছিল। শেখ আবু সাঈদ এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.) হতে পূর্ব পুরুষদের সূত্রে প্রাপ্ত খিরকা (আচকান)টি ওসিয়ত সূত্রে শায়খুল ইসলাম লাভ করেন। মোটকথা তিনি অতি উঁচু স্তরের ওলি আল্লাহ ছিলেন। তাঁর জন্ম হিজরী ৪৪১ সালে ও মৃত্যু ৫৩৬ সালে।

Dhaka University Institutional Repository

لا جرم در جريدهٔ اشعار بدو معنی تخلصم جامی است.

কাজেই এই দুই সূত্রে কবিতার ফলকে

আমার নাম অঙ্কিত জামী রূপে।[১২]

গবেষক ড. মুহাম্মদ মুঈন জামী (র.)-এর নাম পরিচয় সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা দিয়েছেন, যা এখানে প্রণিধানযোগ্য। নাম নূর উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে নিযাম উদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ। তিনি বিখ্যাত ইরানী কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর জন্ম খোরাসানের জাম এলাকার খারগার্দে হিজরী ৮১৭ সালে। ওফাত হেরাতে ৮৯৮ হিজরীতে। তিনি তাঁর জন্মস্থান জাম এবং শায়খুল ইসলাম আহমদ (মৃত্যু ৫৩৬ হি.)-র প্রতি আধ্যাত্মিক সম্পর্কের সুবাদে জামী কবিনাম ধারণ করেন। পিতার সাথে তিনি হেরাত ও সমরকন্দ সফর করেন এবং সেখানে জ্ঞান সাধনায় রত হন। ধর্ম, সাহিত্য ও ইতিহাস শাস্ত্রে তিনি চরম ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর আধ্যাত্মিক সাধনায় রত হন। এ পর্যায়ে সা'দ উদ্দীন মুহাম্মদ কাশগরী,[১৩] খাজা আলী সমরকন্দী ও কাযী যাদা রূমী [১৪]এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও আধ্যাত্মিক গুরুর স্তরে উন্নীত হন। তিনি নকশবন্দিয়া তরিকায় দীক্ষা লাভ করেন এবং ঐ তরিকার পীর মুর্শিদ সা'দ উদ্দীন কাশগরীর ইন্তিকাল হলে জামী ঐ তরিকার খিলাফত লাভ করেন। জ্ঞান-প্রতিভা ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষতায় চর্তুদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি রাজা বাদশাহ আমীর ওমরাগণের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন। তিনি হজ্ব উপলক্ষে দীর্ঘ সফর করেন এবং দামেস্ক ও তারবীয হয়ে ৮৭৮ হিজরীতে হেরাতে প্রত্যাবর্তন করেন । তাঁর সমকালীন বাদশাহ ছিলেন আবুল গাযী সুলতান হুসাইন বায়কারা[১৫] ও তখনকার মন্ত্রী ছিলেন আমীর আলী শীর।[১৬]

---

[১২] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ.৫৯।

[১৩].সা'দ উদ্দীন মুহাম্মদ কাশগরী; নকশবন্দিয়া তরীকার বিখ্যাত পীর মুর্শিদ এবং মওলানা জামীরও পীর। মওলানা জামী (র.) তাঁর রচিত 'নাফাহাতুল উনস' জীবন চরিত গ্রন্থে ও কবিতায় তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি হিজরী ৮৬০ সালে ৭ জমাদিয়ুস সানী বুধবার ইন্তিকাল করেন। কাশগরীর ইন্তিকালের পর মওলানা জামী তার স্থলাভিষিক্ত হন। জামী ইন্তিকালের পর আপন পীর মুর্শিদ মওলানা কাশগরীর কবরের পাশে আফগানিস্তানের হেরাত অঞ্চলে সমাহিত হন। (মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *নাফাহাতুল উনস্ মিন হাদারাত আল কুদস*, সা'দী প্রকাশনী, তেহরান, ইরান-১৯৮৭ ইংরেজী,পৃ. ৪০৩)

[১৪]. কাযী যাদা রূম ছিলেন সমরকন্দের বিশিষ্ট আলেম। তার দরসে বড় বড় আলেম উপস্থিত হতেন। সমরকন্দ যাবার পর মওলানা আব্দুর রহমান জামীও তার দরসে হাযির হতেন। তিনি এই নতুন শিষ্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন।

[১৫]. আমীর তৈমূর গুরকান এর ছেলে উমর শেখ এর পুত্র সুলতান হুসাইন বায়কারা(Bayqara) ছিলেন তৈমূর বংশের সর্বশেষ শক্তিমান সুলতান। যিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে পূর্ব ইরান শাসন করেন এবং তার রাজত্বের ছায়াতলে খোরাসান পূর্ণ আবাদ ও জ্ঞানচর্চা ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিল। মওলানা জামীর সাথে সুলতানের অতুলনীয় বন্ধুত্ব ছিল। সুলতান ছিলেন জামীর ভক্ত ও অনুরক্ত। জামীর (র.) ইন্তিকালের ১০ বছর পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

[১৬] আমীর নিযামুদ্দীন আলী শীর ছিলেন সুলতান হুসাইন বায়কারার একান্ত সভাসদ ও মাকদামে ওমারা বা প্রধানমন্ত্রী। সুলতানের কাছে তার মতামতের বিশেষ মর্যাদা ছিল। আমীর নিজে জ্ঞানী, পন্ডিত, কবি ও সম্পদশালী ছিলেন। তার যত্নে খোরাসানের রাজ দরবার জ্ঞানী গুণীদের গুলজারে পরিণত হয়েছিল। জামীর সাথে তার সম্পর্ক ছিল পরস্পর বন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

জামী হিজরী নবম শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে গণ্য।[১৭]

জীবন ও কর্ম

যে কোনো মহৎ ব্যক্তিকে জানার উৎকৃষ্ট মাধ্যম ঐ ব্যক্তির স্বরচিত জীবনী গ্রন্থ বা স্মৃতিকথা। মওলানা আবদুর রহমান জামীর ক্ষেত্রে তাঁর স্বলিখিত বহু রচনার মধ্যে একটি হচ্ছে জামীর দ্বিতীয় দিওয়ানে সন্নিবেশিত একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা। কবিতাটির শিরোনাম 'শারহে বা'ল বে শারহে হাল'। কবিতাটি তিনি ৮৯৩ হি. অর্থাৎ মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে রচনা করেন। প্রায় ৮০ শ্লোকের এই কবিতায় তিনি আত্মজীবনীর ওপর ব্যাপক আলোকপাত করেন।

প্রথমে তিনি নিজের জন্মতারিখ উল্লেখ করেন। এরপর কবিতাটি রচনার তারিখ উল্লেখ করেন। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি যেসব জ্ঞানার্জন করেছেন, সেদিকে ইঙ্গিত করেন। তাতে তিনি আরবী ব্যাকরণ (নাহু সরফ), মানতিক (যুক্তিশাস্ত্র), হিকমতে মাশশায়ী (যুক্তিনির্ভর দর্শন) ও হিকমতে ইশরাকী (আলোকন দর্শন), হিকমতে তাবীয়ী (প্রকৃতি বিজ্ঞান), হিকমতে রিয়াযী (গণিত শাস্ত্র), ফিকাহ (আইন শাস্ত্র), উসুলে ফিকাহ (আইন শাস্ত্র মূলনীতি), হাদীস শাস্ত্র, কুর'আনের কেরা'আত বিজ্ঞান ও কুর'আনের তাফসীর প্রভৃতি অধ্যায়নের কথা উল্লেখ করেন।

চতুর্থ পর্যায়ে, তিনি কিভাবে তাসাওফের সাধনা ও সুফিতত্ত্বে প্রবেশ করেন তার বর্ণনা দেন। এ পর্যায়ে তিনি সাধনার বিভিন্ন স্তর কিভাবে অতিক্রম করেন তা একে একে উল্লেখ করেন। তারপরে কাব্য চর্চার বর্ণনা দেন। অর্থাৎ পঞ্চম পর্যায়ে তিনি কিভাবে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।

সর্বশেষ ষষ্ঠ পর্যায়ে একটি মোনাজাত সন্নিবেশিত আছে। তাতে সম্মানিত নবী রসূলগণ (আ.) মহানবীর চার খলিফা, সাহাবায়ে কেরাম (র), তাবেয়ীন, তাবে' তাবেয়ীন (র.) এবং সত্য পথের অনুসারী ও আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তদের দোহাই দিয়ে মোনাজাত কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে আর্জি পেশ করেন।[১৮]

ও ওস্তাদ শাগরিদ এর ন্যায়। জামীর ইন্তিকালের পর আমীর তার জন্য শোকগাঁথা রচনা করেন। এছাড়া জামীর স্মরণে খামসাতুল মুতাহাইয়েরীন নামক জীবন চরিত রচনা করেন। এই মহান আমীরের জন্ম হেরাতে ৮৪৪ হিজরীতে আর ইন্তি কাল একই স্থানে ৯০৬ হিজরীতে।

তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় রচিত তার রচনাবলী বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'তারীখে হাবীবুস সিয়র' ও 'তাযকিরায়ে মাজালিসুন নাফায়েস' (ফার্সী) গ্রন্থে তার জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে। তার সম্পর্কে গবেষক মাসিয়ু বিন রচিত মূল্যবান একটি প্রবন্ধ এশিয়াটিক জার্নালে ১৮৬১ সালে মুদ্রিত হয়েছে।

জামী সম্পর্কে আমীর আলী শীর লিখিত 'খামসাতুল মুতাহাইয়েরীন' গ্রন্থটি তুর্কী জাগতায়ী ভাষায় রচিত এবং একটি ভূমিকা, তিনটি নিবন্ধ ও একটি উপসংহারে বিন্যস্ত। ইরানী গবেষক মুহাম্মদ আগা নাখজাওয়ানী গ্রন্থটি সরল ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন।

[১৭]. ড. মুহাম্মদ মুঈন, *ফারহাঙ্গে ফার্সী*, আমীর কবীর প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৫,প. ৪২৩।

[১৮]. আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

জামীর (র.) শিক্ষা জীবন

আব্দুর রহমান জামীর পিতা নিযাম উদ্দীন আহমদ জীবন-জীবিকার তাগিদে 'জাম' অঞ্চল ছেড়ে হেরাতে চলে আসেন। তখন থেকে জামী (র.) হেরাতের (বর্তমান আফগানিস্তান) নিযামিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন শুরু করেন। তখনকার দিনের প্রচলিত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল তাঁর অধিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। জামীর (র.) পাঠ্যজীবন সম্পর্কে জীবনী লেখকদের মধ্যে সবচে বিস্তৃত ও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর শিষ্য আব্দুল গফুর লারী। জীবনীকাররা তাঁর বর্ণনাকেই নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিভিন্ন আঙ্গিকে উল্লেখ করেছেন। তার সারসংক্ষেপ আমরা এখানে উল্লেখ করছি।প্রথমত: সব জীবনীকার এ বিষয়ে একমত যে, জামী (র.) শৈশব থেকে প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর মুখস্থ রাখার শক্তি ছিল অসাধারণ।[১৯]

জনাব লারী বলেন : হেরাতে অবস্থানকালে নিযামিয়া মাদরাসায় জামী (র.) সর্বপ্রথম মওলানা জুনাইদ উসুলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি 'মুখতাসার তালখীস', 'শরহে মিফতাহ' ও 'মুতাওয়াল' অধ্যয়ন করেন। বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার বলে অনায়াসে 'মুতাওয়াল' ও তার হাশিয়ার মত কঠিন কিতাব অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি সে যুগের অতিশয় দক্ষ শিক্ষাবিদ সৈয়দ শরীফ জুর্জানী রাহমাতুলাহ আলাইহে এর শিষ্য মওলানা খাজা আলী সমরকন্দীর দারসে যোগদান করেন। তিনি যদিও বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ওস্তাদ ছিলেন, তথাপি জামী মাত্র চল্লিশ দিন অধ্যয়ন করেই সেই ওস্তাদের কাছে অধ্যয়নের প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলেন। তারপরে প্রসিদ্ধ তার্কিক ও জ্ঞানতাপস সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের শিষ্য-ধারার প্রসিদ্ধ আলেম মওলানা শাহাব উদ্দীন মুহাম্মদ জাজুর্মী এর দারসে যোগদান করেন।[২০]

উচ্চশিক্ষার্থে দেশ ভ্রমণ

হেরাতের নিযামিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষে তিনি সমরকন্দে শীর্ষস্থানীয় সব ওস্তাদদের দারসে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি হাযির হন যুগের বিখ্যাত পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞ কাজীযাদা রূম এর মজলিসে। প্রথম মজলিসেই উভয়ের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেই আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয় এবং শেষ পর্যন্ত কাজী সাহেব তাঁর সাথে সব বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন।[২১]

সমরকন্দে মওলানা জামীর অধ্যয়নকাল সম্বন্ধে কিছু চমকপ্রদ বর্ণনা পাওয়া যায় ইতিহাসের নিরিখে। তাঁর শিষ্য লারীর বর্ণনা- যা সকল জীবনীকার অতিশয় নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে-

---

[১৯]. আগা মুর্তযা ও মুদাররিস গীলানী, *মুকাদ্দামা মসনবী হাফতে আওরাঙ্গে জামী*, কিতাব ফরুশীয়ে সা'দী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৭ ,পৃ.৫।

[২০]. আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৬২-৬৩।

[২১] আগা মুর্তযা ও মুদাররিস গীলানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫/ আলী আসগর হিকমত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

'মওলানা ফাতহুল্লাহ তাবরিযী ছিলেন ঐ যুগের অন্যতম বিদ্যাসাগর। মীর্জা উলাগ বেগের দরবারে তাঁর মর্যাদা ছিল সবার শীর্ষে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সমরকন্দে কাজীযাদা রূম এর মাদরাসায় তাঁরই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তখনকার যুগের শীর্ষস্থানীয় সব পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞ আলেম সেখানে ছিলেন। কাজীযাদার সে মজলিসে অতিশয় প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে কাজীযাদা মওলানা আব্দুর রহমান জামী সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ

تا بنای سمرقند است هرگز بجودت طبع و قوت تصرف این جوان جامی کسی از آب آمویه عبور نکرد.

'যতদিন থেকে সমরকন্দের গোড়াপত্তন হয়েছে ততদিন থেকে স্বভাবগত প্রতিভা ও ধীশক্তির বিচারে এই তরুণ জামীর মতো কেউ আমূ নদীর পানি অতিক্রম করে নি।[২২]কাজীযাদা রূম এর ছাত্র মওলানা আবু ইউসুফ সমরকন্দী মওলানা জামীর (র.) বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে বলেন : তিনি যখন ক্লাসে যেতেন তখন অনেক সময় এমন ঘটত যে, জামী কোনো এক ছাত্রের একটি নোটবই হাতে নিয়ে কয়েক মূহুর্ত চোখ বুলিয়ে নিতেন এরপর ক্লাসে উপস্থিত হয়ে দেখা যেত যে, তিনি সবার উপরে।[২৩]

মওলানা মূয়ীন তূসী শ্রেণীকক্ষে সকল বিষয়ে জামীর (র.) অসাধারণ দখল সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে উপসংহার টেনে বলেন যে, কিছু ইলম যেহেতু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শ্রুতিনির্ভর এবং পাঠশালায় গিয়ে হাসিল করতে হতো সেহেতু মওলানা জামী মাদরাসায় যেতেন, অন্যথায় সমরকন্দে তার কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না। বরং তিনি নিজেই মাদরাসার আলেমদের ওপর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।

একদিন তাঁর ওস্তাদদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন যে, আমি কোনো ওস্তাদের কাছেই এমন কোন পাঠ গ্রহণ করিনি, যাতে আমার ওপর ওস্তাদের প্রাধান্য বলবৎ ছিল; বরং সব সময় জ্ঞান আলোচনায় আমি তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতাম। এ হিসেবে আমার ওপরে কোনো শিক্ষকেরই ওস্তাদী সাব্যস্ত নয়। আমি প্রকৃতপক্ষে আমার পিতার ছাত্র, আমি ভাষা শিখেছি তাঁর কাছ থেকেই ।

প্রতীয়মান হয় যে, মওলানা জামী (র.) তাঁর পিতার কাছেই সরফ ও নাহু (আরবী ব্যাকরণ) অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর পরে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে কারো কাছে তিনি তেমন মুখাপেক্ষী ছিলেন না।[২৪]

জামীর (র.) আধ্যাত্মিকতা

ইতিহাসে স্মরণীয় বরণীয় ইরানী কবিদের চিন্তাধারার মূলে রয়েছে তাসাওফ বা অধ্যাত্মিক চিন্তা। আমরা জামীর জীবনী অংশে তরীকতের সাধনা ও তাঁর পীর মুর্শিদদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

---

[২২] আগা মুর্তযা ও মুদাররিস গীলানী, *মুকাদ্দামা মসনবী হাফতে আওরাঙ্গে জামী*, কিতাব ফরুশীয়ে সা'দী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৭ , পৃ.৫ ।/ আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূস্ প্রকাশনী, তেহরান,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৬২।

[২৩] আগা মুর্তযা ও মুদাররিস গীলানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭।

[২৪] প্রাগুক্ত,পৃ.৮ / আলী আসগর হিকমত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে তাঁর অধ্যাত্মিক চিন্তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা জানি ইসলামী তাসাওফ বা আধ্যাত্মিকতার মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ প্রেম। সেই প্রেমের সূত্র ধরে রাসূল প্রেম এবং সমগ্র সৃষ্টির মাঝে বিরাজমান প্রেমের ঐকতানে একাকার হওয়া বা বিশ্ব প্রেমে নিজেকে উজাড় করা। আল্লাহর সাথে প্রেমের জন্য প্রথম শর্ত আল্লাহর পরিচয়। এই পরিচয় কিভাবে অর্জন সম্ভব এবং আল্লাহর সাথে বান্দার আত্মার বন্ধনের স্বরূপ কি?

জামী তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তায় ইসলামী জাহানের দু'জন শ্রেষ্ঠ মনীষির অনুসারী। একজন মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী। অপরজন মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী। তিনি মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবীর বিশ্ববিখ্যাত অত্যন্ত জটিল কিতাব ফুসুসল হিকাম এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন নকদুন নুসূস ফি শরহিল ফুসূস। জামীর রচনাবলী অংশে আমরা এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছি। এছাড়া ইবনুল আরবী ও তাঁর অনুসারী শাগরেদদের ব্যবহৃত বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পরিভাষায় তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে রচনা করেছেন 'লামাআত' এর শরাহ 'আশআ'। এই ব্যাখ্যায় তিনি বারে বারে ইবনুল আরবীর বিভিন্ন উক্তির উদ্ধৃতি টেনেছেন। বস্তুত জামী বিশ্বাস করেন যে, ইশকে হাকীকী (সত্যিকার প্রেম) মানুষকে চিরন্তন সৌভাগ্যের অধিকারী করতে সক্ষম। প্রেমের বাদশাহই অস্তিত্ব জগতের প্রতিটি পরতে দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুতে রাজত্ব করে যাচ্ছেন। আশেক (প্রেমিক), মাশুক (প্রেমাস্পদ) ও ইশক (প্রেম) সবই একটিমাত্র নিরঙ্কুশ অস্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। তফাৎ যা আছে তা প্রেমাস্পদের প্রকাশমানতা ও তাঁর শহুদী (প্রত্যক্ষণগত) তাজাল্লির তারতম্যের মধ্যেই। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের প্রত্যেকেই একে অপরের আয়না স্বরূপ। নিরঙ্কুশ প্রেম সকল বস্তু নিচয়ে প্রকাশিত, সকল অনুভব ও সংবেদনশীলতায় প্রতিফলিত। এবং সাধনায় নিরতদের কাছে তা উদ্ভাসিত। যেমন আকৃতিগত তাজাল্লী সকল সৃষ্টির আকৃতিতে নিপতিত, প্রেরণাগত তাজাল্লী- যা সকল জ্ঞান মনীষা প্রতিভা ও মেধার ওপর প্রতিবিম্বিত এবং যাতি (সত্তাগত) তাজাল্লী- যা সাধনার চূড়ান্ত স্তরের লোকেরা লাভ করে থাকে।

অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ও সুফীতাত্ত্বিকদের মতোই মওলানা জামী বান্দার মধ্যে আল্লাহর উদ্ভাসকে দর্শনের মধ্যে দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবির উদ্ভাসের সাথে তুলনা করে বুঝান। যেখানে হুলুল বা প্রবিষ্ঠ হওয়া কিংবা ইত্তেহাদ বা একত্বে পরিণত হওয়ার সংশয়ের অবকাশ নেই। পৌত্তলিকদের বোধ-বিশ্বাসের সামান্যতম সংশয়ও সেখানে নেই। তাঁর মতে আল্লাহর পথে সাধকদের পথযাত্রা সামগ্রিকভাবেই সাইর ইলাল্লাহ (আল্লাহর পথে যাত্রা)-এর মাধ্যমে শুরু হয় আর কয়েকটি স্তর পার হয়ে তা সাইর ফিল্লাহ (আল্লাহর মাঝে সফর) এর মাধ্যমে শেষ হয়। এই সফর সাধনা ও পথযাত্রার রয়েছে বিভিন্ন নূরানী ও যালমানী (আঁধারীর) পর্দা। সফর, সায়র বা যাত্রা বলতে বুঝায় সেই নূরের বা আঁধারীর পর্দা অপসারিত হওয়া। এতে দু'টি কৌস (ধনুক) আছে। একটি কৌস ওয়াজিব (অনিবার্য) অপর কৌসটি ইমকান (সম্ভবনা) সংক্রান্ত।

'কা'বা কাওসাইন অউ আদনা' এর মাকাম বলতে এই দুই কৌসকে বুঝানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জামীর তাওহীদ দর্শনের অন্যতম মর্মার্থ হচ্ছে, মুহিব্ব (প্রেমিক) এর কার্যাবলী মাহবুব (প্রেমাস্পদ)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আশেক এর যা কিছু আছে মাশুক থেকেই তা লব্ধ। আকৃতি ও অবয়বের বিভিন্নতা ও আধিক্য প্রকৃত একক এর এককত্বে কোনো প্রভাব ফেলে না। এক হতে যত অধিক প্রতিবিম্বিত হোক, এক সেই একই থাকে। মাশুক (প্রেমাস্পদ)-এর বহুবিধ তাজাল্লী (ঝলক) রয়েছে আর আশেক (প্রেমিক) এর রয়েছে বিভিন্ন রূপী যোগ্যতা। সেই তাজাল্লীর মাত্রা অনুপাতে প্রেমিকের (আত্মিক) উন্নতি সাধিত হয়। আর 'সায়র ফিল্লাহ'- আল্লাহর মাঝে সফর এর যে রাস্তা তার শেষ সীমা নেই। প্রেমিকের সাধনা তার অন্বেষা ও তাড়না এবং তার উন্নতি চিরন্তনভাবে অব্যাহত থাকে। তা এমন যে, বলা হয়ে থাকে প্রেমিকের হৃদয় হলো তাআইয়ুন (নির্দিষ্টতা) হতে পবিত্র। পরম মর্যাদার তাঁবুগুলো সেখানেই খাটানো এবং অদৃশ্য ও দৃশ্য জগতের সাগর সঙ্গম সে হৃদয়েই সমাহিত। এমন হৃদয়ের সাহস মনোবল অসাধারণ।

কবির ভাষায়:

اگر بساغر دریا هزار باده کشد

هنوز همت او ساغر دگر خواهد

সাগর যদি পান করে মদীরার হাজারো পেয়ালা

এখনো সে চায় আরো পেয়ালা আরো মদীরা।

সাধনার এই স্তরটিকে তিনি এরূপ উপমা দিয়ে বুঝান; ধরুন, এক খন্ড বরফ-যা আসলে পাস্তরিত পানি, সেই বরফ দিয়ে তৈরি করা হলো কলসী। কলসিটা ভরা হলো পানি দিয়ে। সন্দেহ নেই যে, জমাটবদ্ধতা আর আকৃতি বিবেচনায় কলসিটি পানি থেকে আলাদা। কিন্তু একটু পরে সূর্যের তাপ এসে পড়ল। কলসি গলে যেতে লাগল। পরক্ষণে কলসিকে পানি আত্মস্থ করে ফেলল। অনুরূপ নিরঙ্কুশ হাকীকত যখন বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশিত হল, তখন বহুবিধ অবয়ব ধারণ করল। কিন্তু সৌভাগ্যবান অন্তরের ওপর হঠাৎ এককত্বের সূর্যের প্রখর তাপ পতিত হল। আকৃতিগুলোকে সন্মুখ থেকে তিরোহিত ও নিঃশেষ করে ফেলল। সবকিছুকে এককার করে দিল। তখন সাধক বলে ওঠল : ঘরের মধ্যে ঘর-ওয়ালা ছাড়া আর কেউ নেই।

জামী মনে করেন যে, গুণাবলী দুই শ্রেণীর। কতক ওজুদী (অস্তিত্বগত) আর কতক আদমী (অনস্তি ত্বগত)। ওজুদী গুণাবলী মাশুক (প্রেমাস্পদ) এর সাথে সম্পৃক্ত আর আদমী বা অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কিত গুণগুলো আশেক (প্রেমিক)-এর সঙ্গে যুক্ত। কাজেই গেনা বা অমুখাপেক্ষিতা হলো মাশুকের গুণ আর দারিদ্র আশেক এর গুণ। দারিদ্র এর বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা রয়েছে। আশেককে উদ্দেশ্য ও কামনা থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজস্ব অন্বেষা ও ইচ্ছা তার থাকতে পারবে না। শুধু মাশুক কি চায় সে দিকেই নিবিষ্ট থাকতে হবে। মাশুক এর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির মাঝে ফারাক করতে হবে। এখানে এসেই সাধক আশেক দৃশ্যমান ও আত্মিক সাধনা, বিভিন্ন আমল ও কার্যসম্পাদনের জন্য অদিষ্ট। আশেকের মাঝে যে ওজুদী অস্তিত্বগত গুণ তা মূলত মাশুক (প্রেমাস্পদের) এরই গুণ- যা আশেক এর কাছে আমানত হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। আশেক মাশুকে পৌঁছার স্তরগুলো তিনটি ধাপে বিন্যস্ত। তাহচ্ছে ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন। এটা বুঝবার উদাহরণ হলো, কেউ চোখ বন্ধ করে রাখল আর উত্তাপ অনুভব করে আগুনের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করল। তার সে জ্ঞান হবে ইলমুল ইয়াকীন। আর যখন চোখ খুলবে আর সচক্ষে আগুন দেখতে পাবে তখন যে জ্ঞান হবে তা হলো আইনুল ইয়াকীন। আর যখন আগুনে পতিত হয়ে ভস্মিভূত হয়ে যাবে আর তার মধ্য দিয়ে আগুনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে তখন তা হবে হক্কুল ইয়াকীন।

প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এর মাঝে প্রয়োজনের সম্বন্ধ বিদ্যমান। প্রেমিক যখন চূড়ান্ত পর্যায়ের এককত্বে ও নিঃসঙ্গতার স্তরে উপনীত হয় তখন সবকিছু থেকে, এমন কি মাশুক হতেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন প্রেমের সত্তাগত এককত্ব সে লাভ করে। তখন আধিক্যের পোষাক অর্থাৎ প্রেমিকত্ব ও প্রেমাস্পদত্ব উভয় থেকে খসে পড়ে। প্রত্যক্ষকারী প্রত্যক্ষকৃত হয়ে যায়। আশেকের গুণাবলী পরিবর্তিত হয়ে বাকা বা'দাল ফানা (ফানার পর বাকা) এর গুণাবলী ধারণ করে আর সমাবিষ্ট হওয়ার পরে ফারাক হওয়ার মাকাম লাভ করে। তখনই কামালিয়াত ও এরশাদের মনযিলে পৌঁছে যায়। তখন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে যে, সবই নিজে। আর বলে

انا من اهوی و من اهوی انا

আনা মন আহওয়া ওয়া মান আহওয়া আনা (মনসূর হালাজ)[২৫]

আমি সে-ই, যাকে আমি খুঁজে ফিরি

আর যাকে চাই, সে তো আমিই।

جانا زمیان ما منی رفت و تونی

چون من تو شدم تو من مکن ذکر دوئی

প্রিয়তম! আমাদের মাঝ থেকে আমি ও তুমি তিরোহিত

আমি তুমি আর তুমি আমি দুইয়ের কথা বলো কেনো?[২৬]

মওলানা আবদুর রহমান জামী (র.) তাঁর রচনাবলীতে তাঁর আধ্যাত্মিক মতাদর্শ সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তার সারসংক্ষেপ আলোচনা করা হলো। জামী তাঁর সাধনার এই পথপরিক্রমার স্বপ্ন লালন করতেন সবসময় হৃদয়ে ও চিন্তায়। তাঁর এই অনুপম সুন্দর অধ্যাত্ম চিন্তাটি অতি সংক্ষেপে ও সাবলীলভাবে ফুটে ওঠেছে তাঁর একটি মোনাজাতে। লাওয়ায়েহ কিতাবের শুরুতে তিনি প্রাণের আকুতি মিশিয়ে ব্যক্ত করেছেন এই আর্তি:

الهی الهی خلصنا من الاشتغال بالمناهی

---

[২৫] হানা আল ফাখুরী/খলিল আল জার, *তারিখুল ফালাসাফা আল আরাবিয়া*, ফার্সী অনুবাদ : আব্দুলাহ মুহাম্মদ আয়াতী, তেহরান,ইরান,১৯৮৮,পৃ. ২৪৩।

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

و ارنا حقایق الاشیای کما هی

ইলাহী! ইলাহী! খালিসনা মিনাল ইশতিগালে বিল মানাহী

ওয়া আরিনা হাকায়েকাল আশিয়ায়ে কামা হী

'হে খোদা, ইয়া আল্লাহ! আমাদের মুক্তি দাও

নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে ব্যস্ততা হতে

আমাদের দেখাও প্রত্যেক জিনিষের হাকীকত, আসল রূপে।

অলসতার পর্দা সরিয়ে দাও আমাদের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখ হতে

প্রত্যেক জিনিষ যেমনটি তার স্বরূপ- দেখিয়ে দাও আমাদেরকে।

অনস্তিত্বকে দেখিও না আমাদের, অস্তিত্ব রূপে

অস্তিত্বের সৌন্দর্যের গায়ে দিও না অনস্তিত্বের পর্দা টেনে।

এসব কাল্পনিক আকৃতিকে তোমার সৌন্দর্যের তাজাল্লির দর্পন বানাও

হিজাব, দূরত্ব ও বঞ্চনার কারণ বানিও না, অস্তিত্বের বস্তুনিচয়কে।

কল্পনার এই যে রূপ, নানা নকশা আমাদের জ্ঞান-বর্ধক বানাও!

আমাদের অজ্ঞতা অন্ধত্বের নির্দেশক বানিও না এসবকে।

যত বঞ্চনা বিরহ বিচ্ছেদ, সে আমাদের কারণেই ঘটেছে।

দয়া কর মুক্তি দাও আমাদেরকে আমাদের কাছ থেকে।

দাও পরিচয় তোমার আমাদেরকে।

یارب دل پاک و جان آگاهم ده

آه شب و گریهٔ سحرگاهم ده

در راه خود اول زخودم بیخود کن

آنگه بیخود بسوی خود راهم ده

'ইয়া রব দিলে পাক ও জা'নে আগাহাম দে

আ'হে শাব্ ওয়া গিরয়ায়ে সাহারগাহাম দে।

দর র'হে খোদ আউওয়াল যে খোদম বীখোদ কুন

অ'নগাহ বীখোদ বেসূয়ে খোদ রাহাম দে।'

প্রভুহে পূত: দিল দাও সচেতন প্রাণ আমাকে

রাতের আহজারী শেষরাতের ক্রন্দন এই বান্দাকে।

তোমার পথে প্রথমে আমার কাছ থেকে আত্মহারা কর আমাকে

Dhaka University Institutional Repository

এরপর আত্মহারাকে দেখাও যে পথ গেছে তোমার ওই দিকে।[২৭]

জামীর (র.) কবিতা, পদ্য রচনা ও উক্তিসমূহ পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, জামী (র.) ছিলেন তার যমানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী। তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন এবং নকশবন্দিয়া তরিকার নিয়ম অনুযায়ী তা'লীম ও দীক্ষা দিতেন। তবে তখনকার অনেক সুফী বুযুর্গের মত দরবার সাজিয়ে পীর মুরীদীর বাজার তিনি চালু করেন নি। জামী (র.) তার কাব্যগ্রন্থ 'হাফত আওরাঙ্গ' এর সর্বত্র বিশেষ করে 'সিলসিলাতুয যাহাব' গ্রন্থে এ জাতীয় পীরদের দাগাবাজ, দোকানদার, গীর্জাধর্মী সুফী ও ভন্ড বলে ভর্ৎসনা করেছেন।[২৮]

জামীর শিষ্য আবদুল গফুর লারী, তাসাওফ এর প্রতি জামীর (র.) বিশ্বাস এবং তরীকতের শেখদের প্রতি তার অগাধ ভক্তি সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। লারীর মতে, জামী (র.) তাসাওফকে ইসলামের হাকীকত তথা প্রকৃত রূপ বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ধারা এই নিয়ম ও বিশ্বাসের ওপর পরিচালিত ছিল।[২৯]

আবদুল গফুর লারী জামীর (র.) জীবনের এ অধ্যায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভাষার অলংকার ও কারুকার্য প্রয়োগ করে যে তথ্যটি দিয়েছেন সংক্ষেপে তা হলো ঃ জামী (র.) উচ্চ শিক্ষার জন্য হেরাত ত্যাগ করে সমরকন্দে[৩০] গিয়েছিলেন। সেখানে জ্ঞান-গরিমা ও উচ্চতর ফযিলত, কামালিয়াত অর্জন করার পর এক রাতে- যে রাত ছিল ভোরের মত উজ্জ্বল, মনের কানে শুনতে পান যে, বুযুর্গ আরেফ হযরত সা'দ উদ্দীন কাশগরী (র.) যেন তাঁকে ডেকে বলছেন :

رو دادر یاری گیر که ناگزیر تو بود

'যাও ভাই! কোনো মুর্শিদ গ্রহণ কর, যে তোমাকে পথ দেখাবে।'[৩১]

এ ঘটনার পর তার অন্তরে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তিনি খোরাসান প্রত্যাবর্তন করেন। লারী আরো বলেন, মরহুম সা'দ উদ্দীন কাশগরী তাঁর বৈঠকখানার নিকটবর্তী জামে মসজিদে নিয়মিতভাবে দরবেশদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। হযরত জামীর যাতায়াতের রাস্তা ছিল সেই দিক দিয়ে। তিনি যতবারই যেতেন মাখদুম (মাননীয়) সা'দ উদ্দীন (র.) ততবার বলতেন, এই লোকটার আশ্চর্যজনক যোগ্যতা আছে। আমি তার ওপর ফেরেফতা(আসক্ত)। জানি না কিভাবে তাকে কব্জায় আনব। প্রথম যেদিন তিনি মখদুম সা'দ উদ্দীনের খেদমতে উপস্থিত হন, সেদিন বলছিলেন

---

[২৭]. মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *লওয়ায়েহ দর ইরফান ও তাসাওফ*, প্রকাশনায় ফুরুগী, তেহরান, ইরান,তা.বি. পৃ. ৫ ।

[২৮] আগা মুর্তযা ও মুদাররিস গীলানী, *মুকাদ্দামা মসনবী হাফতে আওরাঙ্গে জামী*, কিতাব ফরুশীয়ে সা'দী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৭, পৃ.৮।

[২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ.৮।

[৩০] বুখারার নিকটবর্তী মধ্য এশিয়ার একটি প্রাচীন নগরীর নাম সমরকন্দ। বর্তমানে উজবেকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

[৩১] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ.৬৮

Dhaka University Institutional Repository

شاهبازی بچنگ ما افتاده است

'এক বাজ পাখি আমাদের জালে আটকা পড়েছে।'[৩২]

জামী ছিলেন নকশবন্দিয়া তরিকার অনুসারী ও পরে খলিফা। এই তরিকার প্রবর্তক ছিলেন খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি। খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দির[৩৩] সাথে জামীর সম্পর্ক ছিল তিনটি স্তরের সহায়তায়। একটি হলো সা'দ উদ্দীন কাশগরীর আধ্যাত্মিক নিসবত ছিল মওলানা নিজাম উদ্দীন খামূশ এর সঙ্গে। তিনি আধ্যাত্মিক নিসবত নিয়েছিলেন খাজা আলা উদ্দীন- যিনি আল-আত্তার নামে খ্যাত ছিলেন তার সঙ্গে আর খাজা আলা উদ্দীনের নিসবত ছিল মহান শায়খ বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ বুখারী নকশবন্দীর সঙ্গে। রাশাহাত আইনুল কুযাত এর বর্ণনা অনুযায়ী মওলানা জামীর মুর্শিদ সা'দ উদ্দীন কাশগরীর ওফাত হয়েছিল হিজরী ৮৬০ সালের জমাদিয়ুস সানীর ৭ তারিখ।[৩৪]

আধ্যাত্মিকতা বিহীন সুফী দর্শন সম্পর্কে জামী (র.)

জামীর দৃষ্টিতে কালাম শাস্ত্রবিদদের নীতিমালা ও তাসাওফপন্থীদের শিক্ষাদীক্ষার মোকাবিলায় দার্শনিকদের আকীদা বিশ্বাস ও ভ্রান্তিবিলাসের কোনো গুরুত্ব নেই। জামীর ধারণা অনুযায়ী তারা শরীয়তের সিরাতুল মুস্তাকীম হতে বিচ্যুত এবং তরিকতপন্থীদের আত্মিক প্রেরণা ও 'হাল' হতে বঞ্চিত। হাকীকতের যে নূর তা অবশ্যই শরীয়তের সীমানার মধ্যে পেতে হবে। দর্শনের মারপ্যাঁচে তা অবান্তর। তিনি সন্তান যিয়াউদ্দীন ইউসুফকে কিছু নসিহত করেছেন এবং তা লাইলী মজনুন কাব্যগ্রন্থের শেষভাগে বিধৃত রয়েছে। তাতে তিনি তার ছেলেকে দার্শনিকদের অনুসরণ হতে বারণ করেছেন আর ওলামায়ে দ্বীনের অনুকরণের জন্য উৎসাহিত করেছে...

چون فلسفیان دین بر انداز

از فلسفه کار دین مکن ساز

দার্শনিকরা যেহেতু মূল্যোৎপাটনকারী

দীনের কাজকে তাই মাপবে না দর্শনের মানদন্ডে।

پیش تو رموز آسمانی

افسون زمینیان چه خوانی؟

---

[৩২] আগা মুর্তযা ও মুদাররিস গীলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

[৩৩]. বাহাউদ্দীন নকশবন্দীর পুরো নাম বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ বুখারী নকশবন্দী (৭১৮- ৭৯১ হিজরী)। তিনি হিজরী অষ্টম শতকের বিখ্যাত সুফী ও আধ্যাত্মিক গুরু। আধ্যাত্মিক সাধনার নকশবন্দিয়া তরিকার তিনি প্রবর্তক। মধ্য এশিয়ায় বুখরার নিকটবর্তী 'কাসরে আরেফান' (তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রাসাদ) নামক মহল্লায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার অসংখ্য মুরীদানের মধ্যে সবচে বিখ্যাত দু'জন ছিলেন খাজা আলা উদ্দীন আতা ও খাজা মুহাম্মদ পারসা। তার তরিকার উর্ধ্বতন সূত্র বিখ্যাত সুফী ও তত্ত্বজ্ঞানী বায়েযীদ বোস্তামীর সঙ্গে যুক্ত। তার বিখ্যাত দু'টি কিতাব আধ্যাত্মিকতায় 'দালীলুল আশেকীন' ও উপদেশমূলক জীবন চরিত 'হায়াতনামা'। কাসরে আরেফীনে তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন। বিশ্বের সর্বত্র তার সিলসিলার বিপুল অনুসারী রয়েছে।

[৩৪] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার সম্মুখে মেলা বিশাল আকাশের রহস্যভান্ডার

মাটিতে পতিতদের কল্পকাহিনী পড়ে লাভ কি তোমার?

یثرب اینجا، مشو چو دونان

اکسیر طلب زخاک یونان

এখানে মদীনা আছে, তাই হীন লোকদের মতো

খুঁজে বেড়াবে না প্রাণ সঞ্জিবনী সুরা গ্রীসের কাছে।

ره نیست جز آنکه مصطفی رفت

تا مقصد صدق راست پا رفت

কোনো পথ নাই, মোস্তফার দেখানো সেই পথ ছাড়া

পবিত্র সত্তার গন্তব্য পর্যন্ত এ পথ অবিচল সোজা।

میکن بر هش نگاه و می رو

می بین پی او براه و می رو

তার পায়ের পরে নজর রাখ, যাও সম্মুখে এগিয়ে

দেখ তার পদাঙ্ক, চল সেই পথ বেয়ে বেয়ে।

زان ره که زپای او نشان نیست

برگرد، که جز هلاک جان نیست.

যেই পথে নাই তাঁর পদচিহ্ন, দেখ সাবধান!

ফিরে এসো, কারণ সে পথে ধ্বংস অনিবার্য।[৩৫]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাসাওফের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তিশ্রদ্ধা বলতে জামী প্রচলিত অর্থে তরিকত বা তাসাওফের রেওয়াজের অনুসরণ বুঝান নি। বরং তিনি আধ্যাত্মিকতার হাকীকতকে সামনে নিয়ে কথা বলতেন। অন্যথায় যারা পীরে কামেল মুকাম্মিল এর দাবীদার, খানকাহ বা আস্তানা সাজিয়ে মুরিদ শিকারের দোকানদার, তিনি তাদের তিরস্কার করেছেন বিভিন্ন কবিতায়। যদিও তিনি বায়আত করার জন্যে তার মুর্শিদের পক্ষ হতে এজাযত পেয়েছিলেন, তবুও কোনো দিন লোকদের মুরীদ করান নি। একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে ডেকে কানে কানে উপদেশ দিতেন। পীর মুরীদীর বাজার বসানোকে ঘৃণা করতেন। বাজারী পীরদের সম্পর্কে তার তিরস্কার মাখা উচ্চারণের একটি নমুনা-

حذر از صوفیان شهر و دیار

---

[৩৫] আব্দুর রহমান জামী, *লাইলী ও মাজনূন*, কিতাব ফুরুশীয়ে সা'দী, তেহরান, ইরান ১৯৮৭,পৃ. ৯০৭-৯০৮।

Dhaka University Institutional Repository

همه نامرم اند و مردم خوار

নগর পল্লীর এসব সুফীদের খপ্পড় হতে বাঁচাও

সবাই অমানুষ অথচ মানুষ খেকো।

کارشان غیر خواب و خوردن نی

هیچشان فکرروز مردن نی

খাওয়া আর ঘুমান ছাড়া নাই কোনো কাজ

একদিন মরতে হবে সে চিন্তা করতে নারাজ।

ذکرشان صرف بهر سفره و آش

فکرشان حصر در وجوه معاش

তাদের যিকির নিয়োজিত ডেকচি ও দস্তরখানায়

তাদের চিন্তা নিবেদিত রুটি রুজির সাধনায় ।

هر یکی کرده منزلی دیگر

نام آن خانقاه یا لنگر

প্রত্যেকে সাজিয়েছে একেক মনযিল আস্তানা,

আর নাম দিয়েছে খনকাহ কিংবা লঙ্গরখানা।

فرشهای لطیف افکنده

ظرفهای نکو پراکنده

দামী কার্পেট বিছানা পাতা আস্তানায়

সুন্দর ঝকঝকে বাসন কোসন পরিবেশনায়।

چشم بر درگه کیست کز ده و شهر

یافته از طریق مردان بهر

দরজার দিকে তাদের নজর কে আসে,

শহর গ্রাম হতে হাদিয়ার নজরানা নিয়ে।

گوشت یا آرد آورد دو سه من

تا نشیند بصدر شیخ زمن

গোশত আসে, হালুয়া রুটির হাদীয়া আসে

দর্শনার্থী এসে বসেন যমানার ওলির পাশে।

سر انبان لاف بگشاید

Dhaka University Institutional Repository

بر حریفان گزاف پیماید

বড় বড় গালগল্প শুরু করেন হুজুর বাবা

অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের নানা বুলি গালভরা।

نکند بس ز مهمل و قلماش

تا بدان دم که پخته گردد آش.

বসে বসে প্রহর গুণে কবে নামবে ডেকচি

আধ্যাত্মিক সাধনার নামে এরা পেট পূজারী।[৩৬]

পরিবারিক জীবন

হযরত মওলানা সা'দ উদ্দীন কাশগরী (কু.সি.)-এর দুই কন্যার মধ্যে একজনের সঙ্গে শাদী হয় মওলানা জামী (র.)-এর। সেই ঘরে তার চারটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। প্রথম সন্তানটির বয়সকাল ১ দিনের চেয়ে বেশী ছিল না এবং তার কোনো নাম রাখা হয়নি। তার দ্বিতীয় ছেলেন নাম খাজা সফি উদ্দীন মুহাম্মদ। ১ বছর বয়সে সে মারা যায়। তার মৃত্যুতে মওলানা জামী অতিশয় শোকাভিভূত হন এবং তার শোকে একটি মরসিয়া রচনা করেন, যা তার প্রথম দিওয়ানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তার তৃতীয় সন্তানের নাম খাজা যিয়াউদ্দীন ইউসুফ। তার জন্ম হয় হিজরী ৮৮২ সালের শাওয়াল মাসের ৯ তারিখে। যিয়াউদ্দীন ইউসুফ এর শৈশবকাল সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ ঘটনা আছে। একদিন হেরাতের পুরনো মসজিদের উত্তরে অবস্থিত হাউজের পাড়ে মওলানা জামী বসা ছিলেন। এ সময় জনৈক খাদেম যিয়াউদ্দীন ইউসুফকে কোলে করে বাইরে নিয়ে আসে। এ সময় ইউসুফ-এর বয়স ছিল আনুমানিক পাঁচ বছর। কাছে আসার পর বলল, বাবা আমি খাজা উবায়দুলাহকে দেখি নি। মওলানা জামী মুখের কোলে হেসে ওঠলেন এবং বললেন:

তুমি খাজাকে দেখেছ। তবে মনে করতে পারছ না। পরবর্তীতে তিনি বলেন যে, ঐ সময়কার এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত খাজা ওবায়দল্লাহ এস্থানে উপস্থিত হয়েছেন আর মসজিদের উত্তরে একটি বাতায়নের দিকে ইঙ্গিত করছেন। আমি যিয়াউদ্দীনকে হাতের ওপর নিয়ে তার কাছে আনলাম। যাতে তিনি এই কিশোরের প্রতি একটি দয়ার নজর দান করেন। তাকে যেন দু'আ দানে ধন্য করেন। হযরত খাজা তাকে আমার হাত হতে টেনে নিলেন এবং তার মুখ মোবারক তার মুখের মধ্যে রাখলেন। আর ধবধবে সাদা কি একটা জিনিস তার মুখ থেকে তার মুখের মধ্যে ফেলে দিলেন, তাতে তার মুখ ভরে গেল। আর কিছু অংশ বেরিয়ে আসল। এরপর তিনি তাকে আমার হাতে দিলেন। আমি তখন ঘুম

[৩৬] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *সিলসিলাতুয্ যাহাব*, কিতাব ফুরুশীয়ে সা'দী, তেহরান ,১৯৮৭ , পৃ.১২৭-১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে জেগে উঠলাম। জামী (র.)-এ স্বপ্নের ঘটনা খেরাদনামায়ে ইস্কান্দারী কাব্যগ্রন্থে খাজা ওবায়দুল-াহর প্রশংসা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন।[৩৭]

তার চতুর্থ ছেলের নাম খাজা যহীরুদ্দীন ঈসা। খাজা যিয়া উদ্দীন ইউসুফের জন্মের ৯ বছর পর তার জন্ম হয়। জন্ম তারিখ হিজরী ৮৯১ সালের ৫ মহররম বৃহস্পতিবার। তিনি আনুমানিক চল্লিশ দিনের মাথায় ইন্তিকাল করেন।[৩৮]

জামীর একজন ভাই ছিলেন, নাম মওলানা মুহাম্মদ, মাজালিসুন নাফায়েস কিতাবে তার জীবনী বিধৃত হয়েছে। তিনি বড় জ্ঞানী ও পন্ডিত লোক ছিলেন। বিশেষ করে ইতিহাস ও সংগীত বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি বেশ কিছু রুবাই লিখেছেন। এই ভাইয়ের ইন্তিকালে জামী একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। গজলের একটি শোক এরূপ :

من بودم از جهان و گرامی برادری
در سلک نظم جمع گرانمایه گوهری
আমি ছিলাম আর এই জগতে ছিল সন্মানিত এক ভাই,
কবিতার গাঁথুনীতে তার নাম ছিল রত্ন সমতুল্য।[৩৯]

দেশ ভ্রমণ

মহা মনীষীদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতা অর্জনের জন্য তারা অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে দেশ বিদেশ সফর করেন। কুর'আন মজিদেও এজন্যে দেশ ভ্রমনের তাগাদা দেয়া হয়েছে। ইমাম গাযযালী, শেখ সা'দী,ইবনে বতুতা প্রমূখের জীবনধারা ও দেশ ভ্রমনের সাহায্যে তাঁদের পরিপক্কতার শীর্ষে পৌঁছার ইতিহাস অতি সমৃদ্ধ। মওলানা জামীর জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। মূলত: দাদার দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর জীবনের এই সাধনা।শৈশব থেকে তাঁর জীবনে বেশ কয়েকটি দেশ ভ্রমণের ঘটনা পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে-

- শৈশবে আপন পিতার সঙ্গে জাম হতে হেরাত গমন এবং খাজা আলী সমরকন্দীর কাছে অধ্যয়ন। তরুণ বয়সে শাহরুখের শাসনামলে হেরাত[৪০] হতে সমরকন্দ গমন।

---

[৩৭] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূস্ প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৭৮-৭৯।

[৩৮] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূস্ প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪ ,পৃ. ৭৭।

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

[৪০] হেরাত; প্রাচীন খোরাসানের অন্যতম সমৃদ্ধ শহর । ইসলামের আবির্ভাবের পর এ শহরটি ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে তৈমূর বংশীয় সুলতানদের রাজধানীতে পরিণত হয়। বর্তমানে আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিমে যারীরূদ নদের তীরে অবস্থিত এবং বহু আরেফ ও সূফীর জন্মস্থান ও সমাধিস্থল হওয়ার সুবাদে ইতিহাসে বিখ্যাত।

Dhaka University Institutional Repository

- সমরকন্দ হতে হেরাত প্রত্যাবর্তন, আলা উদ্দীন আলী কুশচী-এর কাছে অধ্যয়ন এবং মওলানা সা'দ উদ্দীন কাশগরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ। খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার এর সাক্ষাত লাভের জন্য হেরাত হতে মার্ভ [৪১]গমন।
- খাজা উবায়দুলাহ আহরারের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ৮৭০ হিজরী সালে দ্বিতীয়বার সমরকন্দ সফর। তাশকন্দের[৪২] ফারাবে উপরোক্ত খাজার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তৃতীয়বার সমরকন্দ সফর, ৮৮৪ হিজরী সালে। ৮৭৭ সালে খোরাসান হতে হেজায সফর।
- তখন হামাদান, [৪৩]কুর্দিস্তান, বাগদাদ, কারবালা ও নজফ [৪৪]হয়ে মদীনা ও মক্কায় গমন। তারপর দামেস্ক, হালাব (আলেপ্পো) ও তাবরীয [৪৫]হয়ে খোরাসানে প্রত্যাবর্তন। [৪৬]

সর্বশেষ হজ্বের সফর

সর্বশেষ সফরটি মওলানা জামীর দীর্ঘতম ও ঘটনাবহুল সফর। তিনি হিজরী ৮৭৭ সালের রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ সফরে রওনা হন। এ সময় খোরাসানের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে পায়ে হেঁটে এমন সফর হতে বিরত হবার জন্য অনুনয় বিনয় করেন। জবাবে তিনি স্বভাব-সূলভ ভাষায় বলেন যে, পায়ে হেঁটে বহুবার হজ্ব করে ক্লান্ত অবসন্ন হয়েছি। এবারে বাহনে করে হজ্বে যেতে চাই।

হেরাত হতে যাত্রা আরম্ভ করে তিনি নিশাপুর, [৪৭] সবযাওয়ার,[৪৮] বাস্তাম,[৪৯] দামেগান,[৫০] সেমনান, [৫১]কাযবীন [৫২]ও হামাদান হয়ে গমন করেন। হামাদানের গভর্ণর মনুচেহের পরম ভক্তি ও ভালবাসায়

---

[৪১] মার্ভ প্রাচীন খোরাসানের একটি নগরী।

[৪২] তাশকন্দ; মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত উযবেকিস্তানের বর্তমান রাজধানী। প্রাচীন ইসলামী নগরী।

[৪৩] হামাদান; বর্তমান ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় হামাদান প্রদেশের রাজধানী। ইরানের পৌরানিক রাজবংশ 'মাদ'দের রাজধানী ছিল। হামাদান শহরের কেন্দ্রস্থলে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ ও মনীষি শেখুর রঈস আবু আলী সীনা প্রকাশ ইবনে সীনার সমাধি অবস্থিত।

[৪৪] নাজাফ; ইরাকের পূর্বাঞ্চলীয় প্রাদেশিক কেন্দ্র কারবালার অন্তর্গত ও ৭৫ কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত নগরী নাজাফ চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (র.)-এর মাজারের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে শিয়াদের ধর্মীয় শিক্ষা ও মাদরাসার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র।

[৪৫] তাবরীয: ইরানের পূর্ব আযারবাইজান প্রদেশের প্রাদেশিক কেন্দ্র ও ঐতিহাসিক প্রাচীন শহর।

[৪৬] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূস্ প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪, পৃ. ৮২।

[৪৭] নিশাপুর: ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত জিলা। প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় শহর নিশাপুর ইতিহাসে অন্যতম ইসলামী জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। প্রখ্যাত আরেফ ফরীদ উদ্দীন আত্তার ও বিশ্ববিখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামের মাজার এই প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের মাঝে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

[৪৮] সাবযাওয়ার: খোরাসান প্রদেশে অবস্থিত নিশাপুর ও শাহরুদ শহরের মধ্যবর্তী একটি শহরের নাম সাবযাওয়ার। ইসলামের প্রথম যুগে এই শহরটি 'বায়হাক' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। (মুঈন, পৃ. ৭২৯) এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র ছিল এবং ইমাম বায়হাকীর মতো বিশিষ্ট ইসলামী মনীষীবৃন্দ এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেন।

[৪৯] বাস্তাম: ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় শহরূদ জেলার অন্তর্গত অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন নগরী। মোঘলদের আক্রমণে এই শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত আরেফ হযরত বায়েযিদ বাস্তামীর জন্মস্থান এই বাস্তাম। এখানেই তার মাজার অবস্থিত।বাস্তামের প্রাচীনউচ্চারণরণ বোস্তাম।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তত তিনদিন তার কাফেলার মেহমানদারী করেন এবং রাজকীয় সম্মানে আপ্যায়িত করেন। বহু চাকর-বাকরসহ তার খেদমত আঞ্জাম দেন। তিনি তার হজ্ব কাফেলা নিরাপদে কুর্দিস্তান অতিক্রম করার ব্যবস্থা করেন ও বাগদাদ সীমানায় পৌঁছিয়ে দেন। তিনি জমাদিউল আখের মাসের ১ম তারিখে বাগদাদ উপনীত হন। কয়েকদিন অবস্থানের পর আমীরুল মু'মেনীন হুসাইন (রদ.)-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কারবালা গমন করেন। এরপর আবার তিনি বাগদাদ গমন করেন।

বাগদাদে পৌঁছার পর তিনি রাফেযীদের রোষানলের শিকার হন। এর কারণ ছিল তার হজ্ব কাফেলার দু'জন লোক পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করে একজন কাফেলা ত্যাগ করে বাগদাদের রাফেযী (শিয়া)-দের দলে যোগ দেয় আর মওলানা জামীর কিতাব 'সিলসিলাতুয যাহাব' এর কয়েকটি বর্ণনামূলক বয়েত আলাদা করে তার সাথে কিছু বাক্য জুড়ে দিয়ে রাফেযীদেরকে কাফেলার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। শেষ পর্যন্ত বাগদাদের শাসকবর্গ এবং হানাফী ও শাফেয়ী বিচারকদের উপস্থিতিতে এক বিরাট মাহফিলে কিতাবের প্রকৃত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলে, লোকেরা মওলানা জামীর (র.) পান্ডিত্য ও উদারতা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং প্রতিবাদকারী রাফেযীরা জামীর (র.) মুখে হযরত আলী (র)-এর প্রশংসা শুনে লজ্জায় অবনত হয়। মওলানা জামী (র.) পরবর্তীতে বাগদাদের বিব্রতকর পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে একটি কবিতা রচনা করেন। বাগদাদে তাঁর অবস্থানকাল ছিল চার মাস। রমযান মাসের ঈদের পরে তিনি হেজায-এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। শাওয়াল মাসের শেষভাগে তিনি নাজাফে হযরত আলী (র.)-এর পবিত্র মাযার যেয়ারত করেন এবং তাঁর শানে কবিতা রচনা করেন। মাজারের মুতাওয়াল্লী তথা সৈয়দুস সাদাত ছিলেন সৈয়দ শরফ উদ্দীন মুহাম্মদ লাইস নকীব। তিনি তাঁর খান্দানের সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে পরম ভক্তি শ্রদ্ধা জানিয়ে অতি সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে মওলানা জামীর মেহমানদারী করেন।

যিলকদ মাস আগমন করলে তিনি তাঁর কাফেলা নিয়ে মরু বিয়াবানের পথে রওনা হন এবং মদীনায়ে মুনাওয়ারার অভিমুখে যাত্রা করেন, যাবার পথে তিনি নবীজির (স.) শানে কবিতা রচনা করেন।

২২ দিন সফর শেষে তিনি মদীনায় পৌঁছেন এবং রওযায়ে আকদাসে যথাযোগ্য সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি মক্কা মুয়াযযমার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১০ দিন পর যিলহজ্ব মাসের প্রথম দিকে তিনি সেখানে পৌঁছান। হেরেম শরীফে তাঁর অবস্থানকাল ছিল ১৫ দিন। সেখানে পবিত্র হজ্ব ও আনুষাঙ্গিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পর পুনরায় তিনি মদীনা মুনাওয়ারার পথে

---

[৫০] দামেগান: ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় ঐতিহাসিক প্রাচীন নগরী দামেগান। পূর্বে শহরটি অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিছুকাল ইরানের আশকানী রাজবংশের রাজধানী ছিল। প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন নিদর্শনাবলীর জন্য বিখ্যাত।

[৫১] সেমনান: ইরানের বর্তমান রাজধানী তেহরান হতে সোয়া দুইশ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত সেমনান একটি প্রাচীন নগরী।

[৫২] কাযবীন: ইরানের মধ্য প্রদেশের অন্যতম জেলা শহর। সাফাভী আমলের শুরুর দিকে কিছুকাল ইরানের রাজধানী ছিল। ইরানের অন্যতম ঐতিহাসিক নগরী।

Dhaka University Institutional Repository

রওনা হন। মদীনা মুনাওয়ারায় রওযা মোবারকের যিয়ারতকালে তিনি একটি গযল রচনা করেন, যার প্রথম কলি

بکعبه رفتم و زانجا هوای کوی تو کردم

جمال کعبه تماشا بیاد روی تو کردم

কা'বায় গিয়েছিলাম সেখানে আপনার গলিতে আসবার তাওফীক চেয়েছি

কা'বার সৌন্দর্য দর্শনে মনে ভেসে উঠেছে আপনার চেহারার ছবি।

রওযায়ে আকদাস যিয়ারতের পর তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং দামেস্কে ১৫ দিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি কাজী মুহাম্মদ হাযসারী-যিনি ছিলেন কাজিয়ুল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) সে যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, হাদীসের সনদে যিনি অত্যন্ত উঁচু স্তরে ছিলেন, তার সাহচর্য গ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেন ও হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে কাজী সাহেব তার যথাযোগ্য মেহমানদারী করেন।

এরপর তিনি হালাব (আলেপো)-এর পথে রওনা হন। হালাব পৌঁছার পর সেখানকার সৈয়দগণ, ইমামগণ ও কাজীগণ তার খেদমতে প্রচুর হাদীয়া তোহফা অর্পণ করেন। ঠিক ঐ সময়ে কায়সারে রূম (পূর্ব রূম নামে খ্যাত তুরস্ক অঞ্চলের) ওসমানী সম্রাট সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ্ সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তিনি (জামী) খোরাসান হয়ে হেজায এর পথে রওনা হয়েছেন। সুলতান তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সভাসদকে খাজা আতা উল্লাহ কেরমানীর নেতৃত্বে নগদ ৫ হাজার আশরাফী এবং ভবিষ্যতে আরো এক লাখ আশরাফীর ওয়াদাসহ মওলানা জামীর (র.) খেদমতে প্রেরণ করেন এবং অতিশয় অনুনয় বিনয় করে রোম সাম্রাজ্যে (তুরস্কে) তাশরীফ নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। মধুর ঘটনাটি হল, মওলানা জামী (র.) সুলতানের প্রেরিত প্রতিনিধি দল পৌঁছার কয়েক দিন আগেই ইলহাম যোগে অবগত হয়ে দামেস্ক হতে হালাব চলে আসেন। এদিকে প্রতিনিধিদল দামেস্ক পৌঁছার পর সেখানে মওলানা জামীকে (র.) না দেখে খুবই অনুতাপ অনুশোচনা করে। জামী (র.) হালাবে থাকতেই সুলতানের প্রতিনিধিদল দামেস্কে পৌঁছার সংবাদ পেয়ে যান। কাল বিলম্ব না করে তিনি হালাব হতে তাবরীযের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যাতে সুলতানের প্রতিনিধিদল হালাব না আসে এবং তাঁকে অনুরোধ-উপরোধ করে তুরস্ক যেতে বাধ্য না করে।[৫৩]

তাবরীয ভ্রমণ

মওলানা জামীর (র.) সিদ্ধান্ত ছিল তিনি মক্কা ও মদীনা হতে সরাসরি হেরাত ফিরে যাবেন। কিন্তু আযারবাইজান-এর শাসক আমীর হাসান বেগ আগ কুয়ুনলু[৫৪]-এর বিশেষ অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি

---

[৫৩] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৮৩, ৮৪ ও ৮৫।

[৫৪] হাসান বেগ আগ কুয়ূনলু; পুরো নাম আবুন নসর হাসান বেগ প্রকাশ উযুন হাসান, তিনি আগ কুয়ুনলূ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই রাজ বংশের সবচে শক্তিমান সুলতান। আযারবাইজানসহ ককেশাস অঞ্চল হতে নিয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইরান পর্যন্ত এই রাজবংশের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। তার শাসনকাল ছিল ৮৭৩ হতে ৮৮২ হিজরী পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তাবরীয গমন করেন। প্রায় এক মাস তাবারিয়ে অবস্থান করেন। তাবারীযে আগমন ও অবস্থানকালে সেখানকার বাসিন্দাদের প্রচুর সম্মান শ্রদ্ধা ও ভক্তি তিনি লাভ করেন। জামী তাবারীয সফর স্মরণে একটি গযল রচনা করেন।[৫৫]

সেখানে অবস্থানের জন্য শত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও তিনি বয়োবৃদ্ধ মায়ের সেবাযত্নের কথা বলে খোরাসানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। হিজরী ৮৭৮ সালের ১৩ শাবান তিনি হেরাতে উপনীত হন। এ সময় সেখানকার শাসক মীর্যা সুলতান হুসাইন মার্ভে ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচরকে প্রচুর রাজকীয় উপঢৌকন ও ভক্তি শ্রদ্ধা মিশ্রিত একখানা চিঠিসহ জামীর খেদমতে পাঠিয়ে দেন। চিঠিখানার উপরিভাগে এই শ্লোকটি লেখা ছিল:

اهلاً بمقدمک الشریف فانه

فرح القلوب و نزهة الارواح

আহ্লান বিমাকদামিকাশ্ শরীফে ফা ইন্নাহু

ফারহুল কুলূবে ওয়া নুয্হাতুল আরওয়াহি

স্বাগতম আপনার মোবারক আগমনকে।কারণ তা

অন্তরসমূহের আনন্দ ও হৃদয়সমূহের জন্যে ফল্গুধারা।[৫৬]

ইন্তেকাল

মওলানা আব্দুর রহমান জামী হিজরী ৮৯৮ সালে ১৮ মহররম ইন্তিকাল করেন। এ হিসেবে তার জীবনকাল ছিল ৮১ বছর। (বর্তমান আফগানিস্তানের) হেরাতে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং জ্ঞানী মনীষী ও রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণে তার নামাযে জানাযা ও দাফন অনুষ্ঠিত হয়।[৫৭]

মওলানা জামীর মৃত্যকালীন অবস্থা সম্বন্ধে মওলানার শিষ্য আব্দুল গফুর লারী [৫৮]একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনাটির সারসংক্ষেপ এরূপ :

"দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময়টি ঘনিয়ে আসলে মওলানা জামী এমন সব উক্তি করতেন যেগুলো ইঙ্গিত করত যে, তিনি বুঝি কোন দূর সফরে বিদায় নিয়ে যাবেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার কিছুদিন আগে তিনি বাসস্থান ছেড়ে শহরের উপকণ্ঠে তার নিজস্ব একটি পল্লীতে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি স্বাভাবিক নিয়মের চাইতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। ফলে সহচর ও বন্ধুরা ব্যথিত হয়ে ফিরে আসার জন্য অনুনয় বিনয় করেন, জবাবে তিনি বলেন :

دل از دیگر می باید کند

---

[৫৫] আলী আসগর হিকমত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

[৫৬] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৮৬।

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

[৫৮] আব্দুল গফুর লারী; বিশিষ্ট সুফী ও মনীষী। জন্ম হেরাতে ৯১২ হিজরীতে। তিনি জামীর মুরীদ ও শিষ্য। জামীর নাফাহাতুল উনস এর উপর তিনি টীকা লিখেন। তার কবর হেরাতে তার মুর্শিদ জামীর কবরের পাশে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

'পরস্পর হতে অন্তর বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে।'

পরে বাসগৃহে ফিরে আসার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যেদিন থেকে রোগ দেখা দিল তার ষষ্ঠ দিনে ১৮ মহররম জুমাবার ভোরে তার শিরার স্পন্দন মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছিল। এক সময় হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন 'হাম চুনীন' তা-ই হোক। মনে হল কেউ তাকে কোনো খবর দিয়েছে আর তিনি তাতে সম্মতি দিয়েছেন। তখনই তিনি নামাযের ইহরাম বাঁধলেন। দুইহাত বুকের ওপর উঠালেন আর সব সময় যে নিয়মে উচ্চস্বরে বলতেন সে নিয়মে وجهت وجهى للذى ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিলাজি বলে দু'রাকাত নামায পড়লেন। এ সময় সুস্থতা অসুস্থতার প্রতি তার আদৌ খেয়াল ছিল না। প্রথম রাকাতে সুরা কাফেরুন আর দ্বিতীয় রাকাতে কুল হুয়াল্লাহ পড়লেন। কোনোরূপ বিচলিত ভাব তার মধ্যে দেখা গেল না।ঠিক জুমার আযানের সময় তার রূহ মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যায়।

শনিবার সকালে তখনকার সুলতান বাহাদুর খান অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ক্রন্দনরত অবস্থায় তাকে দেখতে আসেন। শাহজাদা, আমীর ওমরা ও শীর্ষস্থানীয় লোকেরা পরম শ্রদ্ধায় কাঁধে তার কফিন বহন করেন এবং তাকে তার পীর মুর্শিদ সা'দ উদ্দীন কাশগরীর কবরের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।"[৫৯]

সমাধি

বর্তমান আফগানিস্তানের হেরাত শহরে মওলানা আব্দুর রহমান জামীর মাযার অবস্থিত। এর অবস্থান হেরাতের প্রাচীন নগরীর উত্তরে খানিকটা পশ্চিমে এবং হেরাতের বর্তমান শহরের উত্তর পশ্চিমে আনুমানিক দুই কিলোমিটার ব্যবধানে । তঁর মাযারের উত্তর পশ্চিমে শায়খ যাইনুদ্দীন খাফীর মাযার। এর আনুমানিক পনেরশ' ফুট উঁচুতে উত্তরের পাহাড়টির ওপর সৈয়দ আবূ আব্দুল্লাহ মুখতারের মাযার অবস্থিত। আলী আসগর হিকমতের মতে-'খেয়াবান'-নামে খ্যাত ঐ এলাকাটিতে অসংখ্য বুযুর্গের মাযার অবস্থিত এবং অনেকগুলোর নাম নিশানাও মুছে গেছে। মাওলানা জামীর মাযারটি একটি বাগানসহ চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। যেখানে কয়েকজন বুযুর্গ ও হেরাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবর অবস্থিত। দেয়াল ঘেরা মাযার এলাকার পশ্চিম পার্শ্বে মসজিদ আকৃতির একটি পুরোনো দালান রয়েছে। মাযার এলাকায় অন্য যেসব বুযুর্গের মাযার আছে তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মাওলানা জামীর পীর মুর্শিদ মাওলানা সা'দ উদ্দীন কাশগরী। মাওলানা জামীর ওফাতের আগেই এটি একটি সুরম্য দরগাহ ছিল।[৬০] দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইরানে শিয়া মাযহাবের উত্থানের সময় শাহ ইসমাঈল সাফাভী(শাসনকাল ১৫০২-১৫২৪) উক্ত এলাকার ওপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান এবং উভয় মাযার গুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন।[৬১] দীর্ঘদিন বিরান অবস্থায় থাকার পর আহমদ শাহ বাবা-র যুগে হেরাতের অধিবাসীগণ মাযারটি পূণঃ নির্মাণ করেন। আমীর হাবীবুল্লাহ খান শহীদের আমলে তাঁর নির্দেশে হেরাতের বিচার বিভাগীয় প্রধানের তত্ত্বাবধানে মাযারটি বর্তমান অবস্থায় পূণঃ নির্মাণ করা হয়।

---

[৫৯] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৬০, (নাফাহাতুল উনস এর বরাতে)।

[৬০] ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু সাঈদ আল হারাবী, *মাযারাতে হেরাত*, দানিশে হেরাত প্রকাশনী, হেরাত,১৯৩১,পৃ.৩৪।

[৬১] আলী আসগর হিকমত,প্রাগুক্ত,পৃ.২২২।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে আফগানিস্তানের বিভিন্ন শাসকবর্গের তত্ত্বাবধানে এর সংস্কার ও উন্নয়ন সাধিত হয়। মাওলানা সা'দুদ্দীন কাশগরীর পা বরাবর রয়েছে মাওলানা আব্দুল্লাহ হাতেফীর কবর। অন্য দিকে মাওলানা জামীর পা বরাবর রয়েছে মাওলানা আব্দুল গফুর লারীর কবর। তিনি মাওলানা জামীর একান্ত শিষ্য। মাওলানা জামীর ভাই মাওলানা মুহাম্মদের কবরও হচ্ছে মাওলানা জামীর কবরের সামনা-সামনি। তিনি মাওলানা জামীর আগে ইন্তিকাল করেন।মাওলানা জামীর কবর বরাবর উপরে দেয়ালে একটি ফলক রয়েছে, যা রুস্তম আলী খান কর্তৃক ১৩০৪ হি. সালে স্থাপন করা হয়। ফলকটিতে আরবীর মিশ্রনে গদ্য ও পদ্যে নিম্নোক্ত কথাগুলো লেখা রয়েছে :

মাওলানা জামীর ম'যারের দেয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ ফলক

هو الباقی- کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام.

قد اجاب دعوة الحق و اتی بقلب سلیم. به فحوای یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة. طاوس روح مقدس عنقای قاف لاهوت، و شاهباز پرواز اوج جبروت، مهبط انوارقدم، کاشف اسرار علوم و حکم، مسند نشین کعبهٔ عالی مقام، بلبل خوش آهنگ بهارستان بلند نامی، عارف نامی و قطب گرامی، مولانا نور الحق و الملة والدین عبد الرحمان الجامی قدس الله تعالی سره السامی از مضیق دامگاه غرور بوسعت سرای سرور پرواز نمود.

جامی که بود مایل جنت مقیم گشت

فی روضة مخلدة ارضها السماء

کلک قضا نوشت روان بر در بهشت

تاریخه و سن دخله کان آمنا

بسعی و اهتمام رستم علیخان این لوح نصب شد از زایرین امید دعای خیر می دارد ۱۳۰۴

তিনিই একমাত্র চিরন্তন। এ জগতের সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। শুধু থাকবে আপনার প্রভুর পরম সত্তা। যিনি মহিমান্বিত, মহাসম্মানিত। 'ইয়া আইয়াতুহান্নাফসুল মুতমাইন্না ইরজিয়ী'-"হে প্রশান্ত হৃদয়, ফিরে যাও তোমার প্রভুর কাছে সন্তুষ্ট চিত্তে, তোমার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায়"- এই আহবানের প্রেক্ষিতে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং বিশুদ্ধ সমর্পিত আত্মা নিয়ে এসেছেন, যিনি পবিত্র রূহের জগতের ময়ূর, লাহুত জগতের বিহঙ্গমা, আলমে জাবারূত এর শিখর আরোহী শাহীন, প্রাচীনতম আলোকমালার অবতরণস্থল, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার রহস্য উন্মোচনকারী, সুউচ্চ আসনের কা'বায় যার আসন, সুনাম সুখ্যাতির গুলবাগের সুকণ্ঠি বুলবুল, সুপ্রসিদ্ধ আরেফ ও অতি সম্মানীয় কুতুব, সত্য, জাতি ও দ্বীনের আলো মাওলানা আব্দুর রহমান জামী (আল্লাহ তাআলা তাঁর সুমহান আত্মাকে পবিত্রতায় সুবাসিত করুন।) তিনি অহংকারের পশুশালার সংকীর্ণতা হতে আনন্দময় উর্ধ্বলোকের বিশালতায় উড়াল দিয়েছেন।

জামী ছিলেন বেহেশত-মুখী ,এখন তিনি নিবাসি

Dhaka University Institutional Repository

চিরন্তন গুলবাগে, যার অবস্থান উর্ধ্বলোকে।
নিয়তির তুলি লিখেছে বেহেশতের প্রবেশদ্বারে
এ তারিখ-'যে তাতে প্রবেশ করবে সম্পূর্ণ নিরাপদ'। [৬২]

রুস্তম আলী খানের উদ্যোগে এই ফলক স্থাপিত হলো। যেয়ারতকারীদের কাছে দোয়ার প্রত্যাশা রইল। ১৩০৪ সাল।[৬৩]

মাওলানা জামীর (র.) সমসাময়িক মনীষিগণ

মাওলানা জামীর কালটি ছিল ইরানের শিক্ষা-সভ্যতা, কাব্য-সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার যুগ।তাঁর সময়ে বহু মনীষী ইরানের কাব্য ও সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এদের অনেকের সাথে ামীর সম্পর্ক ছিল গভীর। অনেকের সাথে তাঁর ওঠাবসা ছিল। অনেকের প্রতি তিনি পরম ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এখানে এ ধরনের পাঁচ জনের নাম উলেখ করা হলো। তাতে জামীর আধ্যাত্মিকতা কতদূর গভীরে ছিল তার একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

খাজা মুহাম্মদ পারসা

আমরা জেনেছি যে, মওলানা জামীর পীর মুর্শিদ ছিলেন মওলানা সা'দ উদ্দীন কাশগরী। তিনি ছাড়া আর যে সব বুযুর্গের সান্নিধ্যে তিনি আলোকিত হয়েছেন তন্মধ্যে প্রথম ছিলেন খাজা মুহাম্মদ পারসা। খাজা মুহাম্মদ পারসা পবিত্র হজ্বে গমন উপলক্ষে বেলায়তে জাম (জাম অঞ্চল) দিয়ে যাচ্ছিলেন। অনুমান করা যায় যে, সে সময়টি ছিল হিজরী ৮২২ সালের জামাদিয়ুল আউয়াল বা জামাদিয়ুস সানীর শেষ ভাগ। 'নাফাহাতুল উনস' কিতাবে মওলানা জামীর বর্ণনা অনুযায়ী-

پدر این فقیر با جمع کثیر از نیازمندان و مخلصان بقصد زیارت ایشان بیرون آمده بودند و هنوز عمر من پنج سال تمام نشده بود .....در زمرهٔ محبان و مخلصان ایشان محشور شوم بمنه و جوده.

'এই অধমের (জামীর) পিতা বিপুল সংখ্যক ভক্ত, অনুরক্ত ও নিয়াযমন্দ (দোয়া-ভিখারী)-সহ তাঁকে দেখার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন। তখনও আমার বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হয়নি। তখন আমার পিতা তার ঘনিষ্ট এক লোককে বললেন, যেন আমাকে কাঁধের ওপর তুলে ধরেন। এই ভিড়ের মাঝে যখন আমাকে তার হাওদার সামনে তুলে ধরা হলো তখন তিনি (খাজা মুহাম্মদ পারসা) একটি কেরমানী মিষ্টিদানা আমাকে প্রদান করেন। সে ঘটনার পর হতে এখন ৬০ বছর গত হয়ে গেল। এখনো তার আলোকোজ্জ্বল উদয়ের স্বচ্ছতা আমার চোখে ভাসছে আর তার মোবারক দীদারের (দর্শনের) আস্বাদ আমার অন্তরে অনুভব করছি। নিশ্চিতভাবেই খাজেগান কুদ্দাসা সিররাহু তাআলার

[৬২] 'ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা'- যে তাতে প্রবেশ করবে, সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে'- এ বাক্যটিকে আবজাদ সংখ্যা তত্ত্বে বিশ্লেষণ করলে মাওলানা জামীর মৃত্যুর তারিখ পাওয়া যাবে। জান্নাত সম্পর্কিত বাক্যটি কুর'আন মজিদের আয়তাংশ।

[৬৩] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ.২২১-২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

খান্দানের প্রতি এই অধমের ভক্তি বিশ্বাস ও মুহব্বতের যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত তা তার সেই নজরে করমের বদৌলতেই হয়েছে। আমি আশা করি যে, এই সম্পর্কের বরকতে কাল কেয়ামতের দিন তার একনিষ্ঠ ভক্ত অনুরক্তদের সঙ্গে আমার হাশর হবে।[৬৪]

ফখরুদ্দীন লুরিস্তানী

মওলানা জামীর সমসাময়িক আরেকজন মনিষী ছিলেন মওলানা ফখরুদ্দীন লুরিস্তানী (রহ.)। তিনি তার যমানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শায়খ ছিলেন। জামী বলেন, অধমের মাতাপিতার মালিকানাধীন একটি ঘরে-যা জাম এলাকার খারজার্দে অবস্থিত ছিল, সেখানে একবার মওলানা ফখরুদ্দীন লুরিস্তানী (রহ.) আগমন করেন। আমি তখন এতই ছোট্ট ছিলাম যে, আমাকে তার জানুর সামনে বসানো হয়। তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুল ইশারায় 'ওমর' 'আলী' এর মতো প্রসিদ্ধ মোবারক নামগুলো বাতাসের গায়ে লিখছিলেন আর আমি তা পড়ছিলাম। তাতে তিনি মুচকি হাসছিলেন আর বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। তার সেই আদর ও দয়া আমার অন্তরে এই সুফী সম্প্রদায়ের ভক্তি ও ভালোবাসা গেঁথে দেয়। সেদিন থেকে এই ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন বর্ধিত হয়ে চলেছে। আমি আশা করছি যে, এই ভালবাসা নিয়ে বাঁচব। এই ভালবাসা নিয়ে মরব এবং তার বন্ধুদের মাঝে শামিল হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হব।[৬৫]

বুরহান উদ্দীন আবু নসর পারসা

খাজা বুরহান উদ্দীন আবু নসর পারসা-এর সঙ্গে মওলানা জামীর (র.) খুব বেশী ওঠাবসা ছিল। জামী (র.) বলেন : একদিন বুরহান উদ্দীন আবূ নসর পারসা-এর মজলিসে শেখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী[৬৬]ও তার রচনাবলীর ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি তার পিতা মহোদয়ের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : 'ফুসূস (ফুসুসুল হিকাম)' প্রাণ আর 'ফুতূহাতে মক্কিয়া' হৃদয়। তিনি একথাও বলেন যে, যে ব্যক্তি 'ফুসূস' ভালভাবে জানবে, তার মধ্যে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের স্বভাব মজবুত হবে।[৬৭]

---

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩ ।

[৬৫] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৪৫৩।

[৬৬] মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী; পুরো নাম মুহিউদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আলী হাতেমী তায়ী মালেকী আন্দালুসী। তিনি ইসলামী জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী তাত্ত্বিক। জন্ম ৫৬০ এবং মৃত্যু ৬৩৮ হিজরী। তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদ (একক অস্তিত্ববাদ) এর জোরালো প্রবক্তা। ৫৬৮ হিজরীতে তিনি আন্দালুসিয়ার কেন্দ্রীয় নগরী এশবিলিয়া eshbiliya গমন করেন। সেখানে ৩৩ বছর কাল অবস্থান করেন এবং হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর তিউনেসিয়া সফর করেন। সেখান থেকে প্রাচ্যের দেশগুলো ভ্রমণ করেন এবং দুইবার মক্কায় ও দুইবার বাগদাদ আর এশিয়া সফর করেন। সর্বত্র তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত ও সমাদৃত হন। অবশেষে দামেস্কে স্থায়ী হন ও সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার গুরুত্বপূর্ণ রচবনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উলেখযোগ্য হল ফুতূহাতুল মাক্কিয়া, ফুসূসুল হিকাম, তাজুর রাসায়িল ও কিতাবুল আযামাত ।

[৬৭] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ বাহাউদ্দীন উমর

যাঁদের সঙ্গে মওলানা জামীর (র.) খুব বেশী ওঠাবসা ছিল, তাঁদের মধ্যে অপর একজন ছিলেন শেখ বাহা উদ্দীন উমর। জামী (র.) বলেন : শেখের ঘন ঘন অতিমাত্রায় তন্ময়তা হত। তিনি তীক্ষ্ণভাবে বাতাস নিরীক্ষণ করতেন। কারণ, অশরীরী সৃষ্টি ফেরেশতাদের বাস যেহেতু বাতাসে সেহেতু তিনি ফেরেশতাদের দেখতেন। জামী (র.) আরো বলেন : একদিন হযরত শেখ-এর খেদমতে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে শহর হতে গ্রামে গমন করেছিলাম। শহর হতে আরো একদল লোক এসেছিল। তাঁর নিয়ম ছিল শহর হতে কেউ আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, কি খবর? সে নিয়মে তিনি প্রত্যেকের কাছে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, শহর থেকে কি খবর নিয়ে এসেছেন? প্রত্যেকে কিছু একটা বলছিল। শেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কাছে কি খবর আছে? আমি বললাম, আমার কাছে কোনো খবর নেই। বললেন যে, আসার পথে কি কি দেখলে? বললাম, কিছুই দেখি নি। তখন তিনি বললেন : যে কেউ কোনো ফকীরের কাছে যায়, তার এমনভাবে যাওয়াই উচিত যে, তার কাছে শহরের কোনো খবর থাকবে না। পথেও অন্য কিছুর দিকে লক্ষ্য করবে না।[৬৮]

মওলানা জামী (র.) তাঁর সমসাময়িক আরো কয়েকজনের সাথে উপরোক্ত ধরনের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন নাফাহাতুল উন্‌স্ কিতাবে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : খাজা শামস উদ্দীন মুহাম্মদ কুসূয়ী, মওলানা শামস উদ্দীন আসাদ, মওলানা জালাল উদ্দীন আবূ ইয়াযীদ পূরানী, মওলানা শরফ উদ্দীন আলী ইয়াযদী।

খাজা শামস

পুরো নাম খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ কুসূয়ী; বর্ণিত আছে, খাজা কুসূয়ী যখন ওয়ায করতেন, তখন তার ওয়াযের মজলিসে তখনকার বিশিষ্ট গুণিজন মওলানা সা'দ উদ্দীন, মওলানা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আসাদ ও মওলানা জালাল উদ্দীন আবূ ইয়াযীদ পুরানী প্রমুখ হাজির হতেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা ও সুক্ষ্মতত্ত্বগুলো হৃদয়ঙ্গম ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে গ্রহণ করতেন। এও বর্ণিত আছে যে, মওলানা জামী (র.) যেদিন খাজা কুসূয়ী এর মজলিসে উপস্থিত হতেন সেদিন খাজা বলতেন যে, আজকে আমাদের মজলিসে একটি দ্বিপশিখা জ্বালানো হয়েছে। ঐ মজলিসে খাজা বেশী বেশী জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা ও সুক্ষ্মতত্ত্ব ব্যক্ত করতেন। মওলানা জামী (র.) বলতেন যে, খাজা কুসূয়ী (র.) শেখ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবীর রচনাবলীর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস রাখতেন এবং তওহীদ এর প্রসঙ্গটি ইবনুল আবরীর দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ব্যাখ্যা করতেন। তিনি এসব বিষয় মসজিদে মিম্বরে ওলামায়ে কেরামের মজলিসে এমনভাবে ব্যক্ত করতেন যে, কেউ তা অস্বীকার করতে পারত না। তিনি মানুষকে তার অন্তরের প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী চিনতে পারতেন। অর্থাৎ কে মানুষ কিংবা কার স্বরূপ জহুরী-জানোয়ারের মত তিনি তা বুঝতে পারতেন; তবে প্রকাশ করতেন না।

---

[৬৮] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

জালাল উদ্দীন আবু ইয়াযীদ পূরানী

তখনকার দিনের অন্যতম আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন মওলানা জালাল উদ্দীন পূরানী। মওলানা জামী (র.) পূরান গ্রামে জালাল উদ্দীন পূরানীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ঘন ঘন যাতায়ত করতেন। তার আধ্যাত্মিক তন্ময়তা সম্পর্কে মওলানা জামী বলেন যে, একবার আমি তার পাশে নামায পড়ছিলাম। দেখলাম যে, তিনি এতবেশী আত্মহারা ও তন্ময় হয়ে গিয়েছেন, মনে হচ্ছিল তার কোনো সম্বিত নেই। কখনো তিনি নামাযে হাত বাঁধা অবস্থায় একবার বাম হাতের ওপর ডান হাত আরেকবার ডান হাতের ওপর বাম হাত রাখছিলেন।[৬৯]

তবে মওলানা জামী (র.) যে পীরের সাথে জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত ভক্তি মহব্বত রাখতেন তিনি ছিলেন খাজা নাসির উদ্দীন উবায়দুল্লাহ প্রকাশ খাজায়ে আহরার। [৭০]

তিনি ছিলেন নকশবন্দিয়া তরীকার পীর-মুর্শিদ। জামী তার ব্যক্তিত্ব ও কামালিয়াতের কথা সর্বত্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন।[৭১]

সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ

মওলানা আবদুর রহমান জামী (র)-এর জীবনকাল অতিবাহিত হয় হিজরী নবম শতকের শেষভাগে (হিজরী ৮১৭-৮৯৮) বর্তমান আফগানিস্তানের হেরাতে। হেরাত তখনকার দিনে বৃহত্তর খোরাসান এর অন্তর্গত ও ইরানের পূর্বাংশ হিসেবে গণ্য হত। তখনকার ইরান দুইভাগে বিভক্ত এবং দু'টি রাজবংশের অধীনে শাসিত হত। ইরানের পূর্বভাগ শাসন করত তৈমূরী সুলতানরা। তাদের রাজধানী ছিল সমরকন্দ ও হেরাত। জামী ছিলেন এই রাজবংশের সমসাময়িক। তিনি উক্ত রাজবংশের যেসব সুলতানের শাসনকাল লাভ করেন তা ছিল সুলতান শাহরুখ (৮১৭-৮৫০ হিজরী)-এর শাসনকালের অংশবিশেষ, মীর্যা আবুল কাসেম বাবর (৮৫৬-৮৬১ হিজরী)-এর সালতানাত এর পুরো আমল। মীর্যা আবু সায়ীদ

---

[৬৯] মাওলনা আব্দুর রহমান জামী, *নাফাহাতুল উনস মিন হাদারাত আল কুদস*, সা'দী প্রকাশনী, তেহরান, ইরান ,১৯৮৭ ,পৃ. ৫০২।

[৭০]. খাজা আহরার; পুরো নাম নাসিরুদ্দীন খাজা ওবায়দুলাহ ইবনে মাহমূদ ইবনে শাহাব উদ্দীন প্রকাশ খাজা আহরার। তিনি নকশবন্দিয়া তরীকার বিখ্যাত শেখ। তিনি শেখ ইয়াকুব চার্খী ও নিজাম উদ্দীন খামুশ এর কাছ থেকে ইরশাদ (দীক্ষা) লাভ করেন। তুর্কিস্তান ও খোরাসানের রাজা বাদশাহগণ; বিশেষ করে সুলতান আবু সাঈদ তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি হিজরী ৮৯৬ সালে সমরকন্দে ইন্তিকাল করেন।

[৭১] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ.৭২।

Dhaka University Institutional Repository

গুরকান (৮৬১-৮৭৩ হিজরী)-এর আমল এবং সুলতান হুসাইন বায়কারা (৮৭৫-৮৯৯ হিজরী)-এর আমলের বেশীরভাগ সময়।[৭২]

ইরানের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে শাসন চালাত প্রথমে কারা কুয়ুনলূ তুর্কমানরা আর পরে আগ কুয়ুনলূ তুর্কমানরা। উভয় রাজবংশের রাজধানী ছিল শিরাজ। মওলানা জামীর জীবনকালে এই দুই রাজবংশের সমসাময়িক শাসকরা ছিলেন জাহানশাহ কারাকুয়ুনলূ (৮৪১-৮৭৩ হিজরী) হাসান বেগ বা আযূন হাসান আগ কুয়ুনলূ (৮৭১-৮৮৩ হিজরী)। গবেষক আলী আসগর হিকমত মওলানা জামীর সমসাময়িক রাজনৈতিক উত্থান পতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, হিজরী নবম শতকের ইরানের রাজনৈতিক ঘটাবলীর ইতিহাস হচ্ছে দীর্ঘকালীন শান্তি ও নিরাপত্তা আর স্বল্পকালীন গোলযোগ ও অস্থিরতা।[৭৩]

গোলযোগ ও অস্থিরতার সময় একজন সুলতানের মৃত্যুর পর তখনকার অন্যান্য সুলতানগণ ও শাহযাদাগণের মাঝে রক্তক্ষয়ী লড়াই লেগে যেত। যেমন শাহরুখের মৃত্যুর পর (৮৫০-৮৫৬ হিঃ) ও আবুল কাসেম বাবরের মৃত্যুর পর (৮৫৬-৮৬১ হিঃ) এবং সুলতান আবু সাঈদ এর মৃত্যুর পর (৮৭৩-৮৭৫ হিঃ) ইরানের সর্বত্র চরম গোলযোগ, লুটতরাজ ও যুদ্ধবিগ্রহের দৌরাত্ম্য চলছিল। জামী এই তিনটি যুগের অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছিলেন। সৌভাগ্যবশত: হিজরী ৮৭৫ সাল হতে অর্থাৎ যখন থেকে পূর্ব ইরানে সুলতান হুসাইন বায়কারার রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকে মওলানা জামীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খোরাসান ও মা ওয়ারাউন নাহার বা ট্রান্স আক্সিয়ানা অঞ্চলে পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বলবৎ ছিল। এই দীর্ঘ ২৫ বছরেই মওলানা জামীর সর্বোত্তম গদ্য ও পদ্য রচনাবলী লিপিবদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে এই ২৫ বছর সময়কালে ইরানের বাকী অর্ধেকাংশে উযুন হাসান ও তার ছেলে ইয়াকূবের শাসনামলে ইরাক, আযারবাইজান, ফার্স ও মোসোপটেমিয়ার মত ইরানের অঙ্গ রাজ্যগুলোতে পূর্ণ শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা বলবৎ ছিল।[৭৪]

আমরা এখন তৈমূর বংশীয় সুলতানদের আমল ও তাদের সাথে জামীর সম্পর্কের বিষয়টি মূল্যায়নের চেষ্টা করব।

সুলতান শাহরূখ

তৈমূর বংশীয় ইরানের শক্তিধর শাসক ছিলেন সুলতান শাহরূখ (৮১৭-৮৫০ হিজরী)। তার আমলটি যদিও জামীর সমসাময়িক ছিল; কিন্তু তখন ছিল জামীর কৈশোর ও যৌবনকাল। জামীর এ সময়টি সমরকন্দে লেখাপড়া ও পরবর্তীতে আত্মিক সাধনায় অতিবাহিত হয়। এজন্য রাজ দরবারে তার যাতায়ত প্রমাণিত হয় না বা রাজ কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে তাকে গণ্য করা হয় নি। সম্ভবত এই

[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
[৭৩] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৫।
[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

কারণেই জামীর রচনাবলীতে কোথাও সুলতান শাহরূখ এর কোনরূপ উল্লেখ দেখা যায় না। উল্লেখ্য যে, হাবীবুস সিয়র প্রণেতা জামীর সাহিত্য চর্চার অধ্যায়টির সারসংক্ষেপ এভাবে বর্ণনা করেছেন।

মীর্যা আবুল কাসেম বাবর এর যমানায় তার নামে উৎসর্গ করে জামী একটি পুস্তক রচনা করেন- যা সাহিত্যে ধাঁধাঁ বা (ফান্নে মুয়াম্মা) সম্পর্কিত।

সুলতান সাঈদ (মীর্যা আবূ সাঈদ)-এর যমানায় শুরুতে তিনি তার প্রথম দীওয়ান, তারপর তাসাওফ সম্পর্কিত কতিপয় রেসালা লেখেন। আর তার যাবতীয় রচনাবলী লিপিবদ্ধ করেন খাজা মনসূর (হুসাইন ইবনে বায়কারা)-এর যমানায়। এখন আমরা বিষয়টি একটু আলাদাভাবে আলোচনা করব।

মীর্যা আবুল কাসেম বাবর

তৈমূরী শাসকবর্গের মধ্যে যে কয়জনের যত্নে ও পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সাধনার কীর্তি গড়ে উঠেছিল তন্মধ্যে দু'জন বাবরের নাম উল্লেখযোগ্য। একজন মীর্যা আবুল কাসেম বাবর। আরেকজন যহীরুদ্দীন বাবর। তিনি মীর্যা আবু সাঈদ এর নাতি। তিনিই ভারতবর্ষে মোঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেন। যেহেতু জামীর সাথে এই বাদশাহর সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না, সেহেতু তাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না। যে বাবরকে নিয়ে জামীর সাহিত্য চর্চার সূচনা তিনি হলেন সুলতান শাহরূখ এর ছেলে বায়সানকারা এর ছেলে মীর্যা আবুল কাসেম বাবর। তার ইন্তিকাল দিবস ২৫ রবিউস সানী ৮৬১ হিজরী। তিনি দাদার পক্ষ হতে ১০ বছর কাল উস্তরাবাদ ও খোরাসানে এবং এরপর স্বাধীনভাবে গোটা আফগানিস্তান, খোরাসান, ফার্স ও ইরাকে (বর্তমান ইরাকের পূর্বাঞ্চলে) রাজত্ব পরিচালনা করেন। আমীর আলী শীর মাজালিসুন নাফায়েস কিতাবে এই বাদশাহর দরবেশী চারিত্রের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, বাদশাহ তাসাওফ সম্পর্কিত কিতাব লামাআত ও গুলশানে রায এর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলেন। জামীর রচনাবলীতে সাহিত্যে ধাঁধা-র মূলনীতি ও নিয়মকানুন সম্পর্কিত একটি কিতাব আছে। কিতাবটি ৮৫৬ সালে রচিত এবং তা মীর্যা আবুল কাসেম এর নামে উৎসর্গিত। তিনি তার গযল কাব্যেও এই সুলতানের প্রশংসা করেছেন।[৭৫]

মীর্যা আবু সাঈদ গূরকান

শাখরূখের পরে মীর্য আবু সাঈদ গুরকান মা ওয়ারাউন নাহার অর্থাৎ ট্রান্স আক্সিয়ানা অঞ্চলের শাসক হন। তিনি সবসময় খোরাসান দখল করার স্বপ্ন দেখতেন। কাজেই মীর্যা আবুল কাসেম বাবর এর ইন্তি কালের পর তিনি ট্রান্স আক্সিয়ানা হতে খোরাসান এর ওপর হামলা পরিচালনা করেন এবং ৮৬৩ হিজরীতে হেরাত বিজয় করে এক বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ৮৭৩ সালে বাদশাহ উযুন হাসান এর নির্দেশে আযারবাইজানে তাকে হত্যা করা হয়। তিনি ১২ বছর ব্যাপী ট্রান্স আক্সিয়ানা, আফগানিস্তান ও খোরাসানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করেন।

---

[৭৫] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তৃশ প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ১৭, ১৮, ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা জামী এই বাদশাহর নামে তার কোনো গ্রন্থ উৎসর্গ করেন নি। তবে তার মসনবী কাব্যে সুলতানের নামের সপ্রশংস উল্লেখ আছে আর দীওয়ানে গাযালিয়াত কাব্যে সুলতান আবূ সাঈদ এর নামে স্বতন্ত্র একটি গযল রয়েছে। সুলতান যখন নিহত হন তখন জমীর বয়স ছিল ৫৬ বছর।

সুলতান হুসাইন বায়কারা

তিনি হেরাত-কেন্দ্রিক বৃহত্তর খোরাসানে তৈমূর বংশীয় সর্বশেষ শক্তিধর সুলতান ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে পূর্ণ প্রতিপত্তি নিয়ে পূর্ব ইরানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

তার রাজত্বের ছায়াতলে খোরাসানে চাষাবাদের ব্যাপক উন্নতি হয়। দেশের সর্বত্র উৎপাদন, উন্নয়ন ও সুখ সমৃদ্ধির জোয়ার বয়ে যায়। জ্ঞানীগুণিরা বিপুলভাবে রাজদরবারে সমাদৃত হন। সুলতান সুফী দরবেশ, আলেম ও জ্ঞানীদের সাথে ওঠাবসা করেন। ব্যাপকভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন। নিজেও সাহিত্য ও কাব্য চর্চা করতেন বিধায় রাজ দরবারে কবি সাহিত্যিকদের কদর ছিল ঈর্ষণীয়। এরূপ উদারচিত্ত সুলতানের দরবারে জামীর প্রভাব ছিল অতুলনীয়।

আমীর আলী শীর

আমীর আলী শীর নাওয়ায়ী ছিলেন সুলতান হুসাইন বায়কারার প্রধানমন্ত্রী। তিনি নিজে জ্ঞানী ছিলেন, কবি ছিলেন। সেই সাথে জ্ঞানী মনীষী ও কবি সাহিত্যিকদের প্রতি উদারচিত্তে যত্নশীল ছিলেন। প্রচুর অর্থবিত্ত ও জ্ঞান গরিমার অধিকারী আলী শীর এর সাথে জামীর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। কিন্তু আলী শীর নিজেকে মনে করতেন জামীর শিষ্য এবং জামী তার ওস্তাদ। এই সম্পর্কের সুফল ছিল জামী তার বহু রচনা লিখেছেন আলী শীর এর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়। আর এসব রচনার সর্বত্র আলী শীরের নাম ও প্রসঙ্গ বন্ধুত্বের ও মর্যাদার নিরিখে উল্লেখ করেছেন। জামী তার বহু চিঠিপত্র, মসনবী, কবিতা, গযল, কাসিদা ও কেতআ রচনা করেছেন আলী শীরকে সম্বোধন করে অথবা আলী শীর এর জবাবে।

৮৯৮ সালে জামীর ইন্তিকাল হলে মীর আলী শীর তার শোকে সুদীর্ঘ মরসিয়া রচনা করেন। এরপর জামীর জীবন চরিত নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন 'খামসাতুল মুতাহাইয়েরীন' শিরোনামে। মীর আলী শীর প্রধান মন্ত্রীর মর্যাদায় থাকলেও তিনি রাজকীয় ক্ষমতা সবিনয়ে পরিহার করে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানীদের পরিচর্যায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

মীর আলী শীর তুর্কী জাগতায়ী ভাষায় অতুলনীয় প্রতিভাধর কবি ছিলেন। কবিতা, সাহিত্য, জীবন চরিতসহ অন্যান্য বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৩ টি।

পূর্ব ইরানের রাজ দরবারে জামীর (র.) ভূমিকা ও মর্যাদা

তৈমূর বংশীয় সুলতানের দরবারে জামীর নৈকট্য এমন পর্যায়ের ছিল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রীবর্গ, আমীরগণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের কাজে কর্মে ও প্রয়োজন পূরণে জামীকে উসিলা ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতেন। তিনিও নিজের দরবেশী (সংসার বৈরি) জীবন সত্ত্বেও লোকদের প্রয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

পূরণে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তারা সুলতানের ক্রোধের শিকার হলে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। তিনিও তাদের জন্য সুপারিশ করার উদ্যোগ নিতেন। হাবীবুস সিয়র[৭৬]নামক কিতাবের ৩য় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে, মন্ত্রী মজদুদ্দীন মুহাম্মদ খাফী যখন সুলতানের ক্রোধের শিকার হন তখন আত্মগোপন করেন এবং সুলতানের ভয়ে ও নিজের জানমাল হারানোর আশংকায় আত্মগোপন অবস্থা হতে বের হন নি। শেষ পর্যন্ত মওলানা জামী (রহ)-কে সুপারিশকারী ও উসিলা (মাধ্যম) হিসেবে গ্রহণ করে তিনি পূণর্বহাল হন।[৭৭]

মূলত: জামী ছিলেন হেরাত-কেন্দ্রিক তৈমূর বংশ শাসিত রাজ্যের শায়খুল ইসলাম। তৈমূরী রাজা বাদশা ও আমীর ওমরাগণের কাছে জামীর কতখানি মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল তার প্রমাণ মিলে একটি অভিব্যক্তি হতে। মওলানা জামী (র) হজ্বের সফর থেকে ফেরার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আমীর আলীশীর নওয়ায়ী (৮৪৪-৯০৬ হিজরী) রচিত নিম্নোক্ত রুবাইটি এই অতুলনীয় অভিব্যক্তির

انصاف بده ای فلک مینا فام

تا زاین دو کدام خوبتر کرد خرام

خورشید جهانتاب تو از جانب صبح

یا ماه جهانگرد من از جانب شام

ইনসাফ করে বল হে নিলীম আকাশ তুমি!

এ দুইয়ের মধ্যে কোনটির শুভাগমন উত্তম অধিক?

তোমার জগৎ উদ্ভাসি সূর্যের উদয়, চীনের দিক থেকে

নাকি আমার বিশ্বচারী চন্দ্রের উদ্ভাস সিরিয়ার দিক হতে?[৭৮]

জামীর রাজকীয় মর্যাদার আরেকটি দৃষ্টান্ত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বর্ণিত আছে, সুলতান হুসাইন বায়কারা হেরাতের মাদ্রাসা মাঠে এক আজিমুশশান মজলিসের আয়োজন করেন। তাতে মাদ্রাসার চার পাশে মেহমানদের জন্য তাঁদের মর্যাদা অনুসারে যথোপযুক্ত স্থান ও আসন তৈরি করা হয়।

মহফিলের শিরোভাগে বা মঞ্চে সুলতান এবং শাহজাদা ও মন্ত্রীদের জন্য আসন রাখা হয়। দুই পাশে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। সুলতানের যে প্রধান আসন তার এক পাশে ছিল জামীর আসন আর অপর পাশে প্রধানমন্ত্রী আমীর আলীশীর এর বসার স্থান। হঠাৎ জামী মজলিসে উপস্থিত হন; কিন্তু শরীরিক দুর্বলতার কারণে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি মাদ্রাসার নিচু ভূমিতে শান শওকত বিহীন একটি জায়গা পছন্দ করে মাটিতে বসে পড়েন। এর

---

[৭৬] হাবীবুস সীয়র; ফার্সী ভাষায় খান্দমীর রচিত সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। মানব ইতিহাসের শুরু থেকে শাহ ইসমাঈল সাফাভীর মৃত্যু পর্যন্ত (৯৩০ হি.) ইতিহাস তাতে বর্ণিত হয়েছে। তিন খন্ডে বিন্যস্ত গ্রন্থটির রচনাকাল ৯২৭-৯৩০ হি.।

[৭৭] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ২৫।

[৭৮] নিযাম উদ্দীন নওয়ায়ী, *মাজালিসুন নাফায়েস*, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪ , পৃ.১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে মজলিসের সকল রাজকীয় আয়োজন ভন্ডুল হয়ে যায়। সুলতান এসে নিচে আসন গ্রহণ করেন আর আমীর ওমরাগণ তার চারপাশে এসে বসেন।[৭৯]

ইরানের বাইরের শাসকগোষ্ঠির সাথে জামীর সম্পর্ক

বৃহত্তর খোরাসানের তৈমূর রাজংশের রাজাদের সাথে যেমন মওলানা জামীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ ইরানের ক্ষমতাসীন তুর্কমান রাজাদের সাথেও তার মধুর সুসম্পর্ক ছিল।

গবেষক আলী আসগর হিকমত বৃহত্তর খোরাসানের শাসকবর্গের সাথে মওলানা জামীর গভীর সম্পর্কের বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করার পর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি পশ্চিম ইরানের তুর্কমান শাসকদের সাথে তার সুসম্পর্কের বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন জামীর রচনাবলী ও কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে। এ পর্যায়ে তিনি তুর্কমান শাসক জাহানশাহ কারাকুয়ুন লূ (৮৪১-৮৭২ হিজরী) উযূন হাসান আগ কুয়ুনলূ (৮৭১-৮৮৩ হিজরী) এবং তার ছেলে সুলতান ইয়াকুব বেগ (৮৮৪-৮৯৬ হিজরী) এর প্রসঙ্গ নিয়ে জামীর রচিত কবিতা ও কয়েকজন জীবনীকারের বর্ণনার উদ্ধৃতি এনে বলেছেন যে, এ সকল বাদশাহর সঙ্গে জামীর সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত ছিল এবং তাদের প্রত্যেকে মওলানা জামীর প্রতি যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান পোষণ করতেন তা ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে এবং জামীর রচনাবলী ও কবিতায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[৮০]

জামীর সফর সম্পর্কিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জামী হেজায সফর হতে ফেরার পথে তাবরীযে সেখানকার শাসক হাসান বেগ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তীতে তার ছেলে ইয়াকুব বেগ এর আমলেও খোরাসানের এই ওস্তাদ আর আযারবাইজান এর রাজধানীর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।[৮১]

ওসমানী সম্রাটদের সঙ্গে জামীর (র.) সম্পর্ক

মওলানা জামীর খ্যাতির যখন জয়জয়কার তখন তুরস্ক কেন্দ্রিক দু'জন ওসমানী সম্রাট গোটা এশিয়া মাইনর ও বলকান অঞ্চলে প্রবল প্রতিপত্তি নিয়ে রাজ্যশাসন করছিলেন। জামীর রচনার মধ্যে এই দু'জন বিখ্যাত ওসমানী সুলতানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা হচ্ছেন :

১. দ্বিগ্বিজয়ী হিসেবে খ্যাত সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ (৮৫৫-৮৮৬ হিজরী) এবং

২. সুলতান বায়েযিদ খান দ্বিতীয় (৮৮৬-৯১৮ হিজরী) [৮২]

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা ও জীবনীকারদের নানা উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, মওলানা জামীর জীবদ্দশাতেই তার গুণগরিমার খ্যাতি পূর্ব ইরাক থেকে নিয়ে ইসলামী সভ্যতার শেষ সীমানা ও ফার্সী

---

[৭৯] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ১৫৮।

[৮০] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৩৪।

[৮১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

[৮২] ওসমানী সম্রাট বায়েজিদ খান - দ্বিতীয় (৮৮৬ হি./১৪৮১খৃ. -৯১৮ হি./১৫১২ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবাধীন সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে জামী শীর্ষক গ্রন্থের প্রণেতা উল্লেখ করেছেন যে, ফরিদূন বেগ-এর রচনাবলীতে (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬১, ইসলামবুল (ইস্তাম্বুল) মুদ্রণ) সুলতান বায়েজিদ দ্বিতীয় এর দু'টি পত্র ও মওলানা জামীর পক্ষ হতে দু'টি জবাবী পত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে। উল্লেখিত দু'টি পত্র হতে জামীর প্রতি সুলতান যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ পোষণ করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উভয় পত্রের সঙ্গে সুলতান ৫০০ ফ্লোরীন[৮৩] স্বর্ণ মওলানা জামীর খেদমতে প্রেরণ করেন।[৮৪]

আলী আসগর হিকমত উল্লেখিত দু'টি পত্র ও তার জবাব হুবহু তার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।[৮৫]

হিকমত ওসমানী সম্রাটদের সঙ্গে জামীর সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর আলোকপাত করেছেন। রাশাহাত আইনুল হায়াত রচয়িতা আলী ইবনে হুসাইন কাশেফীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন যে, জামী (র) জীবনে শেষবারের হজ্বের সফর শেষে দেশে ফিরছিলেন। এরিমধ্যে ওসমানী সুলতানের দরবারে সংবাদ পৌঁছে যে, খোরাসানের ওস্তাদ হযরত জামী হেজায সফরে রওনা হয়েছেন। সুলতান তার একান্ত সভাসদদের একটি প্রতিনিধিদলকে প্রেরণ করেন হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তনকালে জামীর সাথে সাক্ষাত করবার জন্যে। খাজা আতা উল্লাহ কেরমানির নেতৃত্বাধীন ঐ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে পাঁচ হাজার স্বর্ণের আশরফী পাঠান। আরো এক লাখ আশরাফীর প্রতিশ্রুতি দেন। সুলতান অত্যন্ত অনুনয় বিনয় সহকারে অনুরোধ করেন যে, হযরত জামী যেন দয়াপরবশ হয়ে রোম (তুরস্ক) সাম্রাজ্যে তশরীফ আনেন আর কয়েকটা দিন অবস্থান করেন, এখানকার জনগণকে সাহচর্য দানে ধন্য করেন। কিন্তু রোম সম্রাটের প্রতিনিধিদল পৌঁছার আগেই ইলহাম যোগে জ্ঞাত হয়ে তিনি দামেস্ক হতে হালাব চলে আসেন। তাতে প্রতিনিধিদল দামেস্কে জামীকে না পেয়ে যার পর নাই মর্মাহত হন।[৮৬]

এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রমাণ করে যে, ওসমানী সাম্রাজ্যের সুলতানগণ মওলানা জামীর প্রতি অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। আর জামী শেষ জীবনটা রাজকীয় জাকজমক হতে মুক্ত হয়ে খোরাসানে নিরবিচ্ছিন্ন সাধনায় কাটানোর জন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন।

জামীর দিওয়ানেও রোম (তুর্কী) সম্রাট সুলতান মুহাম্মদ এর নামে একটি মসনবী কবিতা আছে এবং তাতে তার বিজয়গাথা বর্ণিত হয়েছে। তার একটি ছত্র নিম্নরূপ :

از خراسان ببند بار نیاز
راه بردار ملک روم انداز
"খোরাসান থেকে নিয়ে চলো আর্জির বোঝা
রোম সম্রাটের দরবারে পেশ কর যত চাহিদা"।

---

[৮৩] ফ্লোরীন: স্বর্ণ মাপের ওযন বিশেষ; এখনো তা একই নামে হল্যান্ডে প্রচলিত আছে– পাদটীকা, আলী আসগর হিকমত, *জামী*, পৃ. বিশেষ ব্যাখ্যা)।

[৮৪] আলী আসগর হিকমত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪।

[৮৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪,৪৫,৪৬ ও ৪৭।

[৮৬] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৪৭, ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

সিলসিলাতুয যাহাব নামক মসনবী কাব্যের তৃতীয় খণ্ড- যা নিশ্চিতভাবেই হেজায সফর হতে ফেরার পর রচনা করেছেন, তাতে জামী ওসমানী সম্রাট সুলতান বায়েযিদ এর প্রশংসা করেছেন। যেমন

مهبة العزّ و العلى سلطان

بايزيد ايلدرم شه دوران

خاک يونان زمين ازو گلشن

جان يونانيان ازو روشن

"সম্মান ও মর্যাদার আধার সুলতান

এ যুগের সম্রাট মহামতি বায়েযিদ।

তার কারণে গ্রীস ভূখণ্ড ফুলবনে পরিণত

গ্রীসবাসীর মনপ্রাণ তার কল্যাণে আলোকিত।"

উক্ত কিতাবের শেষভাগেও সুলতানের প্রশংসা ও তার পাঠানো হাদিয়ার শোকরিয়া আদায় করে কবিতা রচনা করেছেন। জামী তার মসনবী কাব্য *সিলসিলাতুয যাহাব* এর তৃতীয় খণ্ডটি শেষ করেছেন সুলতান বায়েজিদ এর নামে। অনুরূপভাবে জামী তার তৃতীয় দিওয়ান *খাতেমাতুল হায়াত* এর মধ্যে সুলতান বায়েযিদ খান এর নামে কয়েকটি কাসীদা রচনা করেছেন।[৮৭]

মোটকথা জামী এমন এক যুগে বসবাস করতেন যে যুগে ইরান ভূখণ্ড গোত্র ও সম্প্রদায়গত বৈচিত্রের দিক দিয়ে এক বিস্ময়কর অঙ্গণে পরিণত হয়েছিল। এক দিকে তৈমুরী শাহজাদারা শাসন করত, আরেক দিকে শাসন চালাত আগ কুয়ুনলু তুর্কমানরা, আর অন্যদিকে শাসনকার্য পরিচালনা করত 'কারা কূয়ুনলূ তুর্কমানরা'। তৈমুরী শাসনের শেষ দিকে উযবেক নামক আরেকটি জাতি কাপচাক উপত্যকা দিয়ে ইরানে প্রবেশ করে আর গোটা তুর্কিস্তান ও খোরাসান এর ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

এহেন পরিস্থিতিতে জামী পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বসবাস করতেন এবং বড় ছোট সর্বস্তরের সব মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

সম্ভবত: ইরানের কোনো কবি বা সাহিত্যিকের জীবনে এমন ভাগ্য আসে নি, যিনি একই সময়ে দুই বা ততোধিক রাজার মনযোগ ও সমাদর লাভ করেছেন। অথচ সাধারণত কোনো একজনের সমাদর পাওয়ার কারণে অন্যজনের বিরাগভাজন হতে হয়।

জামী একই সময়ে ইরান, রোম, মিশর ও ওসমানীদের মনোযোগের কেন্দ্রস্থল এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে সুউচ্চ আসন ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এই সৌভাগ্যের একমাত্র কারণ ছিল দুনিয়াবী ধন ঐশ্বর্য্যের প্রতি অনাগ্রহ, বড়লোকদের প্রশংসা বা জ্ঞানীদের তিরস্কারে কলুষিত না হওয়া, সীমাহীন বিনয় ও নম্রতা, ব্যাপক-বিস্তৃত জ্ঞান আর অসাধারণ বাগ্মিতা - যার বদৌলতে মাঝে মধ্যে তিনি লোকদের উপদেশ নসিহত করতেন।[৮৮]

---

[৮৭] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ৪৭, ৪৮।

[৮৮] মেহদী তাওহীদপুর, জামীর *নাফাহাতুল উনস* এর ভূমিকা, সা'দী প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৭, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

তওহীদীপুর আরো লিখেছেন যে, জামী যখন হজ্ব সফর থেকে ফিরছিলেন তখন ওসমানী সম্রাট সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ, অন্যদিকে মিশরের বাদশাহ মালেকুল আশরাফ তাদের কর্তৃত্বাধীন ভূখণ্ডে ফরমান জারি করেন, যাতে মওলানা জামীকে সর্বত্র শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হয়।[৮৯]

তওহীদীপুর আরো বলেন : সামগ্রিক অর্থে বলা যায় যে, জামী হিজরী নবম শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও তাসাওফের ওস্তাদ আর ফার্সী ভাষায় সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ সুফী কবি। তিনি কেবল কবিতায় নয়, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মীয় জ্ঞান ও হিকমত (প্রজ্ঞা) এর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত যোগ্য ওস্তাদ ও পন্ডিত ছিলেন।

এদিক থেকে অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের মাঝে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশায় সব সময় আম-খাস সর্ব সাধারণের মনোযোগের পাত্র ছিলেন। তখনকার দিনের রাজা বাদশাহ, আমীর ও অভিজাত লোকদের মাঝে তিনি যেরূপ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন, ঐ সময় পর্যন্ত অন্য কোনো কবি সাহিত্যিক এরূপ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হতে পারেন নি।

জামীর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মূলে ছিল ইরফান ও তাসাওফে তার বিরাট মর্যাদা ও সম্মান। এ কারণে তিনি তরীকতের অনুসারীদের কাছে একজন কুতুব ছিলেন।[৯০]

ভারতবর্ষের সঙ্গে জামীর সম্পর্ক

মওলানা আব্দুর রহমান জামী তার জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ সফর করেন নি। কোনো জীবনীকার এমন তথ্য জানান নি; কিংবা তার রচনাবলীতেও এ ধরনের কোনো উল্লেখ বা ইঙ্গিত ইশারা নেই। তবে ভারতবর্ষে জামীর অশরীরি সফর তার জীবদ্দশায় যেমন হয়েছে, তার ইন্তিকালের পর আরো বিস্তৃত ব্যাপক আকারে হয়েছে।

পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের মানসপটে যে ভারতবর্ষের চিত্র সেখানকার ধর্মীয় মহলে জামী এখনো সমাদৃত। তার একটি প্রমাণ আমার এই গবেষণা। ভারতবর্ষের সকল দ্বীনি মাদ্রাসায় আরবী সাহিত্যের একটি উচ্চতর ব্যাকরণ পঠিত হত। এখনো কওমী মাদ্রাসাগুলোতে তা সিলেবাসভুক্ত। সেই কালজয়ী গ্রন্থটি হচ্ছে শরহে জামী। জামীর রচনাবলী পরিচিতি পর্বে তার ওপর বিশদ আলোচনা করব। উপমহাদেশের রাসূল (সা.) এর প্রশস্তি ও নবী প্রেমের যে সংস্কৃতি তার মূলে রয়েছে জামীর লিখুনী ও অনুপ্রেরণা। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি গানের কলি হচ্ছে-

মুহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে...[৯১]

এই গানটিতে জামীর না'ত এর হুবহু প্রতিফলন ঘটেছে। জামী অত্যন্ত দরদী কণ্ঠে গেয়েছেন :

گل از رخت آموخته نازک بدنی را، بدنی را

بلبل زتو آموخته شیرین سخنی را، سخنی را

---

[৮৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪।

[৯০] মেহদী তাওহীদপুর, জামীর *নাফাহাতুল উনস* এর ভূমিকা, সা'দী প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৭, পৃ. ১৫৭-১৫৮।

[৯১] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪,৪র্থ খন্ড,পৃ-৪৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

ফার্সী : গুল আয্ রুখাত আ'মূখতে নাযুক বাদানী রা, বাদানী রা, বাদানী রা।

বুলবুল যে তু আ'মূখত শীরিন সুখানী রা সুখানী রা, সুখানী রা।[৯২]

অনুবাদ ঃ ফুল তোমার আনন হতে পেয়েছে দেহের কামনীয়তা,

যত আদরের কোমলতা।

বুলবুলি তোমার কাছে শিখেছে মধুর কণ্ঠ, সুরেলা।

জামীর এই না'ত এখনো আমাদের ধর্মীয় মাহফিলগুলোতে গীত হয়। শ্রোতারা ফার্সীর অর্থ অনুবাদ না বুঝলেও না'ত এর সুরের মূর্ছনায় আপ্লুত হয় নবী প্রেমের গভীর তন্ময়তায়। ধর্মীয় মহলে প্রচলিত অন্যান্য নাত'সমূহকে সামনে রাখলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আমাদের সমাজে আবহমানকাল হতে বিরাজমান নবী প্রেম প্রধানত জামীর রচনাবলী ও চিন্তাধারার দ্বারা পল্লবিত ও বিকশিত হয়েছে।

শুধু কি তাই, ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকে বিভিন্ন মনীষিকে কেন্দ্র করে ভক্তি বা বিরাগের সূত্রে নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। তন্মধ্যে শিয়া সুন্নীর বিভাজন ঐতিহাসিক। শিয়া সম্প্রদায় প্রথম তিন খলিফাসহ এমন বহু বুযর্গানে দ্বীনকে ধর্মীয় পুরোধা হিসেবে গ্রহণ করে না, সুন্নী সম্প্রদায়ের কাছে যারা প্রাতঃস্মরণীয়। তার বিপরীতে তারা আহলে বাইতের ইমামগণকেই শ্রদ্ধা করেন, প্রাধান্য দেন ও অনুসরণ করেন। হতে পারত প্রতিদ্বন্দ্বি সুন্নীরা আহলে বাইতের ইমামগণকে শিয়াদের ইমাম বলে বর্জন করবে। কিন্তু এমনটি হয় নি। বরং সুন্নী সম্প্রদায় মুসলিম উম্মাহর প্রধান ধারার ইমাম ও ধর্মীয় পুরোধাদের যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, তেমনি আহলে বাইতের ইমামগণকেও সমানভাবে; এমন কি আরো বেশী মাত্রায় শ্রদ্ধা করেন। নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদে ইব্রাহীমীতে তাদের প্রতিও দরূদ পাঠায়, রহমত ও বরকত কামনা করে। ভক্তি ও বিশ্বাসের এই ঐতিহ্য ও ব্যাপকতা উপমাহাদেশের মুসলমানদের মনে মগজে গ্রথিত প্রোথিত। এর সূত্র ও উৎস অনুসন্ধান করলে যে মনীষির অবদানের কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নূয়ে যাবে তিনি হলেন মওলানা জামী (রহ.)। তিনি 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে শিয়া সম্প্রদায়ের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় ইমামগণকে যেভাবে পরম ভক্তি শ্রদ্ধায় গভীর ভালবাসায় তুলে ধরেছেন, মূলত আমরাও সেভাবে তাদেরকে স্মরণ করি, তাদেরকে আমাদের ঈমান ও ইসলামের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসাবে জানি। উপমহাদেশের সুন্নী সমাজ কখনো চিন্তাও করেন না যে, শিয়া সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় আহলে বাইতের ইমামগণ শিয়াদের ইমাম বরং তারা সুন্নীদেরই ইমাম। রসূলে খোদা (সল.) এর বংশধর হিসেবে আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র।

এতো গেল, উপমহাদেশে জামীর ইন্তিকাল পরবর্তী এ পর্যন্ত বিরাজমান প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যায়ন। জামীর জীবদ্দশায়ও ভারতবর্ষের সাথে পত্র যোগাযোগের তথ্য পাওয়া যায় তার পত্রাবলীতে। তন্মধ্যে কয়েকটি পত্র লেখা হয়েছে হিন্দুস্তানের মালিকুত তুজ্জার (ব্যবসায়ীদের রাজা) নামক এক ব্যক্তিকে

---

[৯২] নদভী, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ হাই, *শানে হাবীবে ইলাহ* : বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম,পৃ. ২০০২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

সম্বোধন করে। মূলতঃ এগুলো হচ্ছে জবাবী পত্র। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি বা তার ছেলে 'খাজা আলী' যেসব পত্র লিখতেন জামী তার উত্তর দিয়েছেন আধ্যাত্মিক সুক্ষ্মতত্ত্ব ও অত্যন্ত আবেগ ও প্রেরণা মিশ্রিত দীর্ঘ পত্রের মাধ্যমে। পত্রগুলোতে বিভিন্ন আরবী ও ফার্সী বয়েতের উদ্ধৃতিও রয়েছে। জামী তার সম্বোধিত ব্যক্তিটিকে একটি পত্রে জালাল উদ্দীন গিয়াসুল ইসলাম নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৯৩]

এতে প্রমাণিত হয় যে, জামীর জীবদ্দশাতেই ভারতবর্ষের সাথে তার যোগাযোগ ছিল এবং কবি ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে তার খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, জামীর জীবদ্দশাতেই ভারতবর্ষের সাথে তার যোগাযোগ ছিল এবং কবি ও আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে তার খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল।

---

[৯৩]. মেহদী তাওহীদপুর, জামীর নাফাহাতুল উনস এর ভূমিকা, সা'দী প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৭ , পৃ. ১৫৭-১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আব্দুর রহমান জামীর (র.) রচনাবলী ও কবিমানস

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রহমান জামীর (র.) রচনাবলী ও কবিমানস

ফার্সী কাব্য ও সাহিত্যের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ কবি মওলানা আব্দুর রহমান জামী কবিতা ও সাহিত্যে সমান দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি জীবনের বেশীর ভাগ অংশ কাব্যচর্চা ও সাহিত্য রচনায় অতিবাহিত করেন। তাঁর রচনার মূল প্রতিপাদ্য আল্লাহ ও রাসূল প্রেম, তাফসীর, ফিকাহ, হাদীস, আরবী ব্যাকরণ অলংকার শাস্ত্র, ধাঁ ধাঁ, তাসাওফ এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও নৈতিক শিক্ষাসমূহের মনোজ্ঞ বর্ণনা। জামীর রচনাবলীর খ্যাতি, প্রভাব ও সমাদর সম্পর্কে আমাদের জন্য এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তিনি গদ্যে বা পদ্যে যা কিছু লিখেছেন সাথে সাথে লোভনীয় বস্তুর মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই লিখুনির গুণেই তিনি এমন উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হন যে, তাঁর যমানার রাজা বাদশাহদের সাথে তিনি পত্র বিনিময় করেন এবং সুলতানগণের নামে হাদীয়া হিসাবে তার কোনো না কোনো কিতাব উপঢৌকন পাঠান। এমন কি রাজা বাদশাহগণ পরস্পরের কাছে মওলানা জামীর রচিত কিতাব উপঢৌকন হিসাবে পাঠাতেন। জামীর রচনাবলী অধ্যয়নে প্রতীয়মান হয় যে, কনস্টান্টিনোপল হতে নিয়ে ভারতবর্ষ, সমরকন্দ হতে নিয়ে শিরওয়ান ও তাবরীয পর্যন্ত সমসাময়িক সকল সুলতান, আমীর, শীর্ষস্থানীয় আলেম, জ্ঞানীগুণি ও মন্ত্রীবর্গের সাথে জামীর চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়েছে এবং তারা তার রচনাবলী পাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। একই কারণে এশিয়া ও ইউরোপের গ্রন্থাগারগুলোতে তার গদ্য ও পদ্য রচনার বিভিন্ন নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ও সংরক্ষিত আছে। জামীর রচনাবলী সম্পর্কে প্রথম নির্ভারযোগ্য সূত্র তেহরান হতে মুদ্রিত তোহফায়ে সামী। বিভিন্ন সূত্রে জামীর শতাধিক রচনার তথ্য পাওয়া যায়। তবে এর সংখ্যা ৪৫টি বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়। তালিকাটি নিম্নরূপ :

১. شواهد النبوة শাওয়াহেদুন নবুয়াত

২. نفحات الانس নাফাহাতুল উন্‌স

৩. اشعة اللمعات আশআতুল লামাআত

৪. شرح فصوص الحكم শরহে ফুসূসুল হিকাম

৫. لوامع লাওয়ামে

৬. تفسير قرأن كريم تا آية وايّاى فارهبون তাফসীর ওয়া ইয়্যায়া ফারহাবূন আয়াত পর্যন্ত

৭. شرح بعضى ابيات تائيه فارضيه শরহে বা'যী আবয়াতে তাইয়া ফারেযিয়া

৮. شرح رباعيات শরহে রুবাইয়াত

৯. لوايح লাওয়ায়েহ

১০. شرح بيتى چند از مثنوى مولوى মসনবী রুমীর কয়েকটি বয়েত এর ব্যাখ্যা

১১. رسالة فى الوجود রেসালা ফিল ওজুদ

Dhaka University Institutional Repository

১২. ترجمهٔ اربعین حدیث তারজুমা আরবাঈন হাদীস

১৩. رساله لا اله الا الله রেসালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

১৪. مناقب خواجه عبد الله انصاری মানাকেবে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী

১৫. رسالهٔ تحقیق مذهب صوفی و متکلم و حکیم সুফী,তর্কশাস্ত্রবিদ ও হাকীমদের মাযহাব সম্পর্কিত গবেষণামূলক পুস্তিকা

১৬. رساله سؤال و جواب هندوستان হিন্দুস্তান এর প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত রেসালা

১৭. رسالهٔ مناسک حج হজ এর মাসয়ালা সম্পর্কিত রেসালা

১৮. سلسلة الذهب সিলসিলাতুয যাহাব

১৯. سلامان و ابسال সালামান ওয়া আবসাল

২০. تحفة الاحرار তোহফাতুল আহরার

২১. سبحة الابرار সুবহাতুল আবরার

২২. یوسف و زلیخا ইউসুফ ও যুলাইখা

২৩. لیلی و مجنون লাইলী ও মজনূন

২৪. خردنامهٔ اسکندری খেরাদনামায়ে ইস্কান্দরী

২৫. رساله در قافیه রেসালা দর কাফিয়া

২৬. دیوان اول দিওয়ানে আউয়াল

২৭. دیوان ثانی দিওয়ানে সানী

২৮. دیوان ثالث দিওয়ানে সালেস

২৯. رسالهٔ منظومه রেসালায়ে মনযুমা

৩০. بهارستان বাহারিস্তান

৩১. رسالهٔ کبیر در معما রেসালায়ে কবীর দর মুআম্মা

৩২. رسالهٔ متوسط রেসালায়ে মুতাওয়াসসাত

৩৩. رسالهٔ صغیر রেসালায়ে সগীর

৩৪. رسالهٔ اصغر در معما রেসালায়ে আসগর দর মুআম্মা

৩৫. رسالهٔ عروض রেসালায়ে আরূয

৩৬. رسالهٔ موسیقی রেসালায়ে মূসীকী

৩৭. منشآت মুনশাআত

৩৮. فوائد الضیائیه فی شرح القافیه ফাওয়ায়েদুস যিয়াঈয়া ফী শারহিল কাফিয়া

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. شرح بعضی از مفتاح الغیب منظوم و منثور গদ্য ও পদ্যে লেখা মিফতাহুল গায়ব-এর আংশিক ব্যাখ্যা

৪০. نقد النصوص নকদুন নুসূস

৪১. رساله طریق صوفیان রেসালায়ে তরীকে সুফীয়ান

৪২. شرح بیت خسرو دهلوی শরহে বায়তে খসরু দেহলভী

৪৩. مناقب مولوی মানাকেবে মওলভী

৪৪. سخنان خواجه پارسا সুখানানে খাজা পারসা

এটি মওলানা জামীর জীবদ্দশার কাছাকাছি সময়ের লেখা জীবনীগ্রন্থে বর্ণিত জামীর রচনাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

অবশ্য আমীর শীর আলী খান মারআতুল খেয়াল গ্রন্থে জামীর রচনাবলীর সংখ্যা ছোটবড় মিলে মোট ৯৯টি বলে উল্লেখ করেছেন।[৯২]

তবে তিনি তার দাবির স্বপক্ষে রচিত কিতাবের তালিকা দেন নি।

মওলানার একনিষ্ঠ শিষ্য মওলানা আব্দুল গফুর লারী মওলানার রচনাবলীর সংখ্যা ৪৮টি বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তোহফায়ে সামীর চাইতে অতিরিক্ত তিনটি। এগুলো হচ্ছে-

১। شرح ابی رزین عقیلی শরহে আবী রযীন ওকাইলী

২। رساله فی الواحد রেসালা ফিল ওয়াহেদ

৩। صرف فارسی منظوم و منثور সরফে ফার্সী মনযূম ওয়া মনসূর।

আলী আসগর হিকমত এর মতে লারীর দেয়া তালিকা তোহফায়ে সামীর তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য।[৯৩]

নিম্নে জামীর(র.) বিশেষ কয়েকটি কিতাবের রচনার প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু তুলে ধরা হল:

• শাওয়াহেদুন নবুয়াত

একটি ভূমিকা, ৭টি অধ্যায় ও একটি উপসংহার সম্বলিত এই গ্রন্থটিতে হযরত (স) এর জন্মের পূর্বে, শৈশবে, নবুওয়াতের আগে, হিজরতের পরে ও ওফাতের আগে পরে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। আহলে বাইতের ইমামগণ, খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেয়ীন ও তাবে' তাবেয়ীনদের জীবন চরিতও আলোচিত হয়েছে; যা প্রকারান্তরে রাসূলে পাকের নবুওয়াতের প্রমাণপঞ্জির অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলীও মূলত হযরত (স.) এর বদৌলতেই সংঘটিত হয়েছে। নবুয়াতের ফুয়ুযাতলব্ধ বিধায় মূলত এগুলোও হযরতের (স.)

---

[৯২] আমীর আলী শীর, *মারআতুল খেয়াল*, বোম্বে মুদ্রণ, ভারত, তা. বি.পৃ. ৭৩।

[৯৩] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূস্ প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪,পৃ. ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

নিজস্ব গুণ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। হিরজী ৮৮৫ সালে এটি রচনা করেন।রচনার তারিখ সম্পর্কিত জামীর একটি পংক্তি

در آن وقت اتمام آن دست داد

که تمته بود تاریخ سال

• নাফাহাতুল উনস্

কিতাবটির পুরো নাম 'নাফাহাতুল উনস মিন হাদারাতিল কুদ্স'। আমীর নিযাম উদ্দীন আলীশীর এর অনুরোধে মওলানা জামী তার সময় থেকে পূর্বেকার বুযর্গগণের জীবন চরিত- ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন ৮৮১ হিজরীতে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে ৮৮৩ সালে তার রচনার কাজ শেষ করেন। ৫৮২ জন বুযর্গ সুফী ও ৩৪ জন মহিলা বুযর্গের জীবনী সম্বলিত এই গ্রন্থটিতে তাদের জীবন চরিত, তাসাওফ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি, অভিমত, কারামাত, শিক্ষা আর ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়েছে। শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (র)-এর তাযকিরাতুল আউলিয়ার আদলে লেখা এই গ্রন্থটি হিজরী নবম শতকের ফার্সী গদ্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।কিতাবটির রচনাকাল সম্পর্কিত একটি চতুষ্পদি নিম্নরূপ-

این نسخۀ مقتبس ز انفاس کرام

کزو نفحات انست آید بمشام

از هجرت خیر بشر و فخر انام

در هشتصد و هشتاد وسوم گشت تمام

• রেসালায়ে কাবীর দার মুআম্মা

এটি সাহিত্যের ধাঁ ধাঁর নীতিমালা বিষয়ক বড় পুস্তিকা। কিতাবটির প্রসিদ্ধ নাম 'হুলিয়ায়ে হুলাল'। কিতাবটি মওলানার প্রাচীনতম রচনা এবং হেরাত ও খোরাসানের বাদশাহ মীর্যা আবুল কাসেম বাবর এর (মৃত্যু ৮৬১ হিজরী) নামে উৎসর্গীকৃত। বইটি মূলত: মওলানা শরফ উদ্দীন আলী (মৃত্যু ৮৫৮হিজরী) ইয়াযীদ রচিত 'হুলালে মুতার্য দর মুয়াম্মা ও লাগায' নামক একটি কিতাবের সারসংক্ষেপ। রচনাকাল ৮৫৬ হিজরী।এটি তার প্রথম জীবনের রচনা। এর প্রথম দুটি বয়েত-

نام شاه اندر معما گفته به

زان که آن دراست و درناسفته به

نامش ار خواهم بگویم آشکار

از شکوه افتد زبان من زکار

Dhaka University Institutional Repository

• রেসালায়ে সাগীর দার মুয়াম্মা

এই রেসালার রচনাকাল জানা যায় না, তবে অনুমান করা যায় যে, সুলতান হুসাইন মীর্যার যমানায় ও তার জীবনের শেষভাগে এটি রচিত। এই কিতাবটিও সাহিত্যের ধাঁ ধাঁ অলংকার বিষয়ক।আল্লাহর পবিত্র নামের মহিমা নিয়ে এভাবে শুরু করা হয়েছে-

بنام آنکه ذات او ز اسما

بود پیدا چو اسما از سمی

معمائیست عالم کانچه خواهی

در او پیداست اسماء الهی

• রেসালা দার ফান্নে কাফিয়া

কোনো কোনো সূত্রে এটি 'আর-রেসালাতুল ওয়াফিয়া ফী ফান্নিল কাফিয়া' নামে উল্লেখিত হয়েছে। এটি কবিতার অন্ত্যমিল সম্পর্কিত অলংকার শাস্ত্রীয় কিতাব।এর একটি বয়েত উল্লেখ করছি-

خصم شتر دلت را قربان همی کند

زانروی سعد ذابح آهخته کاردست

• নাকদুন নুসূস ফী শারহে নাকশিল ফুসুস

এ কিতাবটি শেখ মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল আরবী (৫৬০-৬৩৮ হিজরী) রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ফুসূস-উল হিকাম'-এর সার সংক্ষেপ।শেখ মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল আরবী; ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী তাত্ত্বিক। জন্ম ৫৬০ হিজরী ও ইন্তিকাল ৬৩৮ হিজরী। তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদ (একক অস্তিত্ববাদ) মতাদর্শের প্রবক্তা। তিনি ৫৫৮ হিজরীতে এশবিলিয়ায় (ফ্রান্সের দক্ষিণে একটি নগরী) গমন করেন এবং দীর্ঘ ৩০ বছর সেখানে বাস করেন ও সেখানে হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর তিউনিসিয়া গমন করেন। সেখান থেকে প্রাচ্য দেশীয় অঞ্চলসমুহ ও এশিয়া মাইনর সফর করেন। দুইবার মক্কা ও দুইবার বাগদাদ গমন করেন। সর্বত্র তিনি সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তবে ব্যাতিক্রমী আধ্যাত্মিক দর্শনের কারণে যাহেরী আলেম ও ফকীহগণের তীব্র সমালোচনার সন্মুখীন হন। জীবনের শেষ পর্যায়ে দামেস্ক গমন করেন ও সেখানেই সমাহিত হন। তার বিশ্ববিখ্যাত দু'টি গ্রন্থের নাম ফতুহাতে মক্কিয়া ও ফুসূসুল হিকাম। গ্রন্থ দু'টি আধ্যাত্মিক বিষয় সংক্রান্ত অতিশয় সুক্ষ্ম, জটিল ও বিস্তৃত।তিনি শেষোক্ত গ্রন্থটির সাবলীল ব্যাখ্যা করেন। এতে ফুসূসুল হিকাম এর অন্যান্য বিগদ্ধ ব্যাখ্যাকার শেখ সদরুদ্দীন কূনাভী,[৯৪] শেখ মুআইয়াদ উদ্দীন

[৯৪] শেখ সদরুদ্দীন কূনাভী; পুরো নাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী। তিনি বিখ্যাত আরেফ (তত্ত্বজ্ঞানী) ও মনীষী ছিলেন। মৃত্যু ৬৭১ বা ৬৭৩ হিজরী মোতাবেক ১২৭৩/১২৭৫ খৃষ্টাব্দ। যাহেরী ও বাতেনী ইলম এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক জ্ঞানে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। ইবনুল আরবী তার মায়ের

Dhaka University Institutional Repository

জুনদী [৯৫]ও শেখ সা'দ উদ্দীন সাঈদ আল ফারগানী [৯৬]এর মতামতও তিনি তুলে ধরেছেন। ফার্সী ও আরবী ভাষায় গদ্যরীতিতে লেখা গ্রন্থটি বুযার্গানে দীনের উক্তি সম্বলিত ফার্সী বয়েত এর অলংকার দিয়ে সাজানো। হিজরী ৮৬৩ সালে এর রচনা সমাপ্ত হয়।

● লাওয়ায়েহ

ছন্দোবদ্ধ ফার্সী গদ্যে লেখা এই ছোট্ট কিতাবটি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে 'লায়েহা' বা অধ্যায় আকারে সাজানো হয়েছে। কিতাবটি সম্ভবত ৮৭০ হিজরীতে লেখা। বইটি হামাদান, ইরাক (পূর্ব) ও আজারবাইজানের শাসক জাহান শাহ কারা কুয়ূনলূর নামে উৎসর্গকৃত।উৎসর্গ সম্পর্কিত দু'টি বয়েত নিম্নরূপ-

سفتم گهری چند چو روشن خردان

در ترجمه حدیث عالی سندان

باشد زمن هیچ مدان معتمدان

این تحفه رسانند به شاه همدان

● লাওয়ামে ফী শারহিল খামরিয়া

বিখ্যাত আরবী কবি ও সুফী সাধক শেখ উমর ইবনে আবুল হাসান ইবনে ফারেয (৫৭৬-৬২৩২হিজরী)-এর বিখ্যাত খামরিয়া কাসীদার শরাহ বা ব্যাখ্যা হিসেবে মওলানা জামী (র) এই কিতাবটি রচনা করেন। রচনাকাল আনুমানিক ৮৭৫ হিজরী। আরবী হতে তরজমার একটি নমুনা-

شربنا على ذكر الحبيب مدامة

سكرنابها من قبل ان يخلق الكرم

روزی که مدار چرخ و افلاک نبود

وآمیزش آب و آتش و خاک نبود

بر یاد تو مست بودم و باده پرست

هر چند نشان باده و تاک نبود

সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সদরুদ্দীনকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন। তিনি ইবনুল আরবীর শীর্ষস্থানীয় শিষ্যে পরিণত হন। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কূনিয়ায় বাস করতেন ও মওলানা জালাল উদ্দীন রূমীর সমসাময়িক ছিলেন। তার রচনাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে সূরা ফাতেহার তাফসীরগ্রন্থ এজায আল-বয়ান, তাসাওফ বিষয়ক মিফতাহুল গায়ব ও আন নুসূস, শরহে আসমাউল হুসনা।

[৯৫] মুয়াইয়াদ উদ্দীন জুনদী; তিনি শেখ সদরুদ্দীন কূনাভীর ছাত্র। যাহেরী ও বাতেনী ইলমে পরিপক্ষ ছিলেন এবং তিনিই ইবনুল আরবী রচিত ফুসুস আল হিকাম এর সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা।

[৯৬] শেখ সা'দ উদ্দীন সায়ীদ আল ফারগানী; তিনিও সদরুদ্দীন কূনাভীর অন্যতম শাগরেদ। তিনি ইবনে ফায়েদ মিসরী (৫৭৬ - ৬৩২ হিজরী) এর কাসিদায়ে তাইয়া এর ব্যাখ্যা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

• রেসালা আরকানুল হজ্ব

এই রেসালাটি ফার্সীতে লেখা; তবে মাঝে মাঝে আরবী ভাষা মিশ্রিত। হজ্ব ও ওমরার ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব এবং মদীনা মুনাওয়ারায় নবী করীম (সা.) এর রওজা শরীফ ও জান্নাতুল বাকীতে ইমামগণের কবর যিয়ারতের নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নববীর বরাতে এই সেরালায় লেখকের টীকাও সন্নিবেশিত হয়েছে। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর পান্ডিত্যের পরিচায়ক এই রেসালাটির রচনাকাল ৮৭৭ হিজরীর শাবান মাস। হজ্বের উদ্দেশ্যে যাবার পথে তা বাগদাদে রচনা করেন। রেসালাটির শুরু এভাবে-

الحمد لله الذى جعل الكعبة البيت الحرام مثابة للناس

و احل طوائف الطائفين حولها محل الائتلاف بها والاستيناس.

• সুখানানে খাজায়ে পারসা

এটি একটি ছোট্ট রেসালা। খাজা মুহাম্মদ পারসার প্রতি অতিশয় ভক্তির কারণে তার জীবনী ও কিছু উক্তি আর শিক্ষা এই রেসালায় গ্রন্থিত করেছেন। খাজা মুহাম্মদ পারসা বুখারী নকশবন্দিয়া তরিকার একজন শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ছিলেন। জামী তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তার দুআ ও ফুয়ুযাত এর বরকত লাভে ধন্য হওয়ার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করতেন। পাঁচ বছর বয়সে তার দর্শন লাভ এবং তার কাছ থেকে তাবাররুক লাভের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি নাফাহাতুল উনস গ্রন্থে। সে সময় খাজা হজ্বের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। তিনি হিজরী ৮২২ সালে মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত লাভ করেন। রচনাকাল অজ্ঞাত।রেসালাটি শেষ করেছেন এভাবে-

...ولكن لا يجوز ان يغفل عن تبعية نوره لنور الشمس..

• আশআতুল লামাআত

এটি শেখ ফখরুদ্দীন ইব্রাহীম হামাদানী, প্রকাশ ইরাকীর লেখা 'লামআত' গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। মওলানা জামীর বন্ধু ও শিষ্য আমীর আলীশীর নাওয়ায়ীর অনুরোধে তিনি এটি রচনা করেন এবং তাতে শেখ মহিউদ্দীন ইবনে আরবী ও তার শিষ্য সদরুদ্দীন কূনাভী ও অন্যান্য আরেফগণের বিভিন্ন উক্তি ও অভিমতের সাহায্য নেন। তাসাওফের জটিল পরিভাষা সম্পর্কিত ২৮টি লামআ বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত গ্রন্থটির রচনাকাল হিজরী ৮৮৬ সাল। তখন মওলানার বয়স ৬৯ বছর।রচনাকাল সম্পর্কে জামী বলেন-

بأثام هستى است جامى اثير محى الله آثار آثامه

بتسويد اين شرح توفيق يافت مقراً بزلات اقدامه

اذا قال اتممته قد بدا بما قال تاريخ اتمامه

Dhaka University Institutional Repository

- **চেহেল হাদীস**

উম্মতের মাঝে চল্লিশটি হাদীসের চর্চাকারী বেহেশতে যাবে বলে নবী করীম (স) এর দেয়া সুসংবাদের প্রত্যাশায় অন্যান্য বুযর্গদের মতো মওলানা জামী(র) এ রেসালাটি রচনা করেন।এর বিষয়বস্তু সুন্দর চরিত্র ও উচ্চতর সুক্ষ্ম ভাবধারা সম্পর্কিত। চল্লিশটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই কাব্যগ্রন্থটির রচনাকাল ৮৮৬ হিজরী।একটি হাদীসের তরজমার উদাহরণ-

الكلمة الاولى-

لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.

ترجمتها

هركسى را لقب مكن مؤمن گرچه از سعى جان و تن كاهد

تا نخواهد برادر خود را آنچه از بهر خويشتن خواهد

- **রেসালা তাজনীসে খাত :**

আরবী শব্দসমূহের আঙ্গিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থের বৈচিত্র দেখিয়ে রচিত এই রেসালাটির রচনাকাল জানা যায়নি। একটি উদাহরণ-

مصر شهر و شهر ماه و ماه آب و خوف سهم

سهم تير و اجنحه چه بسال باشد بال جان

- **মাসনাবিয়্যাতে হাফতে আওরাঙ্গ**

বিভিন্ন সময়ে রচিত সাতটি দ্বিপদী কাব্যগ্রন্থের এই সংকলনটি হাফতে আওরঙ্গ নামে খ্যাত। এর অর্থ সাতভাই বা সাত তারকা-সপ্তর্ষিমন্ডল।এ সম্পর্কে তার উক্তি-

اين هفت سفينه در سخن يگرنگ اند

وين هفت خزينه در گهر همسنگ اند

چون هفت برادران برين چرخ بلند

نامى شده در زمين بهفت اورنگ اند

জামী (র) কবি নিযামী ও আমীল খসরু দেহলভী-র পাঁচ মসনবী কাব্য 'খামসা' এর আদলে প্রথমে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এরপর আরো দু'টি কাব্যগ্রন্থ সংযোজন করেন। উল্লেখিত মসনবী গ্রন্থগুলোর পরিচয় হচ্ছে-

১. প্রথম মসনবী গ্রন্থ : সিলসিলাতুয যাহাব

- **সিলসিলাতুয যাহাব : প্রথম দফতর**

সুলতান হুসাইন বায়কারা-র সিংহাসন আরোহনকাল ৮৭৩ হিজরী হতে হজ্বের সফরের বছর ৮৭৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। কুরআন মজীদের আয়াত,

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস আর ইমামগণ ও বুযর্গানে দীনের উক্তির ব্যাখ্যা সম্বলিত এই কাব্যগ্রন্থে জবর ও ইখতিয়ার, নিয়তি, নবুয়াত, ইমামত, জগতের প্রাচীনত্ব ও নতুনত্ব প্রভৃতি কালাম শাস্ত্রীয় বিষয় আর শরীয়তের বিধানাবলী- যেমন নামায, রোযা, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতির নিয়মাবলী আর যিকির, নির্জনবাস, নীরবতা, ক্ষুধা প্রভৃতির মতো আধ্যাত্মিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে নানা ঘটনা ও গল্প কাহিনীর আদলে। শেষভাগে আপন মুর্শীদের ছেলে উবায়দুল্লাহ আহরার এর অনুরোধে ইতেকাদনামা নামে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা সন্নিবেশিত করেন।এর প্রথম বয়েত-

لله الحمد قبل كل كلام

بصفات الجلال و الاكرام

● সিলসিলাতুয যাহাব : দ্বিতীয় দফতর

আধ্যাত্মিক প্রেমের বিভিন্ন আঙ্গিকের বর্ণনা আর প্রেমের শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী এই কাব্যগ্রন্থে প্রতিটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ের বিশ্লেষণে বুযর্গানে দীনের জীবন থেকে একেকটি কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। তার সাথে কুরআন ও হাদীসের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। কাহিনীগুলো অনেক ক্ষেত্রে রসাত্মক হওয়ায় গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। যেসব বুযর্গানে দীনের জীবন থেকে তিনি উদ্ধৃতি এনেছেন তারা হলেন বায়েযিদ বোস্তামী, যুন্নুম মিসরী, শাহ শুজা কেরমানী, শামসে তাবরিযী, শেখ আওহাদ উদ্দীন কেরমানী, ফতুহাতে মক্কিয়া রচয়িতা শেখ মুহিউদ্দীন আরবী, শেখ আলী মুয়াফফাক, মারুফ কারখী, বেশর হাফী, আহমদ ইবনে হাম্বল (যদিও তাকে সুফী বলে গণ্য করা হয় না) আবূ আলী রূদবারী, সিররী সকতী, তোহফায়ে মোগনিয়া রচয়িতা শেখ আবু আলী দাক্কাক। হেজায সফর হতে ফিরে আসার পরে ৮৯০ হিজরী সালে এর রচনা সমাপ্ত করেন।প্রেমের মহিমা বর্ণনার মাধ্যমে গ্রন্থটি শুরু করেছেন এভাবে-

بشنو ای گوش بر فسانۀ عشق

از صریر قلم ترانۀ عشق

قلم اینک چو نی بلحن صریر

قصۀ عشق می کند تقریر

● সিলসিলাতুয যাহাব : তৃতীয় দফতর

প্রায় ৫০০ বয়েত (শ্লোক) এর এই সংক্ষিপ্ত মসনবীটি ওসমানী সম্রাট সুলতান বায়েযিদ খান দ্বিতীয় এর নামে উৎসর্গিত। উক্ত সুলতান জামীর ওফাত (৮৯৮ হিজরী) এর পূর্বে ৮৮৬ সাল হতে নিয়ে ৯১৮ সাল পর্যন্ত ১২ বছর ইস্তাম্বুলে রাজত্ব করেন। নগর শাসন, রাজ্য পরিচালনা, ন্যায়-ইনসাফ প্রসঙ্গ ও রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে নসিহত সম্বলিত এই কাব্যগ্রন্থটিও নানা উপমা ও কাহিনীর

Dhaka University Institutional Repository

আস্বাদন সহযোগে পরিবেশিত। এর রচনাকাল ৮৯০ হিজরীর পরবর্তী সময়ে। সুলতান বায়েযিদ এর প্রশংসায় ভূমিকায় তিনি বলেন-

مهبة العزّ و العلى سلطان

بايزيد ايلدرم شه دوران

خاک يونان زمين ازو گلشن

چشم يونانيان ازو روشن

সম্মান ও মর্যাদার আধার সুলতান

এ যুগের সম্রাট মহামতি বায়েযিদ।

তার কারণে গ্রীস ভূখণ্ড ফুলবনে পরিণত

গ্রীসবাসীর দু'নয়ন তার কল্যাণে আলোকিত।"

- **দ্বিতীয় মসনবী গ্রন্থ : সালামান ও আবসাল**

এই কিতাবটি সুলতান ইয়াকুব তুর্কমান আগ কুয়ূনলূ-এর নামে রচিত। জামী এ গ্রন্থের শুরুতে উক্ত সুলতানের প্রশংসা করেন। উক্ত কাব্যগ্রন্থে সুলতানের পিতা আমীর কবির হাসান বেগ অর্থাৎ ইরাক ও আযারবাইজান বিজেতা উযুন হাসান এবং তার ভাই ইয়াকুব বেগ ওরফে আমীর ইউসুফ এর নামোল্লেখ রয়েছে। মওলানা জামী আনুমানিক ৮৮৪ সালে এ কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। সুলতান ইয়াকুব তুর্কমান আগ কুয়ূনলুর প্রশংসায় শুরুতে তিনি বলেন-

شاه يعقوب آن جهانداری که هست

با علوش ذروة افلاک پست

- **তৃতীয় মসনবী গ্রন্থ : তোহফাতুল আহরার**

হাকীম নিযামীর মাখযানুল আসরার ও আমীল খসরু দেহলভীর মাতলাউল আনোয়ার এর আদলে জামী এই দ্বিপদী কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। কিতাবটি ২০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, মানব সৃষ্টির রহস্য, ইসলামের আনিত সৌভাগ্য, পাঁচওয়াক্ত নামায, যাকাত, বায়তুল্লাহ শরীফের যেয়ারত, নির্জনবাস, সুফী, যাহেরী আলেম, রাজা বাদশাহ, মন্ত্রী ও সচিবদের অবস্থা, বার্ধক্য, তারুণ্য, রূপ সৌন্দর্য, প্রেম, সন্তান যিয়াউদ্দীনের প্রতি উপদেশ ইত্যাদি।কিতাবের শুরু এভাবে-

بسم الله الرحمن الرحيم هست صلای سر خوان کريم

- **চতুর্থ মসনবী গ্রন্থ : সাবহাতুল আবরার**

হিজরী ৮৮৮ সালে এই কাব্যগ্রন্থটি রচিত এবং সুলতান হুসাইন কায়কারা-র নামে উৎসর্গিত। চল্লিশটি আকদ বা বিষয়ে বিন্যস্ত কিতাবটির বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে মনের হকিকত, বগ্নিতার

Dhaka University Institutional Repository

স্বরূপ, অস্তিত্বের হাকিকত, তাসাওফ, ভক্তি, তওবা, দুনিয়া বিরাগ, দারিদ্র, সবর, শোকর, ভয়, তাওয়াক্কুল, রেযা, মহব্বত, প্রেরণা, আত্মমর্যাদা, লজ্জা, মুক্তচিন্তা, সততা, প্রফুল্লতা, সামা, রাজা বাদশাহদের রাজত্ব বিলাস, সুলতানদের প্রতি প্রজাদের কৃতজ্ঞচিত্ততা প্রভৃতি। অতীব সূক্ষ্ম ও মননশীল কাব্যগ্রন্থটির কাব্যরীতি স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। কিতাবের শুরু এভাবে-

ابتدی باسم اله الرحمن الرحیم المتوالی الاحسان

৫. পঞ্চম মসনবী গ্রন্থ : ইউসুফ যুলাইখা

নাম থেকে যেমন বুঝা যায়, এই মসনবী কাব্যগ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য কুরআন মজীদের সূরা য়ূসুফে বর্ণিত (সূরা নং ১২) হযরত ইউসুফ (আ) ও মিসরের অধিপতির স্ত্রী যুলাইখা তার ওপর আসক্ত হওয়ার পূর্বাপর ঘটনা। তবে ঘটনার শাখা-প্রশাখা বর্ণনায় জামী ইসলামী সূত্রের বর্ণনার চাইতে তাওরাত (বাইবেল) সূত্রে বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শুরুতে রাসূলে পাক (স) এর না'ত শরীফ, মে'রাজ এর বর্ণনা, আপন পীর মুর্শিদ খাজা ওবায়দুল্লাহ নকশবন্দ এর নাম নিয়ে বরকত হাসিল আর সুলতান হুসাইন বায়কারার প্রশংসা বিধৃত রয়েছে। মক্কা শরীফ হতে মদীনায় যেতে স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ (স) এর নির্দেশে বাধগ্রস্থ হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা নির্ভর না'তটি এই কাব্যগ্রন্থের শুরুতে বিধৃত। জামীর সবচে বিখ্যাত মসনবী ইউসুফ যুলাইখার রচনাকাল ৮০৮ হিজরী। এর অপর নাম মহব্বত নামা।এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির আরম্ভ হয়েছে এভাবে-

الهی غنچهٔ امید بگشای گلی ناز روضهٔ جاوید بنمای

৬. ষষ্ঠ মসনবী গ্রন্থ : লায়লী ও মজনূন

নিযামী ও আমীর খসরু দেহলভীর লায়লী মজনূ নামক দু'টি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থের আদলে ও অনুকীর্তিতে প্রেমাসক্তির বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এ কাব্যগ্রন্থের সূচনায় যথানিয়মে আল্লাহ পাকের প্রশংসা, নবীজির না'ত, মেরাজ এর ঘটনা এবং নিজের পীরমুর্শিদ খাজা ওবায়দুল্লাহ নকশবন্দী ও তখনকার সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। লায়লী ও মজনূন এর বিশ্ববিখ্যাত প্রেমকাহিনীর বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে জামী আল্লাহ প্রেমের সুধা বিতরণ করেছেন। কিতাবের শেষভাগে রয়েছে আপন ছেলের প্রতি কতিপয় মূল্যবান উপদেশ। রচনাকাল ৮৮৯ হিজরী।এর বয়েত সংখ্যা ৩৭৬০। এ সম্পর্কে তিনি বলেন-

کوتاهی این بلند بنیاد در هشصد و نه فتاد و هشتاد

ور تو بشمار آن بری دست باشد سه هزار و هشصد و شصت

৭. সপ্তম মসনবী গ্রন্থ : খেরদনামায়ে ইসকান্দরী

নীতিশাস্ত্র ও চরিত্র সম্বন্ধীয় এই দ্বিপদী কাব্যটি কবি নিযামী ও কবি আমীর খসরুর ইসকান্দার নামার আদলে লেখা। এর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে তাওহীদ ও মুনাজাত, বার্ধক্য ও অসহায়ত্ব,

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দুল মুরসালীন (সা.) এর না'ত ও মে'রাজ প্রসঙ্গ, খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার এর জন্য দু'আ ও সুলতান হুসাইন বায়কারার প্রশংসা, আপন সন্তানের প্রতি উপদেশ, নিজের নফসের উদ্দেশ্যে নসিহত। ইসকান্দার এর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এরিস্টোটল, প্লেটো, সক্রেটিস, এবোক্রাট, এস্কিলিনূস, হুরমুস ও অন্যান্য মনীষীর উপদেশাবলী এবং ইসকান্দর ও অন্যান্যদের মাঝে জ্ঞান ও মনীষা বিষয়ক যে পত্রালাপ হয়েছে সেগুলোকে জামী তার এ কাব্যে বিন্যস্ত করেছেন। খেরদনামায়ে ইসকান্দরীর রচনাকাল আনুমানিক ৮৯০ হিজরী। নিম্নের বয়েতটি দিয়ে তিনি গ্রন্থটির রচনা শুরু করেন-

الهی کمال الهی تراست جمال جهان پادشاهی تراست

● বাহারিস্তান

শেখ সা'দী (র) এর গুলিস্তানের আঙ্গিক ও অনুকীর্তিতে জামী এ কিতাবটি তার ছেলে যিয়াউদ্দীন ইউসুফ এর জন্য লিখেন। ১০ বছর বয়সে ছেলে যখন আরবী ভাষা-অলংকার ও সাহিত্য শিক্ষায় নিয়োজিত, তখন গদ্য ও পদ্যের আঙ্গিকে তিনি কিতাবটি রচনা করেন। গুলিস্তানের আদলে বাহারিস্তান আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং অধ্যায়গুলোর নামকরণ করেছেন 'রওযা' নামে। ৮ রওযার বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে রওযা-১ ঃ আউলিয়ায়ে কেরাম ও সুফী বুযর্গদের কাহিনী । রওযা-২ ঃ মনীষীদের কথা। রওযা-৩ ঃ রাজা-বাদশাহদের ন্যায় বিচার প্রসঙ্গ। রওযা-৪ ঃ দয়া ও দান-দক্ষিণা। রওযা-৫ ঃ প্রেমের অবস্থাদির বর্ণনা। রওযা-৬ ঃ হাস্যরস। রওযা-৭ ঃ কবিদের অবস্থাদি ও রওযা-৮ ঃ প্রাণীজগত সম্পর্কে বর্ণিত গল্প ও উপমাসমূহ। বাহারিস্তানের রচনাকাল ৮৯২ হিজরী।শুরুতে শেখ সা'দীর গুলিস্তানের অনুকীর্তির কথা তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

گذری کن بر این بهارستان تا ببینی در او گلستانها

در لطافت بهر گلستانی رسته گلها ،دمیده ریحانها

● আর-রিসালাতুন নাইয়া

এই রেসালাটি নায় বা বাঁশরির হাকিকত সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ মওলানা রুমী (র) এর মসনবী শরীফের ১ম বয়েত এর ব্যাখ্যা। এটি 'নায়নামা' নামেও খ্যাত।পুস্তিকাটি শুরু করেছেন এভাবে-

عشق جز نائی و ما جز نی ننیم

او دمی بی ما و ما بی وی ننیم

نی که هردم نغمه آرائی کند

در حقیقت از دم نائی کند

● রেসালা শরহে রুবাইয়াত

তাওহীদ, মহান আল্লাহ তাআলার যাত এর মারেফাত আর তার সৌন্দর্যের বিভিন্ন জলওয়ার সুফিতাত্তিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই রেসালায়। ওয়াহদাতুল ওজুদ এর জটিল বিষয়াদির ব্যাখ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা অক্ষম হয়ে পড়ায় বুযর্গানে দীনের বিভিন্ন উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি গদ্যে কতক পরিভাষার ব্যাখ্যা দেন এবং তাতে নিজের ৪৪টি রূবাই ব্যাখ্যা করেন।একটি রূবাইর নমুনা-

حمدا لاله هو بالحمد حقيق

در بحر نوالش همه ذرات غريق

تا كرده زمحض فضل توفيق رفيق

نسپرده طريق شكر او هيچ فريق

● রেসালায়ে মুনশাআত

বিভিন্ন সময়ে লেখা মওলানা জামীর চিঠিপত্র সংকলন এই রেসালা। এর পত্রগুলোকে বিষয়বস্তুর বিচারে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম.

খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার প্রমূখ দরবেশগণের কাছে লেখা পত্রাবলী।

দ্বিতীয়.

সুলতান হুসাইন বায়কারার কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লেখা পত্রাবলী।

তৃতীয়.

সরকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে লেখা পত্রসমূহ।

চতুর্থ.

খোরাসানের বাইরের রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিপত্র।

পঞ্চম.

বিভিন্ন আমীর, বন্ধুমহল, পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের কাছে লেখা বিচিত্র পত্রাবলী, তৎসঙ্গে রয়েছে কতিপয় সুপারিশনামা ও শোকবাণী।

পত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ, ছন্দোবদ্ধ ও শ্লোক-সজ্জিত। এসব চিঠি থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যাবলীও উদ্ধার করা যায়। এ ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি হচ্ছে সমরকন্দের প্রসিদ্ধ আলেম ও গুরকানী নতুন বর্ষপঞ্জি প্রণয়নে মীর্যা উলগ বেগ এর সহযোগী কাযী যাদা সালাহ উদ্দীন মূসা ওরফে কাযী যাদা রূমীর কাছে লেখা পত্র। জামী যৌবনে তার শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছিলেন।

● দিওয়ানে কাসায়েদ ও গাযালিয়াত

মওলানা জামী (র) মোট তিনবার তার কাব্যগ্রন্থ দিওয়ান প্রণয়ন করেন। প্রথম দফা হিজরী ৮৮৪ সালে। দিওয়নের প্রথম ভাগ ভূমিকার অংশে কবিতার সৌন্দর্য ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে কুরআন ও হাদীসের সাক্ষ্য-প্রমাণ; বিশেষ করে কবি ও কবিতার নিন্দায় বর্ণিত আয়াত ও

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা আর কবি ও কবিতার প্রশংসায় হযরত রসুলুল্লাহ (স) এর হাদীসের উদ্ধৃতি এনেছেন। এই গ্রন্থে তিনি তার কবিনাম জামী এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, জন্মস্থান বেলায়তে জাম ও শেখুল ইসলাম আহমদ জামীর সমাধিস্থল এর সূত্রে- যার রূহানী তাওয়াজ্জুহকে জামী তার কাব্য-প্রতিভার ঝর্ণা উৎস মনে করেন, তিনি 'জামী' কবিনাম ধারণ করেছেন।শুরু করেছেন এভাবে-

بسم الله الرحمن الرحيم هست صلای سرخوان کریم

خوان کرم کرده کریم آشکار گوید بسم الله، دستی بیار

দ্বিতীয় পর্যায়ে, পরের বছর ৮৮৫ সালে তিনি আরেকটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন। তাতে দিওয়ানটি সংকলনের কারণ ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে একটি ভূমিকা পেশ করেন। তার দু'টি পংক্তি-

بسم اله الرحمن الرحيم املی حمد المنان الکریم

آنکه باین نکته سنجیده گشت فاتحه آرای کلام قدیم

তৃতীয় পর্যায়ে, মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে ৮৯৬ হিজরীতে আপন কাব্যগ্রন্থকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন এবং একে তিনটি নামে ভাগ করেন। যেমন যৌবনকালে রচিত কবিতাসমূহ 'ফাতেহাতুশ শাবাব, দ্বিতীয় ভাগে জীবনের মধ্যভাগে রচিত কবিতাসমূহ 'ওয়াসেতাতুল আকদ' এবং শেষ জীবনের রচনাবলী 'খাতেমাতুল হায়াত'। এই নতুন বিন্যাস কবি আমীর খসরু দেহলভীর অনুকরণে এবং একান্ত শিষ্য ও বন্ধু প্রধানমন্ত্রী আমীর আলীশীর নওয়ায়ীর অনুরোধে সম্পন্ন করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।উপরোল্লিখিত তিনটি দিওয়ানের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পাঁচ ধরনের কবিতা।

ক. কাসায়েদ; এর বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহীদ, না'তে রসূল (স), ইমামগণের প্রশংসা, আধ্যাত্মিক ও চরিত্র বিষয়ক বিষয়াদি, সমকালীন শাসকদের প্রশংসা ও শোকগাঁথা।

খ. মাসনবী ও তারজী কাব্য; এই অংশটি অপেক্ষাকৃত ছোট।

গ. মুকাত্তিয়াত; উপদেশ ও রসাত্মক বিভিন্ন উপদেশ সম্বলিত ছোট্ট কলেবরে এই অংশটি সাজানো।

ঘ. রূবাইয়াত; সূফীতাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম ও প্রেমতত্ত্ব বিধৃত হয়েছে এ রুবাইয়াত বা চতুষ্পদী অংশে।

- **শরহে জামী :** আরবী ব্যাকরণ 'নাহু' এর একটি উচ্চতর কিতাব। অর্থ জামীর শরাহ। এটি আল্লামা ইবনে হাজেব[৯৭] রচিত গ্রন্থ 'কাফিয়া' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ।কিতবটির আসল নাম الفوائد

[৯৭] ইবনে হাজেব; আল্লামা জামাল উদ্দীন আবু ওমর ওসমান ইবনে ওমর ইবনে আল হাজেব আল কুরদী আন নাহভী আল মালেকী আল উসূলী আল ফকীহ। তিনি হিজরী ৫৭১ সালে জন্মলাভ করেন। কুর্দী বংশোদ্ভুত হলেও কায়রোতে জ্ঞানচর্চা করেন। তিনি ইসলামী জাহানের বিখ্যাত মুফতী ও ফকীহ এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি কিছুকাল দামেষ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং ৬৪৬ হিজরীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

الضيائيه فى شرح الكافيه আল্লামা ইবনে হাজেব ইসলামী জাহানের প্রসিদ্ধ আইন শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্যাকরণবিদ হিসেবে বিশেষভাবে খ্যাত। মওলানা জামী (র) মৃত্যুর আনুমানিক এক বছর পূর্বে আরবী সাহিত্য অধ্যয়নরত আপন সন্তান যিয়াউদ্দীন ইউসুফ এর উদ্দেশ্যে কিতাবটি রচনা করেন। রচনাকাল ৮৯৭ হিজরীর ১১ রমযান। রচনার পর থেকে এই কিতাবটি ইসলামী জাহানের সর্বত্র মাদ্রাসার ছাত্র বিশেষতঃ আরবী ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ের ছাত্রদের মাঝে পাঠ্য হয়ে চলে আসছে; যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আমাদের দেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহে কিতাবটি এখনো পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ও বিপুলভাবে সমাদৃত। এতকাল ধরে কিতাবটি আরবী সাহিত্যের উচ্চতর পর্যায়ে সিলেবাসভুক্ত থাকা জামীর অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কালজয়ী সাক্ষী।

- **কাসীদায়ে বুরদার তরজমা**

ইসলামী জাহানে রাসূল (সা.)-এর প্রশস্তিমূলক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম কাসিদায়ে বুর্দা। মূল নাম 'আল কাওয়াকেবুদ দুররিয়া ফী মাদহে খায়বিল বরিয়া' (সৃষ্টির সেরা মহামানবের প্রশংসায় সমুজ্জ্বল তারকারাজি),লেখক ইমাম শরফ আদ দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বূসীরী। স্বপ্নযোগে রাসূলে পাক (স.)-এর খেদমতে এই না'ত পাঠ ও খুশী হয়ে হযরত (সা.)-এর গায়ের পবিত্র চাদর মোবারক উপহার দান আর তার ফলে কবির পক্ষাঘাত রোগ ভাল হয়ে যাওয়ার অলৌকিক ঘটনার জন্য এই কবিতাটির খ্যাতি ইসলামী জাহানের প্রাচ্য প্রতীচ্য সর্বত্র। জামী (র.) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় ফার্সীতে এ কবিতাটির অনুবাদ করেছেন।এই সুন্দর কাজটির একটি নমুনা-

কসীদায়ে বুরদা

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِىْ تُرْجى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الاَهْوَالِ مُقْتَحَمِ

জামীর (র.) তরজমা

آن حبيبى كو بود اميدگاه مؤمنان

از شفاعت نزد سختيهاى پيچيده بهم

কসীদায়ে বুরদা

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِىْ خَلْقٍ وَ فِىْ خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِىْ عِلْمٍ وَلاَ كَرَمِ

জামীর (র.) তরজমা

بهترين پيغمبران در خلق و در خلق آمده

كس چو او نايد نه در علم و نه دروصف كرم

কসীদায়ে বুরদা

রচিত কাফিয়া ইবনে হাজেব বর্তমানে আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোতে উচ্চতর আরবী ব্যাকরণ (নাহু) হিসেবে পাঠ্য।

Dhaka University Institutional Repository

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِنَ الْيَمِّ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ

জামীর (র.) তরজমা

ملتمس از وی همه از انبیا و از رسل

یک کف از دریای علم و شربتی زابرکرم[৯৮]

জামীর (র.) কবিতার বিষয়বস্তু

মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.) ছিলেন স্বভাব কবি। মহাকবি হাফেজ শিরাজির পর জামীর মত আর কোনো বড় কবি এ পর্যন্ত ইরানের মাটিতে জন্ম গ্রহণ করেন নি। এজন্যে তাঁকে বলা হয় খাতেমুশ শোয়ারা, ফার্সী ভাষায় সর্বশেষ কবি বা কবিদের পরিসমাপ্তি। ফার্সী কবিতার ৫টি প্রধান প্রকরণ হচ্ছে: কাসীদা, গযল, মসনবী, রুবাই ও কিতআ। কবিতার এই পাঁচটি ধারাতেই জামীর কৃতিত্ব ও অবদান প্রশ্নাতীত। জামীর কবিতার মূল প্রতিপাদ্য সূফীবাদ বা আধ্যাত্মিকতা এবং প্রেম ও মননশীলতা। কবিতার মত গদ্য সাহিত্যেও জামী দক্ষতার কালজয়ী স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে গবেষকদের মূল্যায়ণ হলো, কবিতার পাঁচটি ধারায় বিরাট অবদান সত্ত্বেও জামীকে এসব ধারার শীর্ষ কবিদের চাইতে শ্রেষ্ঠ অভিধায় অভিহিত করা যাবে না। আলী আসগর হিকমতের মূল্যায়নটি এক্ষেত্রে প্রতিধানযোগ্য ঃ

'কবিতার পাঁচটি ধারার কোনো একটিতেও জামীকে এই শাস্ত্রের অন্যান্য ওস্তাদদের চাইতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেয়া যাবে না। যেমন আনোয়ারী [৯৯] ও মুইযযীর [১০০] মতো কাসীদা রচয়িতা সা'দী

---

[৯৮] ইমাম শরফ আদ-দীন বূসীরী, *কসীদায়ে মোবারকা বুর্দা*, মওলানা আব্দুর রহমান জামীর অনুবাদসহ। প্রকাশনা : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও টেলিভিশন সংস্থা, তেহরান, ইরান ,১৯৮২।

[৯৯] আনোয়ারীর পুরো নাম আওহাদ উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ। উপাধি হুজ্জাতুল হক। হিজরী ষষ্ঠ শতকের বিখ্যাত ইরানী পন্ডিত ও কবি। তিনি তৎকালীন প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষত হিকমত, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চিন্তার ক্ষেত্রে ইবনে সীনার অনুসারী ও পক্ষপাতি ছিলেন। সঞ্জর রাজবংশের সময় তিনি সুলতানের প্রশংসায় কাব্যচর্চা করেন আর সুলতানের মৃত্যু ও খোরাসানে গাযানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে আমীর ওমরাদের প্রশংসা ও বিভিন্ন দেশ সফর করে বেড়ান। কবিতায় কাসিদা ও গযল রীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার কাব্যগ্রন্থ দিওয়ান পূণ:পূণ: মুদ্রিত হচ্ছে। আনুমানিক ৫৮৩ হিজরী/১১৮৭ খৃ. তিনি ইন্তি কাল করেন।

[১০০] মুইযযী; হিজরী ৫ম শতকের শেষভাগ ও ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগের প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালেক বুরহানী নিশাপুরী : তিনি সুলতান মুইয উদ্দীন মালেকশাহ-এর দরবারে সভাকবি ছিলেন। সেই সূত্রে মুইযযী কবিনাম ধারণ করেন। তার আমলের শেষ পর্যন্ত (৪৮৫ হিজরী) তিনি রাজদরবারে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর হেরাত, ইসফহান, নিশাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের রাজাবাদশাহদের প্রশংসায় কাব্যচর্চা করেন। কাসীদা রচনায় মুইযযী অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। ৫১৮-৫২১ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ইন্তি কাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

[১০১]ও হাফেয [১০২] এর মতো গযলগায়ক, খাজা আবু সাঈদ[১০৩] ও খৈয়ামের [১০৪] মতো রুবাই প্রণেতা এবং সানায়ী[১০৫] ও ইবনে য়ামীন[১০৬] এর মতো কেতআ লেখক কবিগণ। বরং বহুক্ষেত্রে তারা জামীর ওপর অগ্রগণ্যতার অধিকারী। কিন্তু যেখানেই সুফীতাত্ত্বিক পরিভাষা ও গবেষণার প্রসঙ্গ আসবে সেখানে দেখা যাবে যে, এই শাস্ত্রটি যেন একান্ত জামীর। অনুরূপ যেখানে হাদীস, রেওয়ায়াত ও আরবদের বিষয়াদির প্রসঙ্গ এসেছে তাতে ফার্সীতে তরজমার ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একই সাথে তরজমায় চূড়ান্ত পর্যায়ের আমানত রক্ষা করেছেন। তাতে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটি খুব বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করলেও কোথাও আসল বিষয় ছাড়িয়ে যাননি। একইভাবে যেখানে তিনি ফার্সী কবিতার মাঝে মাঝে আলাদাভাবে আরবী বয়েত বা কেতআর উদ্ধৃতি এনেছেন, তাতে ভাষা শৈলীকে নতুন অলংকারে সজ্জিত করেছেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তার অগাধ পান্ডিত্যই তাঁকে এক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী করেছে। যেমন তার আগে ও পরে ফার্সীভাষী কবিদের মধ্যে যাঁরা আরবী কবিতা রচনা বা আরবী সাহিত্য হতে উদ্ধৃতি টানার চেষ্টা করেছেন,তারা জামীর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেন নি।[১০৭]

জামী আজন্ম কবি, তার স্বভাবের সাথে কাব্যপ্রতিভা মেশা ছিল। এ কথাটি তিনি অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ভাষা ও অলংকারে সাজিয়ে তার দিওয়ানে কাসায়েদ ও গাযালিয়াত কিতাবের ভূমিকায় স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১০৮]

---

[১০১] সা'দী; বিশ্ব বিখ্যাত ইরানী কবি শেখ মুশাররফ উদ্দীন মুসলেহ ইবনে আব্দুল্লাহ শিরাযী। ইন্তিকাল ৬৯১ ও ৬৯৫ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে। ইরানের শিরায নগরীতে তার সমাধি অবস্থিত। বিশ্ব সাহিত্যের অলংকার 'গুলিস্তান' ও 'বূস্তান' তার অনবদ্য গ্রন্থ। তিনি শ্রেষ্ঠ গযলগায়ক কবি।

[১০২] হাফেয; মহাকবি খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেয শিরাজী; ইরানের শিরায নগরীতে তার সমাধি অবস্থিত। তার কাব্যগ্রন্থ দীওয়ানে হাফেয বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি আরবী সাহিত্য ও কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানে পন্ডিত ও হাফেয ছিলেন। আনুমানিক ৭৯২ হিজরীতে শিরাযে ইন্তিকাল করেন। শিরাযে তার সমাধিস্থলের নাম হাফেযিয়া। গযলকাব্যে তাকে শেখ সাদীর সমকক্ষ মনে করা হয়।

[১০৩] খাজা আবূ সাঈদ; হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের বিখ্যাত সুফী ও কবি। জন্ম ৩৫৭ হিজরী ও মৃত্যু ৪৪০ হিজরী।তিনিই সর্বপ্রথম খোরাসানে তাসাওফের নীতিমালার বিস্তার ঘটান এবং খানকাহসমূহে 'সামা' (আধ্যাত্মিক সঙ্গীত) এর প্রচলন করেন। তার রচিত আসরারুত তাওহীদ সুফীতত্ত্বের ওপর প্রথম সারির কিতাব।

[১০৪]খৈয়াম; হাকীম আবুল ফাতাহ ওমর ইবনে ইব্রাহীম খৈয়াম। তিনি হিজরী পঞ্চম শতকের শেষ ও ষষ্ঠ শতকের শুরুর দিকের বিখ্যাত ইরানী দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও কবি ছিলেন। জন্ম নিশাপুরে এবং নিশাপুরেই তার সমাধি অবস্থিত। রুবাইয়াত এর জন্য তিনি কবি হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত।

[১০৫] সানায়ী; হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের বিখ্যাত ইরানী কবি আবুল মাজদ মজদূদ ইবনে আদম। ৫২৫ হতে ৫৪৫ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে ইন্তিকাল করেন। তার মাজার গযনীন-এ সর্বস্তরের লোকদের যিয়ারতের স্থান। এখানে বসেই তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে হাদীকাতুল হাকীকা মসনবী কাব্য রচনা করেন।

[১০৬] ইবনে ইয়ামীন; পুরো নাম মাহমূদ ইবনে ইয়ামীন উদ্দীন মুহাম্মদ তুগরায়ী। খোরাসান এর ফারয়ুমদ কসবায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৭৬৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কাব্যচর্চায় তিনি আনওয়ারীর অনুসারী এবং মাঝারী ধরনের কবি ছিলেন।

[১০৭] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূস্ প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪,পৃ. ২১১-২১২।

[১০৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত ভূমিকায় তিনি কুরআন মজীদের আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে কবি ও কবিতার মর্যাদা সম্পর্কে সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। জামীকে খাতেমাতুশ শোয়ারা বা 'সর্বশেষ কবি' অভিধায় অভিহিত করার কারণ সম্বন্ধে আলী আসগর হিকমতের মত হচ্ছে-প্রাচীন কবিদের ধারা অনুকরণে খোরাসান, ফার্স ও ইরাকে ফার্সী কাব্যের যে রীতি চালু ছিল, জামীর ইন্তেকালের মধ্যে দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অন্তত হিজরী নবম শতকের শেষ লগনে তার ইন্তিকালের পর থেকে নিয়ে হিজরী ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ফার্সী কাব্যের আকাশে সেরূপ উজ্জল নক্ষত্র আর জন্ম গ্রহণ করে নি।[১০৯]

জামী নিজে স্বভাবগত কবি হলেও দুনিয়ার ভোগ লিপ্সার জন্য বা রাজা বাদশাহদের আনুকূল্য লাভ করে বস্তুগত সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য কাব্যচর্চা করাকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। সিলসিলাতুয যাহাব ও তোহাফাতুল আহরারসহ অন্যান্য মসনবী কাব্যে তিনি এসব স্বার্থ শিকারী কবিদের নির্দয়ভাবে তিরস্কার করেছেন। এমনকি তার ছেলে যিয়াউদ্দীন ইউসুফকেও কাব্যচর্চার পেশা গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত ও বারণ করেছেন।

জামীর কাব্য মানসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি শীর্ষস্থানীয় কবি ও সাহিত্যিকদের রচনাবলী অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন এবং তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। এমন কি 'নাফাহাতুল উন্স্' কিতাবে অধিকাংশ কবিদেরকে বুযর্গ সুফী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। শেখ সা'দীর গুলিস্তানের আদলে রচিত 'বাহারিস্তান' কিতাবেও একটি অধ্যায় বরাদ্দ করেছেন কবিদের জীবন চরিত আলোচনার জন্যে। তিনি সাদী, রুমী, হাফেয, খাকানী প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন।

সামগ্রিকভাবে জামীর কবি মানস আরবী সাহিত্য ও চিন্তাধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ও সিক্ত। জামীর রচনায় আরবী ও ফার্সীর মিলন ও মিশ্রনের সুন্দর নমুনা হচ্ছে তার গযল কাব্য। ভাষাশৈলি ও অলংকারে এসব গযলকে আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

জামীর নৈতিক শিক্ষামূলক কাসীদা ও ৭টি মসনবী কাব্যে আরবী সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রতিফলন উজ্জলভাবে দৃশ্যমান। তিনি আরবী কবিদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মকে অতি সুন্দর, মার্জিত ও চমৎকার মননশীলতায় ফার্সীর পোষাক পরিয়ে সজ্জিত করেছেন। এ হিসেবে বলা যায় যে, শেখ সাদীর পর জামীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও কথাশিল্পী, যিনি আরবী সাহিত্যকে ফার্সীতে সুন্দর সুষমায় ভাষান্তরিত করেছেন।

জামী 'সিলসিলাতুয যাহাব' 'তোহফাতুল আহরার' ও 'সাবহাতুল আবরার' মসনবী কাব্যে কুরআন মজীদের আয়াত, হাদীস শরীফ, বুযর্গানে দীনের বাণী, সুফীয়ায়ে কোরামের শিক্ষা ও আরবী সাহিত্যের উপমা উৎপ্রেক্ষা নানা কাহিনী অবলম্বনে ফার্সীর মিষ্টিভাষায় পরিবেশন করেছেন।

---

[১০৯] আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূস্ প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৪ , পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, আরবাঈনে জামী বা কাব্যে চল্লিশ হাদীসের তরজমা, কুরআন মজীদের সুন্দরতম কাহিনী সূরা ইউসুফের বর্ণনা-নির্ভর ইউসুফ-যুলাইখা দ্বিপদী কাব্য, দিওয়ানে কায়স আমেরী অবলম্বনে 'লাইলী মজনূন', 'আগানী' অবলম্বনে কায়স এর কবিতা ও কাহিনীসমূহ। অনুরূপভাবে ইসকান্দরনামায় ইরফান ও হিকমত (আধ্যাত্মিকতা) ও প্রজ্ঞান শাস্ত্রের বহু বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে যেগুলোর মূল সূত্র ও উৎস আরবী সাহিত্য।

তাঁর বোধবিশ্বাস ও আকিদা

মওলানা আব্দুর রহমান জামীর কবি মানস সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়ার নির্ভরযোগ্য পথ হচ্ছে তাঁর ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস ও অধ্যাত্ম চেতনা সম্পর্কে জানা। জামীর আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রয়েছে তাঁর নিজের লেখা পদ্যে। খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার এর ছেলে জামীকে ইসলামী আকীদা সম্পর্কে সরল ও সঠিক বর্ণনা দেয়ার অনুরোধ জানালে তিনি 'সিলসিলাতুস যাহাব' কাব্য গ্রন্থ রচনার ফাঁকে এটি রচনা করেন এবং এর নামকরণ করেন 'এতেক্বাদনামা'। এটি সিলসিলাতুয যাহাব এর সংযুক্তি হিসেবে একত্রে মুদ্রিত। এতেক্বাদনামায় তিনি ৩০টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এগুলো হচ্ছে-

১. بيان وجود حق আল্লাহর অস্তিত্ব (ওজুদ)

২. بيان وحدت حق আল্লাহর এককত্ব (ওয়াহদাত)

৩. اشاره به صفات الهى আল্লাহর গুণাবলী প্রসঙ্গ

৪. اشاره به حيات او আল্লাহর হায়াত প্রসঙ্গ

৫. اشاره به علم او আল্লাহর জ্ঞান প্রসঙ্গ

৬. اشاره به ارادت او আল্লাহর ইচ্ছা প্রসঙ্গ

৭. اشاره به قدرت او আল্লাহর ক্ষমতা প্রসঙ্গ

৮. اشاره به سمع و بصر او আল্লাহর শ্রবণ ও দর্শন শক্তি প্রসঙ্গ

৯. اشاره به كلام او আল্লাহর কথা প্রসঙ্গ

১০. اشاره بافعال او আল্লাহর কার্যাবলী প্রসঙ্গ

১১. اشاره بوجود ملائكه ফেরেশ্তাগণের অস্তিত্ব

১২. اشاره به ايمان انبيا নবী-রসূলগণের ঈমান প্রসঙ্গ

১৩. اشاره به فضيلت نبى اسلام ইসলামের নবীর ফযীলত (মর্যাদা)

১৪. اشاره نبীজি (সলঃ) به خاتميت او সর্বশেষ নবী হওয়া প্রসঙ্গে

১৫. اشاره نবীজির (সলঃ) به شريعت او শরীয়ত প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

১৬. اشاره به معراج او নবীজির (সলঃ) মে'রাজ

১৭. اشاره به معجزات انبیاء নবী-রসূলগণের মু'জেযা

১৮. اشاره به کتابهای خدا আসমানী কিতাবসমূহ প্রসঙ্গ

১৯. اشارت به اینکه کتاب الله قدیم است আল্লাহর কিতাব অনাদি হওয়া প্রসঙ্গ

২০. اشارت به فضیلت امت و اشرفیت آل و اصحاب উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা এবং নবীজির আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গ

২১. اشارت به اینکه تکفیر اهل قبله جایز نیست যারা কেবলা মানে তাদেরকে কাফের বলা জায়েজ না হওয়া প্রসঙ্গ

২২. اشارت به عذاب قبر و سؤال منکر ونکیر কবর আযাব ও মুনকির নকীর এর সওয়াল জওয়াব প্রসঙ্গে

২৩. اشارت به نفختین সিংগায় দুই ফুঁক প্রসঙ্গ

২৪. اشارت به تطائر صحائف আমলনামা প্রসঙ্গ

২৫. اشارت به میزان দাঁড়িপাল্লা প্রসঙ্গ

২৬. اشارت به صراط পুলসিরাত

২৭. اشارت به مواقف عرصات কিয়ামতের ময়দানের বিভিন্ন অবস্থান প্রসঙ্গে

২৮. اشارت به خلود کفار در نار و خروج بعضی بشفاعت কাফেররা চিরন্তন দোযখে যাওয়া ও কিছুলোক শাফায়াতের কারণে দোযখ হতে মুক্তিলাভ প্রসঙ্গে

২৯. اشارت به حوض کوثر হাউযে কাওসার প্রসঙ্গে

৩০. اشارت بدرجات بهشت و خلود آن و رؤیت حق سبحانه و تعالی বেহেশতের বিভিন্ন স্তর ও চিরন্তন জীবন এবং আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভ প্রসঙ্গ

মওলানা জামী সিলসিলাতুয যাহাব প্রথম দফতরের শুরুতেও কবিতায় তাঁর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আকিদা বিশ্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি কালাম শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে বহুল আলোচিত জবর (নিয়তির বাধ্যতা) ও এখতেয়ার (কর্মের স্বাধীনতা) প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তাতে 'আশায়িরা' মতবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

জামীর বোধ-বিশ্বাস সম্পর্কিত আরেকটি গ্রন্থ 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত'। কিতাবটি রাসূল (সল.) এর প্রেমে আকীর্ণ। এছাড়া তাতে আহলে বাইত (রাসূলে পাক (সল.) এর বংশধর) সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসার কারণে কোনো কোনো শিয়া গবেষক তাকে মনের দিক থেকে শিয়া আকীদায় বিশ্বাসী বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তিনি যেভাবে ইসলামের প্রথম চার খলিফার প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে ইসলামের চারটি মূল স্তম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন আর বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী তথা আশারা মুবাশশরা ও অন্যান্য সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন তাতে তাঁকে শিয়া বলার

Dhaka University Institutional Repository

কোনো যুক্তি নাই। আসল কথা হলো তিনি একজন সত্যিকার সুন্নী; যিনি আহলে বইতের ইমামগণের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তেমনি খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা নয় বরং তাদেরকে ঈমান ও ইসলামের প্রতিভূ ও অসুসরণীয় বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। মূলত সুন্নী সমাজের মধ্যে চার খলিফা, আশারা মুবাশশরাসহ আহলে বাইতের প্রতি যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ঐতিহ্য গড়ে ওঠেছে নিঃসন্দেহে তার পরিগঠনে জামীর এই কিতাবটির বিরাট অবদান রয়েছে। তাতে সাবাহায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণে সংকীর্ণতা বা বাড়াবাড়ির মাঝামাঝি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর বোধ বিশ্বাস স্থাপনে জামীর এই অবদান অসাধারণ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আব্দুর রহমান জামীর (র.) কবিতায় রাসূল (স.)-এর প্রশংসা

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রহমান জামীর (র.) কবিতায় রাসূল (স.)-এর প্রশংসা

মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.)-এর কবিতা ও সাহিত্য চর্চার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাসূল (স.)-এর প্রশংসা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকরা; বিশেষ করে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশস্তি গেয়েছেন দরায কণ্ঠে। কোনো কোনো কবি হযরতের (স.) প্রশংসায় নিজের কাব্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে বাংলার সুফী ও ফার্সী কবি ফতেহ আলী শাহ এর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। ইরানী কবিদের মধ্যে যাঁরা ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে রাসূল (স.)-এর প্রশস্তি গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছেন মওলানা আব্দুর রহমান জামী (রহ)। তিনি তাঁর মসনবী কাব্য 'হাফত আ'ওরাঙ্গ' ও গযলকাব্য 'দিওয়ানে গাযালিয়াতে' বারেবারে বিভিন্ন ভাষা ও ভঙ্গিতে রাসূলে পাক (স.)-এর প্রশংসা করেছেন। তাঁর এসব কবিতা ও গযল ইরানের গন্ডি পেরিয়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র; বিশেষ করে উপমহাদেশে ব্যাপক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে ফার্সী ভাষা অফিস-আদালতের ভাষার মর্যাদা হারিয়েছে ১৮৩৮ সালে।[১১১] এরপর সরকারী আ'লীয়া নেসাবের মাদরাসাগুলোর সিলেবাস হতেও বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান আমলে। কওমী মাদরাসাগুলোতেও ফার্সীর চর্চা এখন সীমিত। এতদসত্ত্বেও জামী রচিত কিছু কিছু না'ত রাসূলে পাকের (স.) ভক্ত উম্মতদের প্রাণ জুড়ায়। ধর্মীয় মাহফিলে বা কাওয়ালদের সূরের ঝংকারে জামীর এসব না'ত পঠিত হলে অর্থ না বুঝেও ভক্ত-হৃদয় বিগলিত হয় তার ছন্দের আকর্ষণে, রাসূল (স.)-এর প্রেমের অতিশয্যে। এ ধরণের কয়েকটি না'তের প্রথম কলি এরূপ:

زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول الله

غریبم بی نوایم خاکسارم یا رسول الله

'যে রাহমাত কুন নাযার বার হালে যার'ম ইয়া রসূলাল্লাহ!

গারীবাম! বে নওয়ায়াম খাকসারাম ইয়া রসূলাল্লাহ।[১১২]

"আপনার দয়া রহমতের নেক নজরে আমার অসহায়

অবস্থার দিকে একবার দৃষ্টি দিন- ইয়া রাসূলাল্লাহ!

কারণ আমি গরীব নিঃস্ব ধুলায় লুণ্ঠিত, আপনার

---

[১১১] ইয়াদুল্লাহ সামারে, *আযফা*, ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৯৫, বাংলা অনুবাদের ভূমিকা।

[১১২] মুহাম্মদ আব্দুল হাই নদভী, *শানে হাবীবে ইলাহ* : শাহ আব্দুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম-২০০২, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

দয়ার প্রত্যাশী আমি কাঙ্গাল, ইয়া রসূলাল্লাহ!"

আরেকটি না'তের কলি-

و صل الله علی نور کزو شد نور ها پیدا

زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا

'ওয়া সাল্লাল্লাহ্ 'আলা নূরিন কেয্ শুদ নূরহা-পেয়দা

যামীন আয্ হুব্বে উ সাকিন ফালাক দার ইশকে উ শেয়দা।'[১১৩]

"আল্লাহর রহমত অবারিত হোক সেই নূরের উপর

যাঁর নূর থেকে পয়দা সৃষ্টির অগণিত নূর।

পৃথিবী তাঁর ভালবাসায় আপ্লুত স্থিত,

আকাশ তাঁর প্রেমে উন্মাতাল ঘূর্ণনরত।"[১১৪]

এই না'তটির পূর্ণ বিবরণ এ অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্ট-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

অপূর্ব সুর-ঝংকার সমৃদ্ধ আরেকটি না'ত

گل از رخت آموخته نازک بدنی را، بدنی را، بدنی را

بلبل زتو آموخته شیرین سخنی را، سخنی را، سخنی را

'গুল আয রূখাত আ'মুখতে নাযুক বাদানী রা, বাদানী রা, বাদানী রা,

বুলবুল যে তূ আ'মূখতে শীরীন সুখানী রা, সুখানী রা, সুখানী রা।'

" ফুল তোমার চেহারা থেকে পেয়েছে কোমলতা, দেহের কমনীয়তা

তোমার কণ্ঠ হতে পেয়েছে বুলবুলি কণ্ঠের মোহিনী মাধুরী সুরেলা।"

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জামীর এই না'ত অবলম্বনেই মধুর কণ্ঠে গেয়েছেন সেই বিখ্যাত না'ত-

মুহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে...।[১১৫]

কবিতার মত গদ্যেও জামী রাসূল (স.) প্রশস্তির এক অনবদ্য মহাকাব্য রচনা করেছেন। তাঁর এই অমর গ্রন্থের নাম 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত'-(নবুয়াতের প্রমাণপঞ্জি)। এখানে জামীর কবিতা ও গদ্য রচনা হতে তাঁর রাসূল (স.) প্রশস্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য পেশ করা হলো।

সৃষ্টির মূল নবীজি (স.)

মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র) তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় যে বিষয়টির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো, হাদীসে কুদসী হিসেবে প্রসিদ্ধ একটি ভাষ্য : لو لاک لما خلقت الافلاک 'হে নবী! যদি আপনাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না হত তাহলে এই সৃষ্টিজগৎ আমি সৃষ্টি করতাম না।' এই অর্থে জামীর ভাষায় নবীজি

---

[১১৩] মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ হাই নদভী, *শানে হাবীবে ইলাহ* : বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম, ২০০২,পৃ. ৩৫।

[১১৪] উল্লেখিত না'তসমূহ এখনো আমাদের ধর্মীয় মাহফিলগুলোতে সুরেলা দরাযকণ্ঠে গাওয়া হয়।

[১১৫] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, ৪র্থ খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪,পৃ-৪৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

(স.) হলেন : 'শাহে লাও লাক'। [১১৬] নবীজি (স.) মানব কুলের হেদায়াতকারী ও সহায়তাকারী হিসেবে গোটা সৃষ্টির পথ প্রদর্শক-'কায়েদুল খালক'।[১১৭]

قايد الخلق بالهدى و العون شاه لو لاک ما خلقت الكون

نقد يثرب سلالة بطحا امى لوح خوان ما اوحى

নিরক্ষতার মাহাত্ম্য

জামী (র) নবীজিকে (স.) উম্মী নবী বা নিরক্ষর পয়গাম্বর হিসেবে অতি-মানবীয় গুণাবলীর আধার রূপে দেখেছেন। জামীর ভাষায় নবীজি (স.) উম্মী ছিলেন বটে, কিন্তু 'মা আওহা' বা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত ওহীর ভান্ডার ধারণ করার অলৌকিক ফলক ছিল হযরতের (স.) হৃদয়। আল্লাহর সন্নিধানে সংরক্ষিত উম্মুল কিতাবের ফয়েয ও জ্ঞানরশ্মীতে উদ্ভাসিত ছিলেন তিনি। স্বয়ং আল্লাহ্ই উম্মী বা নিরক্ষর অভিধায় নবীজির (স.) প্রশংসা করেছেন।[১১৮] তিনি হাতে কলম ধারণ করেন নি বা লেখার স্লেট হাতে নেন নি বটে; কিন্তু আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত ফলক ও কলম ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। যিনি কলম সদৃশ অঙ্গুলীর ইশারায় চাঁদ দু'টুকরা করেন।[১১৯]কাজেই তিনি যদি কলম দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ নাও করেন তাতে দোষের কি আছে?[১২০]

فيض ام الكتاب پروردش لقب امى خداى از ان كردش

قلم و لوح بودش اندر مشت زان نفرسودش از قلم انگشت

তাঁর অবয়বে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ প্রতিবিম্বিত

জামী (র) প্রেম ও ভালবাসার দৃষ্টিতে রাসূলে পাক (স.)-কে যখন দেখেছেন তখন তাঁর মধ্যে কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতের প্রতিবিম্ব ও প্রতিফলন দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। তাঁর কবি মানসে কুরআনের সূচনা হয়েছে মুহাম্মদ (স.)-এর নাম দিয়ে। যেমন প্রথম সূরা ফাতেহার

---

[১১৬] হাদীসটির ভাষ্য 'লাউ লা-কা লমা খালাকতুল আফলাক।' হাদীসটি হাদীসে কুদসী হিসেবে প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত। অবশ্য হাদীসবেত্তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে জাল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর কাছে সামগ্রিকভাবে বরণীয় মনীষিদের রচনায় এই হাদীসের বারবার উদ্ধৃতি ও উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে, এটি হাদীস হিসাবে পুরোপুরি নির্ভারযোগ্য। বিশেষ করে সুফী ভাবধারার প্রায় সকল মনীষি একে হাদীস হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁদের চিন্তা ও কবিতার মূলধন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। দ্র. শেখ সাদী, *বূস্তান*, জাভিদান প্রকাশনী, তেহরান, ইরান-১৯৮৭, পৃ. ৫৩/ মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী, *মসনবী শরীফ*, বয়েত ২/৭৯৩, ৫/২৭৪১, ৬/১৬৭১, ২৮৯৭।

[১১৭] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *সিলসিলাতুয্ যাহাব*, সা'দী, তেহরান , ইরান- ১৯৮৭, পৃ. ৯-১০।

[১১৮] আল কুরআন, ৭ : ১৫৭।

[১১৯] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।

[১২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

সূচনা হয়েছে আলহামদু দিয়ে। তার পরের সূরার সূচনা হয়েছে আলিফ লাম মীম এর সাহায্যে। জামী বলতে চান যে, এর মর্মার্থ হচ্ছে আলিফ লামকে মীম দ্বারা বদল করা। কাজেই আলহামদু এর আলিফ লাম বা 'আল'কে মীম দ্বারা বদল করলে তা হয়ে যায় মুহাম্মদ। এই মুহাম্মদই কুরআনের সারমর্ম। সৃষ্টিজগতের সকল রহস্যের আধার। তাঁর প্রাণ হচ্ছে ইলম ও একীন, জ্ঞান ও প্রত্যয়ের ভান্ডার। এ কারণেই হযরত আয়েশা (র.) বলেছেন যে, তাঁর চরিত্র-সুষমা ছিল হুবহু কুরআন। 'কুম ফা আনযির' (আল কুরআন ৭৪:২)[১২১]-হচ্ছে তাঁর সুন্দর গড়নের রহস্য। ফাসতাকিম[১২২]- তাঁর অবিচলতার প্রতীক। তাঁর চেহারার দীপ্তিতে ওয়াদ্দোহা[১২৩]- দেদিপ্যমান। তাঁর হৃদয়ের প্রসারতায়- আলাম নাশরাহ[১২৪] এর রহস্যগাথা বিবৃত। মা যাগা[১২৫]-র সুরমায় তাঁর চক্ষু সৌন্দর্যমন্ডিত। আর ওয়ামা তাগা-[১২৬] এর প্রখরতা তাঁর দৃষ্টির মাঝে দেদিপ্যমান। পরিশেষে তিনি শত সহস্র সালাম ও দরুদ নিবেদন করেছেন রাসূলে পাক (স.) -এর পবিত্র চরণতলে।[১২৭]

بود هم بحر مکرمت هم کان گوهرش کان خلقه القرآن

کحل ما زاغ سرمهٔ بصرش ما طغی وصف پاکی نظرش

وعلی آله و اصحابه وارثی علمه و ادابه

নবীজির (স.) পায়ের ধুলোকে চোখের সুরমা করার আকুতি

'সিলসিলাতুয যাহাব' শীর্ষক কাব্য গ্রন্থে আল্লাহ তাআলার হামদের পর একটি দীর্ঘ না'তে জামী (র)-র প্রাণের আর্তি আকুতি ফুটে ওঠেছে মদীনার ধুলোবালিতে গড়াগড়ি যাবার জন্যে। নবীজির (স.) পায়ের পাদুকার ধুলি যেন জামীর চোখের সুমরায় পরিণত হয়। তাঁর জন্য জামীর ব্যাকুলতা কোনো সীমারেখা মানে না। জামীর ভাষায় 'আমার প্রাণ ও চোখ দু'টি আপনার পাদুকার ধুলায় ধুসরিত হোক।' আমার হৃদপিন্ডের সাথে যুক্ত রগগুলো হোক আপনার পাদুকার ফিতা। জামী বলেন ঃ হে প্রিয় রাসূল (স.)! আপনি যেদিকেই পদচারণা করেন বসন্ত বায়ুর মতো সেখান থেকে মেশক আম্বরের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। নবীজির (স.) রওযার আঙ্গিনা মনে হয় কা'বার মত। পাপমুক্তি ও হৃদয়ের সূচিতার হেরেম মদীনার রওযার মাটি। নবীজির (স.) কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান সত্যিকার অর্থেই বেহেশতের টুকরা। প্রেমের অতিশয্যে জামী অস্থির বেকারার। রওযার সম্মুখে তিনি আত্মহারা আর্তনাদ করেন : আপনার খেদমতে সালাম জানাতে

---

[১২১] আল কুরআন , ৭৪ : ২।
[১২২] প্রাগুক্ত, ৪২ :১৫।
[১২৩] প্রাগুক্ত, ৯৩ : ১।
[১২৪] প্রাগুক্ত, ৯৪ : ১।
[১২৫] প্রাগুক্ত, ৫৩ : ১৭।
[১২৬] প্রাগুক্ত, ৫৩ : ১৭।

[১২৭] মাওলানা আব্দুর রহমান জামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এসেছি। দয়া করে আমার সালামের জবাব দিন। ভগ্ন, দুঃখ-ভারাক্রান্ত আমার তাপিত হৃদয়ে শান্তির বারি বর্ষণ করুন। ইয়ামেনী চাদর গায়ে আপনি শুয়ে আছেন। দয়া করে কোমল হাতখানা বের করে দিন। যেন এই আত্মহারা পরম শান্তি লাভ করতে পারে। আপনি আমার কান্না শুনুন। মুখের কোনে একটু হাসুন। একটু কথা বলুন। আপনার গলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারা আমার জন্য সৌভাগ্য। কারণ, আপনার পায়ের ধুলি নিয়ে আরশও হয়েছে ধন্য। আমি গোনাহগার হলেও আপনার উম্মত। এই দাবী, এই আবদার নিয়ে আমি আপনার পদধুলি পেতে চাই। ৪২টি শ্লোকের এই দীর্ঘ না'তটি নিঃসন্দেহে জামীর রাসূল (স.) প্রেমের অনবদ্য ব্যঞ্জনা। না'তটির শিরোনাম 'দার খেতাবে যামীন বূসে হাযরাতী কে নাকশে খাতমে নাবুওয়াতাশ[১২৮]

در خطاب زمین بوس حضرتی که نقش خاتم نبوتش خاتم النبیین است و طراز خلعت رسالتش سید المرسلین علیه من الصلوات ازکاها و من التحیات انماها

নবীজির (স.) শ্রেষ্ঠত্ব

আমাদের প্রিয়নবী (স.) সকল নবী রাসূলের (আ.) শিরোমণি– এ বিষয়ে জামীর বহু কবিতায় ইঙ্গিত ও বর্ণনা রয়েছে। 'সিলসিলাতুয যাহাব' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনায়ও জামী বিষয়টি খুব সংক্ষেপে অথচ সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। জামীর ভাষায় আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, কেউ কেউ অন্য কারো তুলনায় অধিক উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ হবেন। সেই সূত্রে আমাদের নবী আহমদ আরবী (স.) সকল নবী রসূলগণের শিরোমণি। সকল নবীদের মাঝে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সবগুলো একত্রিত করলেও আমাদের প্রিয় নবীর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমান হবে না। অন্যান্য নবীদেরকে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় ও জাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু একমাত্র আমাদের নবীই সকল মানব গোষ্ঠীর কাছে প্রেরিত হয়েছেন।[১২৯]

هست بر مقتضای فضل ازل　　بعضی از بعضی افضل و اکمل
آن فضایل که انبیا را بود　　و آن شمایل که اصفیا را بود
گر شود جمله مجتمع باهم　　همه باشد ز فضل احمد کم.

তিনি সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ

জামীর মতে প্রিয় নবীজি (স.) একইভাবে সর্বশেষ নবী ও রাসূল । তাঁর মতে তিনি সমগ্র, অন্যরা তাঁর অংশ। তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না। এমন কি শেষ যমানায় যখন ঈসা (আ.) আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবেন তখন তিনি যদিও আগে নবী ছিলেন, কিন্তু অবতরণের

---

[১২৮] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০,১১,১২।
[১২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

পর নবীজির (স.) শরীয়তের অনুগামী ও অনুসারী হবেন। ঈসা (আ.) মানুষকে যখন আল্লাহর পথে আহ্বান করবেন তখন শেষ নবীর (স.) দ্বীন ও আদর্শের দিকেই আহ্বান করবেন।[১৩০]

خاتم الانبياء والرسل است دیگران همچو جزء و او چوکل است
چو در آخر زمان بقول رسول کند از آسمان مسیح نزول
پی رو دین و شرع او باشد تابع اصل و فرع او باشد

নবীজির (স.) মি'রাজ প্রসঙ্গ

নবীজির মি'রাজ সকল সূফী-কবিদের অভিন্ন বিষয়বস্তু। মাওলানা আব্দুর রহমান জামীও মে'রাজের প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেছেন মনের মাধুরি মিশিয়ে। 'সিলসিলাতুয যাহাব' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনাতে এ সম্পর্কিত একটি কবিতার শিরোনাম 'ইশারাতুন ইলা মি'রাজিহী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' এতে মি'রাজ এর ধারাভাষ্যটি খুব সাদামাটা ভাষায় এভাবে ফুটে উঠেছে।

এক রাতে আল্লাহ নবীজিকে(স.) নিয়ে যান। বাতহা (মক্কা)-র মাটিতে তিনি জাগ্রত হন। নিয়ে যাওয়া হয় মসজিদুল আকসায় (ফিলিস্তিনে)। তাঁর বাহন ছিল বিদ্যুৎ গতির বোরাক। সেখান থেকে একেক করে সাত আসমান পাড়ি দেন। যাবার পথে আগেকার সকল নবীদের (আ.) সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি বেহেশত পরিদর্শন করেন। দোযখও দেখেন। উভয়ের বাসিন্দাদের পরিদর্শন করেন। সাত আসমান পাড়ি দেয়ার পর সফরসঙ্গী ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ.) সিদরাতুল মুন্তাহায় থেমে যান। সেখান থেকে নবীজি (স.) একাকী রওয়ানা হন। রফরফ তাঁর নতুন বাহন। আরো উর্ধ্বে আরো সম্মানিত এক আকর্ষণীয় স্থানে। সেই স্থান (মাকান) আসলে 'লা মাকান'। আল্লাহ ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নাই সেই অগম্যলোকে। সেখানে তিনি দেখেন যা দেখবার ছিল এবং শুনেন যা শুনবার ছিল। সেই অলৌকিক সফর শেষে পুণরায় ফিরে আসেন পৃথিবীতে আপন আবাসে। দেখেন যে, তাঁর বিছানার উষ্ণতা তখনও অক্ষত আছে।[১৩১]

برد بیدار حق شب از بطحا
بتن او را بمسجد اقصی
دیدنیها بدید آنچه بدید
وآنچه بود از شنیدنی بشنید
روی از آنجا بجای خویش آورد
خوابگاهش هنوز ناشده سرد

---

[১৩০] মাওলানা আব্দুর রহমান জামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।
[১৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

নবীজির (স.) বিভিন্ন মু'জেযা প্রসঙ্গে

রাসূলে পাক (স.)-এর প্রশংসায় রচিত মাওলানা জামীর গযলসমূহের বিষয়বস্তুর প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে নবীজির (স.) মু'জেযা বা অলৌকিক ঘটনাসমূহের ইঙ্গিতমূলক আলোচনা। তিনি তাঁর 'তোহফাতুল আহরার' কাব্যের শুরুতে একটি না'তে হযরতের (স.) প্রায় সবগুলো অলৌকিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ২৭ নং শ্লোকের গযলটির শিরোনাম :

بعضی معجزات وی که از حد و عد متجاوزست و نطاق نطق از احاطه بأن عاجز صلی الله علیه و سلم

'হযরতের (স.) কতিপয় মু'জেযা; যেগুলো সীমা-সংখ্যাহীন এবং বাক্যের বাঁধনে আবদ্ধ করা অসম্ভব, সেগুলো সম্পর্কিত না'ত।'[১৩২]

জামী রাসূলে পাক (স.)- কে সম্বোধন করে বলেন যে, আপনার আঙ্গুল ইশারায় চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, চাঁদ আপনার আজ্ঞাবহ।

আপনার নবুয়তের প্রাসাদ বুলন্দ হবার সাথে সাথে কিসরা বা পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের রাজ প্রাসাদে ফাটল সৃষ্টি হয়। আপনার চলার পথে মেঘখণ্ড ছাতা হয়ে আপনার ওপর ছায়া বিস্তার করে।

মাটির ওপরে কেউ কোনো দিন আপনার ছায়া দেখেনি। কারণ আপনার দেহসত্তা ছিল নূর-জ্যোতির্ময়। কাজেই সূর্যের আলো আপনার কাছে এসে নিস্প্রভ হয়ে যায়।

মাওলানা জামী আরো বলেন, আপনার চোখ দু'টি সামনে ছিল; কিন্তু সামনে পেছনে সব সমান দেখতেন আপনি। আসলে গোটা জগতই যেন আপনার সম্মুখবর্তী ছিল। আপনি প্রাণসত্তা। তাই কোনো কিছুই আপনার দৃষ্টির আড়ালে নয়।

শুষ্ক কঠিন পাথর আপনার হাতের মুঠোয় কথা বলে। তাতে কঠিন হৃদয় কাফেররা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়। আপনার হাতের আঙ্গুল হতে ঝর্ণার মত পানি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। হাজারো ক্ষুধার্ত তৃষিত মানুষ সে পানি পিয়ে তৃপ্ত হয়।

খেজুর বৃক্ষ মাটির সাথে প্রোথিত শক্ত নিথর। অথচ আপনার ইশারার আদেশ পেয়ে সে বৃক্ষ চলে আসে সচল হয়ে। আপনি যেখানে যেতে বলেন সেখানেই যায়, যেখানে থামতে বলেন সেখানে থেমে যায়।

জামী হিজরতের সময় রসূলুল্লাহ (স.) পথিমধ্যে গারে সৌরে (সৌর গুহা) আশ্রয় নিলে পরক্ষণে সেই গুহার মুখে মাকড়শা জাল বোনা এবং কবুতর এসে পাশে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ার অলৌকিক ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন। তারপরে জনৈক ইহুদী মহিলা খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করলে

---

[১৩২] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *তোহফাতুল আহরার*, প্রকাশনায় সা'দী, তেহরান, ইরান- ১৯৮৭ , পৃ. ৩৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

গলধঃকরণ করার পূর্বক্ষণে ভুনা বকরীর গোশতের 'আমার সাথে বিষ মিশ্রিত, আমাকে খাবেন না হযরত' বলে আর্তনাদকেও হযরতের শ্রেষ্ঠ মু'জেযা বলে উল্লেখ করেন।

সবশেষে হিজরতে রওনা হবার সময় আর বদর যুদ্ধের রণাঙ্গণে কাফেরদের দিকে বালি নিক্ষেপ করার যে ঘটনা কুরআন মজীদে বর্ণিত[১৩৩] তার উল্লেখ করে নবীজির (স.) করুণাসিক্ত পরশ পাওয়ার আর্তি পেশ করেন।[১৩৪]

ای زتو شق شقهٔ ماه منیر

پیش تو مهر آمده فرمان پذیر

چتر فرازندهٔ فرقت سحاب

سایه نشین چتر ترا آفتاب

نخل که بودش بزمین سخت پای

جست بفرمودهٔ امرت زجای

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফায়াত লাভের জন্য প্রাণকাড়া আকুতি

মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র)-এর 'হাফত আওরাঙ্গ' কাব্য সমগ্রের অন্যতম কাব্যগ্রন্থের নাম 'ইউসুফ যুলাইখা' (হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি যুলাইখার প্রেম আলেখ্য)। এই কাহিনীর অন্তরালে জামী মূলতঃ আল্লাহর প্রেমের মাধুরী বিলিয়েছেন। কাব্যগ্রন্থের সূচনায় আল্লাহর প্রশংসা বা হামদের পর তিনটি সুদীর্ঘ দ্বিপদী কবিতা রচনা করেছেন নবীজির (স.) প্রশংসায়। প্রথম কবিতাটি রাসূলে পাকের (স.) প্রশংসায় নিবেদিত। দ্বিতীয় কবিতাটি রাসূলে আকরাম (স.)-এর মে'রাজ গমনের ঘটনাবলীর বর্ণনা সম্পর্কিত। আর তৃতীয় কবিতাটি হযরতের শাফায়াত লাভ ও মদীনায় রওযায় হাযির হয়ে সালামের জবাব পাবার হৃদয়কাড়া আকুতি সম্পর্কিত। এই কবিতাকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা আমাদের ধর্মীয় মহলে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন কোনো গ্রন্থসূত্রে ঘটনাটির অকাট্যতা প্রমাণিত না হলেও সুফীয়ায়ে কেরাম ও আলেমদের মহলে এ ঘটনার মৌখিক বর্ণনা পরম্পরা সন্দেহাতীত। উপমহাদেশে ঘটনাটির খ্যাতির পেছনে একটি তথ্যসূত্র পাওয়া যায় । সেই সূত্র থেকে থেকে ঘটনাটি উল্লেখ করা হলো। ঘটনার মাহাত্ম্য ও মহিমার কারণে পরিশিষ্টে-১ এই কবিতাটি উচ্চারণ ও অনুবাদসহ পেশ করা হলো। কবিতাটির শিনোনাম 'লেবাসে জারাআত পূশীদান.....

لباس ضراعت پوشیدن و در اقتباس نور شفاعت کوشیدن

'জীর্ণশীর্ণ পোষক পরিধান এবং শাফায়াতের নূর চয়ন করার চেষ্টা।'[১৩৫]

---

[১৩৩] আল কুরআন, ৮ : ১৭।

[১৩৪] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *তোহফাতুল আহরার*, প্রকাশনায় সা'দী, তেহরান, ইরান- ১৯৮৭, পৃ. ৩৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনায় যেতে মওলানা জামীর বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং উল্লেখিত না'তটির অতুলনীয় মহিমা সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র.) রচিত দরুদ শরীফের ফযীলত ও মাহাত্ম্য-শীর্ষক গ্রন্থে। মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম অনূদিত গ্রন্থটির প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। তাতে ঘটনাটির বর্ণনা এরূপ: মাওলানা জামী (র.) এই না'ত রচনা করার পর যখন হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন, তখন তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, রওযায়ে পাকের নিকট দন্ডায়মান হয়ে এই কবিতা পাঠ করা। হজ্জের পর যখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় গমনের ইচ্ছা করেন, ঠিক সেই সময় মক্কার শাসক স্বপ্নে দেখলেন প্রিয় নবীকে (স.)। হযরত (স.) স্বপ্নেই তাঁকে নির্দেশ দিলেন : 'জামীকে মদীনায় আসতে দিওনা'। সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি হল এবং তাঁকে মদীনায় যেতে বারণ করা হলো। কিন্তু মাওলানা জামীর আগ্রহ ছিল অসীম। তাই তিনি গোপনে মদীনার পথে পাড়ি জমালেন। তখন মক্কার আমীর প্রিয় নবীকে (স.) পুণরায় স্বপ্ন দেখলেন । রাসূল (স.) পুণরায় জানালেন: 'সে আসছে। তাঁকে আসতে দিও না।' মক্কার আমীর তখন জামীকে পথ থেকে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্দী করে রাখলেন। তাঁর সাথে কঠোর ব্যবহার করা হলো। তখন পুনরায় মক্কার আমীর স্বপ্নে প্রিয়নবী (স.)-এর সাক্ষাত লাভ করলে তিনি ইরশাদ করলেন : 'জামী কোনো অপরাধী ব্যক্তি নয়। বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, সে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছে; যা এখানে এসে পাঠ করতে চায়। সে যদি তা করে, তবে (তাঁর সাথে) করমর্দনের জন্য আমার হাত বের করে দিতে হবে। পরিণাম হবে ফিতনা। শুধু এই জন্যই তাঁকে বারণ করা। এই স্বপ্নের পর মাওলানা জামীকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়।

মাওলানা যাকারিয়া (র.) আরো লিখেছেন যে, এই ঘটনা শ্রবণ বা স্মরণে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তা কোন কিতাবে রয়েছে তা খুঁজে দেখার মতো অবস্থা বর্তমানে আমার নেই। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিশক্তির অভাব প্রকট, দুর্বলতা অত্যন্ত বেশী। তাই পাঠকদের খেদমতে নিবেদন, যদি আপনারা আমার জীবদ্দশায় কোনো গ্রন্থে এই ঘটনা দেখতে পান তবে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর আমার মৃত্যু হয়ে গেলে এই গ্রন্থের টীকায় তা লিপিবদ্ধ করে দেবেন। আমি কৃতজ্ঞ থাকব।[১৩৬] কবিতাটি পূর্ণাঙ্গ আকারে এই অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে (নং ১) উল্লেখ করা হলো।

---

[১৩৫] মাওলানা আব্দুর রহমান জামী, *ইউসুফ যুলাইখা*, সা'দী, তেহরান, ইরান-১৯৮৭, পৃ. ৫৮৬-৫৮৮।

[১৩৬] শায়খুল ইসলাম মাওলানা যাকারিয়া, *দরুদ শরীফের ফযীলত ও মহাত্ম*, মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম অনূদিত, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

জামীর (র.) গদ্য সাহিত্যে রাসূল (স.)-এর প্রশংসা

Dhaka University Institutional Repository

জামীর (র.) গদ্য সাহিত্যে রাসূল (স.)-এর প্রশংসা

শাওয়াহেদুন নবুওয়াত রচনা

ফার্সী ভাষায় মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রাসূলে পাক (স.)-এর শানে যেসব না'ত রচনা করেছেন তার আবেদন যেমন কালজয়ী, তেমনি প্রতিটি গযলের সূর-ছন্দ ও লালিত্য হৃদয়হারী। এসব না'তের অর্থ না বুঝলেও এখনো তার সুর লহরী শুনে ভক্ত হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে প্রেমের টানে। জামী (র.) সেই প্রেম ও প্রাণ নিয়ে গদ্যে রচনা করেছেন একটি গ্রন্থ। নাম - 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত'- 'নবুয়াতের সাক্ষ্য প্রমাণপঞ্জি'। শিরোনাম থেকে যেমনটি প্রতীয়মান হয়, বইটি প্রধানত হযরতের (স.) জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী-নির্ভর। একটি ভূমিকা, সাতটি অধ্যায় ও পরিশিষ্ট দিয়ে সাজানো বইটির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

ভূমিকা : নবী ও রাসূলের অর্থ বর্ণনা

প্রথম অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ (স.) এর জন্মের পূর্বে প্রকাশিত নবুওয়াতের প্রমাণাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : জন্মের পর নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত প্রকাশিত নিদর্শনাবলী।

তৃতীয় অধ্যায় : নবুওয়াত প্রাপ্তি হতে হিজরত পর্যন্ত প্রকাশিত নিদর্শনাবলী।

চতুর্থ অধ্যায় : হিজরত থেকে ওফাত পর্যন্ত ঘটনাবলী।

পঞ্চম অধ্যায় : সেসব অবস্থা ও ঘটনা প্রসঙ্গে, যেগুলোর বিশেষ সময়কাল জানা যায় নি।

ষষ্ঠ অধ্যায় : সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত (স.) এর আহলে বাইত থেকে প্রকাশিত ঘটনাবলী।

সপ্তম অধ্যায় : তাবেয়ীন, তাবে' তাবেয়ীন ও সুফী বুযুর্গগণ হতে প্রকাশিত ঘটনাবলী।

পরিশিষ্ট : ইসলামের শত্রুদের শাস্তি বর্ণনা।

উল্লেখিত অধ্যায়সমূহের শিরোনাম থেকেই জামীর (র.) রাসূল (স.)-এর প্রশংসার স্বরূপ ভেসে ওঠে। সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়ত, তাবেয়ীন, তাবে' তাবেয়ীন ও সুফী-বুযুর্গগণ হতে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলীও মূলত হযরত (স.)-এর বদৌলতেই সংঘটিত হয়েছে। নবুয়াতের ফুয়ুযাতলব্ধ বিধায় মূলত এগুলোও হযরতের (স.) নিজস্ব গুণ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। কথায় বলে ফলেই গাছের পরিচয়। উপযুক্ত ছাত্রই ওস্তাদের জ্ঞান গরিমার জীবন্ত সাক্ষী। কাজেই উম্মতের পরবর্তী গুণিজনদের গুণগরিমাও হযরতের (স.) জীবনের বৈশিষ্ট্য ও গুণরাজির মধ্যে শামিল। এই দৃষ্টিকোণ হতে শাওয়াহেদুন নবুয়াতকে একটি ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবেও গণ্য করা যায়। যেখানে ইসলামের প্রথম দুই শতকের অলৌকিকতা-নির্ভর ঘটনাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তবে জামী এই গ্রন্থে রাসূলে খোদাকে (স.) ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেন নি; বরং অলৌকিক ঘটন'গুলোকেই তুলে ধরেছেন এবং হযরত (স.) যে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সেতুবন্ধ রচনার অতি- মানবীয় সত্তা, সে দিকটিকে বড় করে দেখিয়েছেন।

জামী তাঁর এই গ্রন্থে সনদ বা বর্ণনাসূত্র উল্লেখ করেননি। তবে তিনি বর্ণনাগুলোকে নিয়েছেন প্রসিদ্ধ হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থ হতে। যেমন বুখারী ও মুসলিম, মুস্তাগফেরী রচিত 'দালায়েলুন নবুয়াত', বায়হাকী রচিত 'দালায়েলুন নবুয়াত', যামাখশারী রচিত 'সিলসিলা', ইবনে জাওযী রচিত 'সাফওয়াতুস সাফওয়া', ইবনে শহরাশূব মাযান্দারানী রচিত 'মানাকেবে আলে আবী তালিব'। যেমন খসরু পারভেয এর কাছে লেখা নবী করীম (স.) এর পত্র এবং নবী করীমকে (স.) হাযির করার নির্দেশ সম্বলিত ইয়েমেনের বাদশাহ বাযান (বা বাযাম)-কে লেখা খসরু পারভেযের নির্দেশনামা ইবনে আসীর এর 'আল-কামিল ফিত্ তারীখ' ও 'তারীখে তাবারী' হতে নিয়েছেন। অন্যান্য যেসব সূত্র হতে জামী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন, তন্মধ্যে রয়েছে ইবনে সাআদ কাতেব ওয়াকেদীর 'আত্ তাবাকাতুল কুবরা', আবূ নাঈম ইসফাহানীর 'হুলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া', ইবনে আসীর এর 'উসদুল গাবা', ইবনে হিশামের 'আস সিরাতুন নববিয়া', আহমদ ইবনে দাউদ দীনাওয়ারীর 'আখবারুত্ তিওয়াল', ইবনে ওয়াদেহ প্রণীত 'তারীখে ইয়াকূবী' প্রভৃতি। ছোট ছোট বাক্যে ফার্সীতে সাবলীল ভাষা ও ভাবধারায় রচিত এই গ্রন্থটি ফার্সী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

নবীজি (স.) উলুল আ'যম রাসূল

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নবী রাসূলদের (আ.) মাঝে শ্রেষ্ঠ ও সবার শিরোমণি। এক কথায়- 'উলুল আ'যম রাসূল' - (অতীব উচ্চ সংকল্পধারী রাসূল)। মওলানা জামী (র) এই অভিধাটির ব্যখ্যা দিয়েছেন 'শাওয়াহেদুন নবুওয়াতের' সূচনা লগ্নে ভূমিকায়। মুহিউদ্দীন আরবী রচিত ফতুহাতে মক্কিয়ার চতুর্দশ অধ্যায়ের বরাতে নবী ও রাসূলের অর্থ সম্পর্কিত এ ব্যাখ্যাটি হৃদয়গ্রাহী ও প্রণিধানযোগ্য।

'ফতুহাতে মক্কীয়া'র বর্ণনা মতে নবী তিনি, যাঁকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে শরীয়ত প্রদান করা হয়। এই শরীয়তের অনুসরণ স্বয়ং তার জন্যও অপরিহার্য হয়ে থাকে। যদি তিনি শরীয়াসহ অন্য লোকদের প্রতি প্রেরিত হন তবে তাঁকে বলা হয় রাসূল। 'উলুল আযম' (উচ্চ সংকল্প ও ক্ষমতাশালী) রাসূল তিনি, যিনি রেসালাত প্রচারের পর ঈমান আনতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হন। কেননা, নিছক নবুয়াত ও রেসালাতে জিহাদ ও যুদ্ধ করা শর্ত নয়।[১৩৭]

---

[১৩৭] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ.৮১।

Dhaka University Institutional Repository

و اولوا العزم آنان اند که بعد از تبلیغ رسالت، مأمورند به قتال و جهاد. آنان که ایمان نیاوردند، با ایشان قتال و جهاد کنند.به خلاف نبوت و رسالت که در آن این شرط نیست.

মওলানা জামী (র.) এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের শুরুতে নিছক তাবলীগ ও দীন প্রচারের দায়িত্ব ও পরবর্তীকালে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও লড়াইয়ের জন্য আদিষ্ট হওয়ার বিধানসমূহ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন। বস্তুত আমাদের প্রিয়নবী (স.) ছিলেন 'উলুল আযম রাসূল'- যিনি নবুয়াত ও রেসালাতের দায়িত্বের একই সঙ্গে অবাধ্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও পরিচালনা করেন।[১৩৮]

নবীজি (স.) সর্বশেষ নবী

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাইয়েদুল মুরসালীন। নবী রাসূলগণের সর্দার। মওলানা জামী (র.) একথাও ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি 'খাতামুন্নাবীয়ীন' (সর্বশেষ নবী)। তিনি জ্বিন - ইনসান সকল সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর দ্বীনের আত্মপ্রকাশের কারণে জগতের সকল দ্বীন ও ধর্মমত মানসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে। হুযুর (স.) এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হবার সাথে সাথে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের বিধি-বিধান মানসূখ হয়ে গেছে। তাঁর নবুয়াত ও রেসালাতের পূর্ণতাই নবুয়াত ও রিসালাতের দরজায় এই সিলসিলা খতম হওয়ার সীল লাগিয়ে দিয়েছে। তাঁর নবুয়াতের দুয়ার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন হুযুর (স.) এর দাওয়াত ছাড়া সকল দাওয়াত ও আহকাম প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে। যে কেউ তাঁর অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং তাঁর শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলা অপরিহার্য ও ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করবে না', সে শয়তান, আল্লাহর দুশমন।-সে যিন্দিক ও কাফেরদের মধ্যে গণ্য হবে।[১৩৯]

..و جمله دعدتها مردود الا دعوت وی . هرکه از طریق متابعت او روی بگرداند و احکام شریعت وی را بر خود واجب و لازم نداند وی شیطان و عدوی رحمان بود و از جمله زنادقه و ملاحده.

নবীজিই (স.) সৃষ্টির মূল

মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.) তাঁর গযল, কাব্য ও অন্যান্য রচনায় অপরাপর সুফী সাধকদের মতো যে সত্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন তা হলো নবীজিই (স.) হলেন সৃষ্টির আদি ও মূল। অর্থাৎ, জগৎ সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম মুহাম্মদ মুস্তাফা (স.) এর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। পরে সেই নূরের ঝলক হতে সকল মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে মওলানা জামী (র.) বলেন :

---

[১৩৮] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ৮১।
[১৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

و پیغمبر ما – صلی الله علیه و آله وسلم- در عالم شهادت اگرچه آخرین پیامبران بود اما در عالم غیب اولین ایشان است کما قال علیه السلام

'আমাদের পয়গাম্বর (স.) যদিও দৃশ্যমান জগতে শেষ সময়ের পয়গাম্বর; কিন্তু অদৃশ্য জগতে তিনি সকলের প্রথম ছিলেন। তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন

"کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین"

'আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম পানি ও মাটির আকারে ছিলেন (অর্থাৎ সৃষ্টি হন নি)।'

এই হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, প্রবল প্রতাপান্বিত সৃষ্টিকর্তা আদিকালে আপন শানে একাই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। এরপর যে আকৃতি অস্তিত্ব লাভ করে তাকে বলা হয় 'তাআইয়ূনে আউওয়াল' প্রথম রূপায়ন অথবা হাকীকতে মুহাম্মদী (স.)। অস্তিত্ব জগতের সকল হাকিকত এই এক হাকিকাতেরই অংশ ও বিকশিত রূপ। রূহের স্তরে এই হাকিকতকে বলা হবে অভিন্ন জওহার।

রাসূলে করীম (স.) কখনো এর জন্য আকল (প্রজ্ঞা) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কখনো বলেছেন যে, এর অর্থ কলম। কখনো একে রূহ বলে ব্যক্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

اول ما خلق الله العقل

'আউওয়ালু মা খালাকাল্লাহু আল আকলা'

আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আকল (প্রজ্ঞা)।

اول ما خلق الله القلم

'আউওয়ালু মা খালাকাল্লাহু আল কালামা'

আল্লাহ প্রথমে যা সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে কলম।

اول ما خلق الله روحی او نوری

'আউওয়ালু মা খালাকাল্লাহ রূহী আউ নূরী'

আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে আমার রূহ বা আমার নূর।[১৪০]

রেসালাতের প্রদীপে আলোকিত তাওহীদই গ্রহণযোগ্য

মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.) রসূল করীম (স.) এর প্রশংসায় যেসব সুক্ষ্ম তত্ত্বকথা উপস্থাপন করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে : যে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি রেসালাতের প্রদীপে আলোকিত হবে, সেটিই প্রকৃত তাওহীদ। অন্যকথায় দুনিয়ার বাজারে আল্লাহর অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির আদলে একজন সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বনিয়ন্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু তন্মধ্যে কোন পরিচয়টি

---

[১৪০] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভুল তা নিরূপণ করতে হলে একমাত্র পথ হচ্ছে, সেই একত্ববাদ বা তাওহীদ কিংবা আল্লাহর পরিচয়কে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স.) - এর নবুয়াত ও রেসালাতের আয়নায় পরখ করে দেখতে হবে। অর্থাৎ, নবীজি (স.) আল্লাহর পরিচয় যেভাবে দিয়েছেন সেটিই সঠিক। অন্যসব বাতিল, প্রত্যাখ্যাত। মওলানা জামী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

و امر اول وقتی معتبر است که مقتبس ازمشکوة نبوت باشد که اگر به مجرد دلایل عقلی اکتفا کنند- چون فلاسفه- واز مشکوة نبوت نگیرند، مفید نجات نیست. پس سر همه دولتها و سرمایهٔ همه سعادتها اقرار و تصدیق نبوت محمد است، صلی الله علیه و آله وسلم.

'আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা রেসালাতের প্রদীপ দ্বারা আলোকিত হবে। কেননা, দার্শনিকদের মতো যদি কেবল যুক্তি-তর্ককেই যথেষ্ট মনে করা হয় এবং রেসালাত-প্রদীপের আলো একত্ববাদকে পথ প্রদর্শন না করে, তবে এটা নাজাতের জন্য উপকারী হতে পারে না। সে মতে সকল অর্জন ও ঐশ্বর্যের রহস্য এবং যাবতীয় সৌভাগ্যের পুঁজি হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার একত্ব স্বীকার ও সত্যায়ন করা। এটা ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং ঈমানের মূল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসা স্থাপন করা।[১৪১]

নবীজির (স.) চেহারা মোবারক ছিল সত্যের উদ্ভাস

নবীজির (স.) চেহারা মোবারক ছিল চতুর্দশী চন্দ্রের মতো সমুজ্জল। সত্যের সন্ধানী যে কেউ তাঁর চেহারা মোবারক দেখলে বুঝতে পারতেন যে, তিনি সত্য, সততা ও ন্যায়ের প্রতীক। তাঁর চরিত্রের সমুদয় সৌন্দর্য যেন তার চেহারায় ঠিকরে পড়ত। মওলানা জামী (র) নবীজির (স.) জীবনের এই অনন্য ও প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরেছেন কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে। তিনি বলেন: 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (র.) পূর্ববর্তী জীবনে একজন ইহুদী আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, যখন হযরত (স.) মদীনায় পদার্পণ করলেন তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি মদীনায় গেলাম। তাঁর ভুবন-মোহিনী রূপ ও সৌন্দর্য দেখেই আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, এই পবিত্র মুখমন্ডল কোনো মিথ্যা দাবিদারের হতে পারে না।'[১৪২]

আবু বাসিরাহ তায়নী (র.) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে দেখার সাথে সাথে আমার মুখ দিয়ে স্বত:স্ফুর্তভাবে উচ্চারিত হল, ইনি আল্লাহ তাআলার রাসূল (স.)।'[১৪৩]

---

[১৪১] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ.৭৬।

[১৪২] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,অনুবাদ:মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭ ,পৃ. ১০।

[১৪৩] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা জামী (র.) আরো বলেন: কুরআন মজিদের আয়াত - 'ইয়ুকাদু যায়তুহা ইউদিয়ূ ওয়া লাউ লাম তামসাসহু নার'ু "এই বিশেষ যায়তুন বৃক্ষের তেল এতো স্বচ্ছ ও উজ্জল যে, অগ্নি স্পর্শ না করলেও যেন জ্বলতে থাকে।"[১৪৪]

এই আয়াত সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম লিখেছেন যে, আল্লাহ তাআলা এতে স্বীয় মাহবুব (স.) এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। জামীর ভাষায়-

نزدیک است که منظر وی دلالت کند بر نبوت وی، اگرچه تلاوت قرآن نکند.

অর্থাৎ, হুযুরের (স.) দর্শনই নবুয়তের দলীল- যদিও তিনি কুরআন তেলাওয়াত বা কোনো বাক্যালাপ না করেন এবং চুপচাপ বসে থাকেন।[১৪৫]

নবীজি (স.) ইব্রাহীম (আ.) - এর দু'আ ও ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদের বহিঃপ্রকাশ

আমাদের প্রিয় নবীর (স.) আগমনবার্তা ঘোষণা করেন সকল নবী রাসূল আলাইহিমুস সালাম। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁদের কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন।[১৪৬]

মওলানা জামী (র) এ মর্মে একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। হযরত এরবায ইবনে সারিয়াহ (র.) এর রেওয়ায়েত অনুসারে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর কাছে আমার নাম তখন থেকে 'খাতামুন্নাবিয়ীন' (সর্বশেষ নবী) হিসেবে লিখিত ছিল, যখন আদম রূহ বিহীন মৃত্তিকা নির্মিত কায়ার অবস্থায় ছিলেন। আমি তোমাদেরকে আমার সূচনা লগ্নের কথা বলছি। আমি হযরত ইব্রাহীম (আ) এর এই দু'আর বহি:প্রকাশ।

ربّنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم آیاتک.

"পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে একজন মহান রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাঁদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন।"[১৪৭]

এরপর হযরত ঈসা (আ) আমার সম্পর্কে এই বলে সুসংবাদ দেন যে,

یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدیَ من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد.

"হে বণী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রসূল! আমি আমার সম্মুখস্থ কিতাব তওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা। যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম হবে আহমদ।[১৪৮]

و خوابی که مادر من آمنه دید که نوری از وی ساطع شد که قصر های شام بنمود.

---

[১৪৪] আল কুরআন , ২৪:৩৫।

[১৪৫] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ১০।

[১৪৬] আল কুরআন, ৩:৮১।

[১৪৭] আল কুরআন,২:১২৯।

[১৪৮] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), প্রাগুক্ত, ৬১:৬।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর আমার শ্রদ্ধেয়া জননীর স্বপ্নও আমার আগমনের সংবাদ দেয়। যাতে তিনি দেখেন যে, তাঁর মধ্যে থেকে একটি নূর চমকে উঠল, যার কারণে তার দৃষ্টির সামনে সিরিয়া অঞ্চলের সকল রাজপ্রাসাদ আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।[১০৭]

তাওরাতে প্রতিশ্রুত নবীর সাক্ষ্য প্রসঙ্গ

মহানবী (স.) যে সত্য নবী তা দুনিয়ার সকল ধর্ম ও বিজ্ঞজন স্বীকার করেছেন, করতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যতম আসমানী গ্রন্থ তাওরাতও এর ব্যতিক্রম নয়। এ প্রসঙ্গে মওলানা জামী (র) এর বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য।

তাওরাতের পঞ্চম সফর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত আছে সত্তরজন ইহুদী আলেম, কয়েকটি বাক্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন। বাক্যগুলোর তরজমা নিম্নরূপ -

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ) কে সম্বোধন করে বলেন- নিশ্চয়ই আমি বনী ইসরাঈলের জন্যে তাদের ভাইদের মধ্য থেকেই একজন নবী প্রতিষ্ঠিত করব, সে তোমার অনুরূপ হবে। অত:পর আমার কালাম ত'র মুখে জারি করব। সে তাদেরকে তাই বলবে, যা আমি আদেশ করব। সে আমার নামে যে সকল কথা বলবে, সেগুলো যে অমান্য করবে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দেব।

এ সকল বাক্য থেকে তওরাতের সাক্ষ্য এভাবে বুঝা যায় যে, এই উক্তি থেকে প্রতিশ্রুত পয়গাম্বরের দু'টি বিশেষ গুণ বুঝা যায়। এগুলো কেবল আমাদের গয়গাম্বর মোহাম্মদ (স.) এর মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্য কারো মধ্যে নয়। প্রথম গুণ এই যে, প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর ইয়াকুব (আ) এর সন্তান বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকে হবেন না। কেননা, তাদের ভাইদের মধ্য থেকে বলা হয়েছে এবং 'তাদের'- অর্থ হচ্ছে বনি ইসরাঈল। সুতরাং তাদের ভাই এর অর্থ হবে তাদের চাচাত ভাই। অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আ.) এর সন্তান। বলা বাহুল্য ইসমাঈল (আ.) এর সন্তানদের মধ্যে আমাদের পয়গাম্বর মোহাম্মদ মুস্তাফা (স.) ছাড়া কারো মধ্যে নবুয়াতের চিহ্ন ও আলামত প্রকাশ পায় নি।[১৪৯]

দ্বিতীয় গুণ এই যে, প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর হযরত মুসা (আ.) এর অনুরূপ দৃঢ়চেতা শৌর্য-বীর্যশালী ও শরীয়তধারী হবেন। এ থেকেও একথা পরিষ্কার যে, মূসা (আ.) এর পরে হযরত মুহাম্মদ (স.) ছাড়া কোনো শৌর্য-বীর্যশালী ও নবুয়তধারী পয়গাম্বর প্রেরিত হন নি।[১৫০]

মওলানা জামী (র) এ প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর ঈসা (আ) হওয়ার ব্যাপারে খৃষ্টানদের সম্ভাব্য দাবি খন্ডন করে বলেছেন যে, ঈসা (আ.) বনি ইসরাঈল বংশের লোক ছিলেন। কাজেই তাদের

---

[১৪৯] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ.. ৮৭

[১৫০] . প্রাগুক্ত, পৃ.. ৮৭-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ভাইদের মধ্য হতে কথাটি তার বেলায় প্রযোজ্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বতন্ত্র শরীয়তধারী ছিলেন না। বরং তিনি মূসা (আ.) এর শরীয়তের পূর্ণতা দানের জন্য আগমন করেছিলেন।[১৫১]

ইঞ্জীলে প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর সম্পর্কে সাক্ষ্য

অন্যান্য পয়গাম্বরদের (আ.) মত হযরত ঈসাও (আ.) প্রিয় নবীজির (স.) আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। মওলানা জামী (র) এ মর্মে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন :

'ইঞ্জীলে হযরত ঈসা (আ) ইরশাদ করেন, আমি অচিরেই তোমাদের পরওয়ারদেগার এর দিকে চলে যাব এবং ফার্কেলীত আগমন করবেন। তিনি আমার সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দিবেন। যেমন আমি তার সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দিয়েছি। ফার্কেলীত প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করবেন। এখানে উদ্দেশ্য আমাদের পয়গাম্বর (স.)। ফার্কেলীত শব্দটি আহমদ শব্দের প্রায় সমার্থক। ইঞ্জিল অনুযায়ী এর অর্থ মানুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হযরত ঈসা (আ) এর মাধ্যমে অত্যন্ত বিশুদ্ধরূপে জানা গেছে যে, তিনি মুহাম্মদ-এ আরবীর (স.) দ্বীন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তারপরে আসবেন। হাওয়ারীরা যখন এই সুসংবাদ অবগত হয় তখন তারা বিশ্বাস করে নেয়।'[১৫২]

নবীজির (স.) প্রতিকৃতি সম্পর্কে জামীর বক্তব্য

সৃষ্টির সূচনা হতে নবী করীম (স.) এর ছবি সংরক্ষিত ছিল মর্মে জামী (র.) দু'টি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন শাওয়াহেদুন নবুয়াত গ্রন্থে। নিঃসন্দেহে এ তথ্যটিও নবীজির (স.) অনন্য প্রশংসিত বৈশিষ্ট্য। প্রথম বর্ণনাটি হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (র.) সূত্রে। নবুয়তের প্রথম দিকে তিনি মক্কা ছেড়ে সিরিয়া যাবার পথে এক ইহুদী উপাসনালয়ে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানকার ইহুদী আলেম তাঁকে মক্কার হেরেম এর অধিবাসী বলে জানতে পেরে উপাসনালয়ে রক্ষিত কতক পুরনো ছবি দেখান। একে একে অনেক ছবির মাঝ থেকে হযরত আবু বকর (র.) এর ছবিসহ একটি ছবি দেখিয়ে চিনেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে ইহুদী আলেম বলেন যে, এটি নবীর প্রতিকৃতি, ইনি তোমাদের নবী। অপরজন তাঁর খলিফা। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাঁকে বিজয়ী করবেন।

দ্বিতীয় বর্ণনা হিশাম ইবনুল আস (র.) সূত্রে। তিনি বলেন যে, আমীরুল মু'মেনীন আবু বকর সিদ্দিক (র.) তাঁকে এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য, তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে হিরাক্লিয়াসের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। রোম সম্রাট তাঁকে একে একে অনেকগুলো ছবি একটি সংরক্ষিত সিন্দুক হতে বের করে দেখান। সবশেষে সাদা রঙের রেশমী কাপড়ে সংরক্ষিত একটি ছবি দেখালে তিনি কান্নায় আপ্লুত হয়ে

---

[১৫১] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ৮৮।

[১৫২] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,অনুবাদ:মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭ ,পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন যে, এটি নবী করীম (স.) এর প্রতিকৃতি। মওলানা জামী (র.) এসব ছবি যুগযুগ ধরে সংরক্ষিত হয়ে রোম সম্রাট পর্যন্ত কিভাবে আসল তারও বর্ণনা দিয়েছেন।[১৫৩]

পূর্ববর্তী উম্মতগণের মাঝে রসূল করীমের (স.) প্রশংসা

মওলানা জামী (র.) শাওয়াহেদুন নবুয়াত-এ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মাঝে রাসূলে করীম (স.) এর গুণ বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ও আদর্শ চর্চার বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

এসব বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনা সামনে রাখলে হযরত (স.) আল্লাহ তাআলার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কত মহান চরিত্র আদর্শে ভূষিত ছিলেন, তার কিঞ্চিত আভাস পাওয়া যায়। মওলানা জামী (র) হযরত ইয়াহয়া (আ.) এর যবানীতে নানা প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা রূপে বলেন-

'আমি তাদের মধ্যে থেকে এমন একজন পয়গাম্বর উত্থিত করব যিনি বধিরকে কর্ণ দান করবেন, অন্ধকে চক্ষু দান করবেন এবং অন্তরের উপর থেকে যবনিকা সরিয়ে দিবেন। মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে দিবেন না বরং ক্ষমা ও মার্জনা করবেন। মু'মিনদের প্রতি দয়াবান হবেন। জন্তু-জানোয়ারের পিঠে অতিরিক্ত বোঝা দেখে দুঃখ ও বেদনা অনুভব করবেন। বিধবা নারী ও অনাথ শিশুদেরকে স্নেহের কোলে আশ্রয় দিবেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে ইসলামে অগ্রবর্তী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি হবেন। এরপর তাঁর উম্মত ন্যায় ও সত্যের দিকে মানুষকে পথ প্রদর্শন করবে। সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করবে। নামায ও রোযা পালন করবে। অঙ্গীকারপূর্ণ করবে। আমি যে নবুয়াতের সূচনা করেছি তাঁর মাধ্যমেই এর পরিসমাপ্তি করব। এসব কিছু তাদের জন্য আমার অনুগ্রহ ও কৃপা। আমি যাকে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা, দান করি। আমি মহা অনুগ্রহকারী।'[১৫৪]

নূরনবী হযরত (স.)

আমাদের প্রিয় নবী (স.) মানুষ ছিলেন। তবে সাধারণ মানুষ নন। ইনসানে কামিল, পূর্ণ মানব ছিলেন তিনি। দেহগতভাবে মানুষ হলেও জওহার বা সত্তাগতভাবে তিনি ছিলেন নূর। এই জগত সৃষ্টির আগে থেকেই এই নূরের বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে মওলানা জামীর (র.) উক্তি হাদীস শরীফের ভাষ্য আকারে ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। মওলানা জামী (র) বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেছেন যে, হযরতের (স.) নূর বা দেহ সত্তার যে অনুক্ত অংশ আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর দেহের মধ্যে ছিল, তা একটি নির্মল জ্যোতির আকারে আদম (আ.) এর কপালে চকচক করত। সেখান থেকে তা হযরত হাওয়া (আ) এর গর্ভে, অতপর শীস (আ)

---

[১৫৩] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ৯১, ৯২, ৯৩।

[১৫৪] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,অনুবাদ:মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭ ,পৃ. ২৪, ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

এর ঔরসে ও বংশানুক্রমে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পুত্র ইসমাঈল (আ.) এর সূত্রে অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ঔরস পর্যন্ত পৌঁছে।

মওলানা জামী এ মর্মেও একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, কোনো কোনো অতিন্দ্রীয়বাদী মহিলা এই নূর গর্ভে ধারণ করবার জন্য হযরত আব্দুল্লাহর সান্নিধ্যের আকাংখী ছিল। এমন কি ইহুদীরা এ কারণে একবার হযরত আব্দুল্লাহর ওপর পরিকল্পিত হামলা চালায়। কিন্তু অলৌকিকভাবে তিনি তাদের হাত থেকে প্রাণে রক্ষা পান। শেষ পর্যন্ত মা আমেনার সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে হযরতের (স.) নূর স্থানান্তরিত হয়ে মা আমেনার কোল আলোকিত করেন। যার দীপ্তিতে অনন্তকালের জন্য গোটা বিশ্ব জগৎ উদ্ভাসিত হয়।[১৫৫]

আদম (আ.), নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.) ও ঈসা (আ.) প্রমুখ নবীগণের গুণ বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলেন মহানবী (স.)

মওলানা জামী (র) মা আমেনার গৃহে নবীজির (স.) জন্মের রাতের এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট রচনা করেছেন। বেহেশতী রমনীরা কিভাবে আগমন করলেন, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত কিভাবে উদ্ভাসিত হল, শিশু মুহাম্মদকে (স.) কিভাবে পৃথিবী পরিভ্রমণ করানো হলো তার বিবরণ দিয়েছেন নানা উপমা উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে। তারপর মা আমেনার যবনীতে তিনি বলেন, এরপর পূর্বের চেয়ে বড় একটি মেঘখন্ড আগমন করল। এতে আমি মানুষ ও অশ্বের পদধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি কাউকে বলতে শুনছিলাম : সকল জ্বিন, মানব ও পশুপক্ষীকে মোহাম্মদ (স.) এর সাক্ষাত দান করানো হয়েছে। অতপর তাঁকে আদমের (আ.) মহত্ব, নূহ (আ.) এর নম্রতা, ইবরাহীম (আ.) এর রূপ মাধুরী, ইয়াকুব (আ.) এর ত্বক, দাউদ (আ.) এর আকৃতি, আইয়ুব (আ.) এর সবর, ইয়াহইয়া (আ.) এর সংসার বৈরিতা ও ঈসা (আ.) এর দানশীলতা প্রদান করা হয়েছে।[১৫৬]

মহানবী (স.) এর জন্মের রাতে প্রকাশিত দশটি নিদর্শন সম্পর্কে জামীর ভাষ্য

মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্মের রাতে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হবার বর্ণনা দিয়েছেন বিভিন্ন বর্ণনাসূত্র অবলম্বনে। তিনি উল্লেখ করেন যে, হযরতের (স.) জন্মের রাতে দশটি অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল। এগুলো ছিল: ১। ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে তিনি সেজদাবনত হন। ২। সেজদা থেকে মাথা তুলে স্পষ্ট ভাষায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইন্নী রাসূলুল্লাহ বলেন। ৩। তাঁর মুখমন্ডলের নূরে সারা ঘর

---

[১৫৫] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ ,পৃ. ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ সংক্ষেপিত।

[১৫৬] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,অনুবাদ:মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭ ,পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জ্বল ছিল। ৪। জন্মের পর গোসল দিতে চাইলে গায়েবী আওয়ায হয় আমি আমার মাহবুবকে পাক-সাফ সৃষ্টি করেছি, গোসলের প্রয়োজন নাই। ৫। তিনি খতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। ৬। তাঁর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুওত অঙ্কিত ছিল। ৭। তাঁর স্কন্ধের মধ্যস্থলে অঙ্কিত ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ৮। প্রতিমাসহ কাবাগৃহ মকামে ইব্রাহীমের দিকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ৯। সাফা ও মরওয়ায় ফেরেশতাদের কোলাহল জাগে এবং ১০। আব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মদের (স.) জন্মের সংবাদ বাইরে প্রকাশ করতে চাইলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত তার জিহবা বন্ধ হয়ে যায়।[১৫৭]

নবীজির (স.) জন্মে পারস্য রাজ-প্রাসাদের দ্বারমন্ডপে ফাটল সৃষ্টি প্রসঙ্গে

মওলানা জামী (র) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় বহু অলৌকিক ঘটনাকে সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করেছেন। তন্মধ্যে বিশ্বলোকে সংঘটিত নানা বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ হযরতের (স.) জন্মগ্রহণের সমকালে পারস্য সম্রাটের রাজ প্রাসাদের দ্বারমন্ডপে চৌদ্দটি ফাটল সৃষ্টি, হাজার হাজার বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত পারস্যের অগ্নি উপাসকদের পূজ্য অগ্নিকুন্ড হঠাৎ নির্বাপিত হওয়া, পারস্যের সাওয়া নদী শুকিয়ে যাওয়া আর অগ্নি উপাসক পুরোহিত মুআবেবদ এর বিস্ময়কর স্বপ্ন, যাতে তিনি দেখতে পান যে, কিছু সংখ্যক বল্গাহীন অবাধ্য উট আরবী ঘোড়াসমূহকে মেরে মেরে তাড়িয়ে নিয়ে দজলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

এছাড়া রাজ প্রাসাদ প্রকম্পিত হয়ে চৌদ্দটি দারমন্ডপে ফাটল সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনে পারস্য সম্রাটের বিচলিত অবস্থা ও গণকদের কাছে এর ব্যাখ্যা চাওয়া।

এর ব্যাখ্যায় জ্যোতিষীদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং সবশেষে একজন পয়গাম্বরের আগমনের ভবিষ্যৎবাণী প্রভৃতি ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ ও সরস বর্ণনা দিয়েছেন মওলানা জামী (র)।[১৫৮]

শিশু নবীর (স.) দুগ্ধ পান, বরকতের জোয়ার ও ইনসাফের পরাকাষ্ঠা

নবী করীম (স.) সমগ্র জাহানের জন্য অফুরান রহমত। এই রহমতের বরিষণ শুরু হয়েছে তাঁর জন্মের শুরু থেকে। মওলানা জামী (র.) হযরত মুজাহিদ ও ইবনে আব্বাস (র.) এর মধ্যকার সংলাপসূত্রে হযরতকে (স.) স্তন্যদানের জন্য সমগ্র সৃষ্টির প্রতিযোগিতার চমৎকার বিবরণ পেশ করে বলেছেন যে, নবীজিকে (স.) স্তন্যদানের সৌভাগ্য কেবল মানুষের ভাগ্যেই নির্ধারিত। সেই সুবাদে জন্মের পর মা হালিমার (র.) আগমনের পূর্বে আবু লাহাবের বাঁদী সুওয়াইবা নবীজিকে (স.) দুধ পান করান।

তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুযায়ী লালন-পালনের উদ্দেশ্যে শিশু আনার জন্য দুধমাতা হালিমার (র.) মক্কায় আগমন, তার জীর্ণশীর্ণ বাহন উষ্ট্রী ও গাধার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হতশ্রী অবস্থা, গর্ভজাত পুত্র হামযার জন্যও হালিমার দুগ্ধ পর্যাপ্ত না হওয়া প্রভৃতি করুণ অবস্থার মধ্যে শিশু মুহাম্মদ (স.)

---

[১৫৭] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ.১১৩।
[১৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

কোলে আসার সাথে সাথে বরকতের জোয়ার বয়ে যাওয়া, গাধা ও উষ্ট্রীর চলার গতিতে উচ্ছলতা, হালিমার (স.) স্তনে দুধের প্রাচুর্য আর দুঃখের দিনের অবসান প্রভৃতি ঘটনার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়ে মওলানা জামী (র.) বলেছেন যে, আশ্চর্য হল দুধমাতা হালিমা (র.) কেবল ডান স্ত নটিতে শিশু মুহাম্মদকে (স.) দুধ পান করাতে পারতেন। তিনি বাম স্তন কখনো পান করতেন না। কারণ মা হালিমার (র.) গর্ভজাত সন্তান হামযাও ছিলেন একই সাথে দুধপানে অংশীদার। আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম যোগে আদিষ্ট হওয়াতে শিশুনবী মুহাম্মদ (স.) দুগ্ধপান অবস্থাতেই দুধ ভাইয়ের সাথেও সাম্য ও ইনসাফের পরাকাষ্ঠা দেখান। জামী (র.) হযরত ইবনে আব্বাসের (র.) রেওয়ায়েত সূত্রে এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।[১৫৯]

দুগ্ধ পানের দিনগুলোতে

নবী করীম (স.) যখন শিশু ছিলেন, যখন মা হালিমার দুধ পান করতেন, তখনকার ছোট ছোট অনেক ঘটনা নিয়ে মওলানা জামী (র.) রাসূলে পাক (স.) এর প্রশংসা করেছেন। আগেই উল্লেখ করেছি যে, শিশু নবী (র.) কখনো দুধমাতার দু'টি স্তন চুষতেন না; বরং ডান স্তনটি পান করতেন আর বাম স্তনটি রেখে দিতেন তাঁর দুধভাই হামযার জন্য।

মওলানা জামী (র.) মা হালিমার (র.) যবানীতে বলেন যে, কেউ যখন মুহাম্মদ (স.)- এর নিকটবর্তী হয়ে কথা বলত তখন আশ্চর্যজনকভাবে একটি আওয়ায উঠত এবং তিনি তখন 'আল্লাহু আকবর' 'আল্লাহু আকবর' 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলতেন।[১৬০]

হালিমার (র.) বর্ণনা মতে শিশু মুহাম্মদ (স.) দুই মাস বয়সে শিশুদের মত নিতম্বের উপর ভর দিয়ে চলতেন, পাঁচ মাসে ওঠে পা পা করে চলতেন। ছয় মাস হলে দ্রুত চলতে শুরু করেন। সাত মাস বয়সে স্বাধীনভাবে এদিক সেদিক চলে যেতেন আর বয়স দশ মাস হলে শিশুদের সঙ্গে তীরন্দাজী করতেন।

মা হালিমা (র.) আরো বলেনঃ শিশু মুহাম্মদকে (স.) নিয়ে আসার পর আমাদের ছাগলগুলো মোটাতাজা হয়ে স্তনগুলো দুধে ভরে যায় আর বনু সা'দ গোত্রের মাঠ-ঘাট, চারণভূমি সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে।[১৬১]

মেঘমালার ছায়াদান

নবী করীম (স.) প্রখর রৌদ্রে চলার সময় সূর্যকে আড়াল করে মেঘখণ্ড এসে মাথার উপর ছায়া দিত। এই ঘটনা বহুবার ঘটেছে। মওলানা জামী (র.) দুধ মা হালিমার (র.) কাছে থাকা অবস্থায়

---

[১৫৯]. মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ.১১৮ ।

[১৬০] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,অনুবাদ:মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭ ,পৃ. ৪৩।

[১৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

তিন বছর বয়সে এমন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে বর্ণনা দিয়েছেন। দুধ-বোন সায়মা এ'কথার সাক্ষ্য দিয়েছিল মায়ের কাছে।[১৬২]

মওলানা জামী (র.) আরেক ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, বার বছর বয়সে চাচা আবু তালেবের সঙ্গে সিরিয়া যাবার পথে খৃষ্টান পুরোহিত বুহাইরার সাথে সাক্ষাতের সময়ও সাদা মেঘখন্ডের ছায়াদানের অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়।[১৬৩]

শৈশবে বক্ষ বিদারণের ঘটনা

মওলানা জামী (র.) শৈশবে নবীজির (স.) বক্ষ বিদারণের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন মা হালিমার (র.) যবানীতে। সে বর্ণনা অনুযায়ী দুধভাই হামযা ও অন্য বালকদের সঙ্গে মেষ নিয়ে চারণভূমিতে খেলায় রত অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে ছোঁ মেরে পাহাড়ে নিয়ে যায়। সেখানে তিন ব্যক্তি তাকে শায়িত করে নাভি পর্যন্ত বক্ষদেশ বিদীর্ণ করে। তারপর হৃদপিন্ডটি বের করে রূপার তশতরীতে রেখে কালচে পদার্থ ধুয়ে সাফ করে পুনরায় তা যথাস্থানে রেখে দেয় এবং বক্ষদেশ সিলাই করে দেয়।

এ ঘটনার পরই মা হালিমা ছেলের নিরপত্তার ব্যাপারে শংকিত হয়ে তাঁকে মা আমেনার কাছে ফিরিয়ে দেন।[১৬৪]

মুহাম্মদের (স.) নাম শুনে প্রতিমা হুবল নতশির হয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শৈশব জীবন অসংখ্য অলৌকিক ঘটনায় ভরা। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, মা হালিমা (র.) শিশু মুহাম্মদকে (স.) মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে আসবার সময় পথিমধ্যে হঠাৎ শিশু নিরুদ্দেশ হয়ে যান। দুধ-মা হালিমা (র.) শিশুকে হারিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। নিরূপায় হয়ে ছুটাছুটি করতে দেখে এক বুড়ো শিশুর সন্ধান দিতে প্রতিমা হুবলের কাছে সাহায্য চাইতে বলে । কিন্তু সাদিয়া (র.) রাজি হন নি। অগত্যা বুড়ো হুবলকে যথানিয়মে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে যখন হারানো শিশু মুহাম্মদের (স.) সন্ধান দেয়ার জন্য আর্তি জানায়। তখন মুহাম্মদ(স.)-এর নাম শুনতেই হুবল ও অন্যসব প্রতিমা আভূমি নত হয়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে বুড়ো ভীত হয়ে ফিরে এসে বলেঃ হে সাদিয়া! তোমার গোত্রের পরওয়াদেগার তাঁকে বিনষ্ট হতে দেবেন না। অস্থির হয়ো না। চুপচাপ তাঁকে তালাশ করতে থাক।

چون نام محمد صل الله علیه وسلم بر زبان راند ، هبل و سایر اصنام سرنگونبر زمین افتادند. و گفتند: ای شیخ ! هلاک ما نخواهد بود مگر بر دست محمد . شیخ گریان و لرزان بازگشت و گفت: ای سعدیه !فرزند ترا پرواردگاری است که وی را ضایع نگذارد. دل تنگ مباش و به آهستگی طلب کن.

---

[১৬২] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ১১৯।

[১৬৩] প্রাগুক্ত,পৃ. ৪২।

[১৬৪] প্রাগুক্ত,পৃ.১২০।

Dhaka University Institutional Repository

দুধ-মা হালিমা (র.) আরো ভীত হয়ে আব্দুল মুত্তালিবকে ঘটনা অবহিত করলে তার আহ্বানে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। অবশেষে তিনি ৭ বার কাবাঘরের তওয়াফ করলে গায়েবী আওয়াজ আসে যে, মুহাম্মদ (স.) তেহামা উপত্যকায় অমুক বৃক্ষের নিকটে আছে। আব্দুল মুত্তালিব ওয়ারাকা ইবনে নওফলসহ শিশু মুহাম্মদকে (স.) সেখানে খেলায় রত পেয়ে বুকে জড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে আসেন। মওলানা জামীর (র.) ভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস (র.) রাসূলে করীমের (স.) কতক প্রশংসা গাঁথায় এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[১৬৫]

দোলনায় তাঁর খেলনা ছিল আকাশের চাঁদ

শৈশবে নবী করীম (স.)-এর জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, দোলনায় থাকতে তাঁর খেলনা ছিল আকাশের চাঁদ। মওলানা জামী (র.) হযরত আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হযরত আব্বাস র.) একদিন নবী করীম (স.)-কে বললেন : আপনার দ্বীনের দাওয়াত আমি তখন থেকে পেয়ে গিয়েছিলাম যখন আপনি দোলনায় ছিলেন। আপনি চাঁদের সাথে কথা বলতেন। দোলনায় থেকে আপনি চাঁদকে যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে পড়ত। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তার সাথে কথা বলতাম এবং সে আমাকে কাঁদতে মানা করত। চাঁদ যখন আরশের নিচে সেজদা করত তখন তার আওয়ায আমার শ্রুতিগোচর হত।[১৬৬]

শিশুনবীর (স.) প্রশংসায় মদীনার ইহুদীরা

দুধ-মা হালিমার কাছ থেকে শিশুনবী মা আমেনার কোলে ফেরার পর তিনি শিশুপুত্রকে নিয়ে মদীনায় বাপের বাড়ি বেড়াতে যান। স্বামী আব্দুল্লাহর কবর যিয়ারত ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। শিশুর দেখভালের জন্য সঙ্গে নেন উম্মে আয়মন নাম্নী জনৈকা দাসীকে। মওলানা জামী (র.) সে সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করেন নবী করীম (সা.) এর স্মৃতিচারণ থেকে। হযরতের স্মৃতিকথা অনুযায়ী মদীনার এক ইহুদী একদিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হযরতের নাম জিজ্ঞাসা করে। হযরত নিজের নাম আহমদ বলে জানালে সে হযরতের পৃষ্ঠদেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে বলল যে, এ এ'ই উম্মতের পয়গাম্বর হবে। সে হযরতের আরো খোঁজ খবর নিতে থাকলে মা আমেনা ভয় পেয়ে মদীনা ত্যাগ করেন।

উম্মে আয়মনের সূত্রে অপর এক ঘটনায় দু'জন ইহুদী এসে মক্কার সুন্দর শিশুটিকে দেখবার আবদার করে। তারা শিশুকে; বিশেষ করে তাঁর পৃষ্ঠদেশ গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে একে অপরকে বলল: ইনি এই উম্মতের পয়গাম্বর। এ শহর হবে তার দারুল হিজরত। এ শহরেও অনেক ওলট পালট হবে।[১৬৭]

---

[১৬৫] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ১২১-১২২।
[১৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
[১৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

মা আমেনার নয়নমণি

মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মা আমেনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিশু নবী (স.) জননীর শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ তার জননী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর তিনি পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন : জগতের সবকিছু ধ্বংসশীল। প্রত্যেক নতুন পুরাতন হবে। আমি মারা গেলেও আমার স্মৃতি অমর হয়ে থাকবে। কেননা, আমি একজন পবিত্র ও মহানুভব ব্যক্তিত্বকে জন্ম দিয়েছি এবং একটি উজ্জল স্মৃতি ছেড়ে যাচ্ছি।[১৬৮]

بارک الله فیک من غلام ان صح ما ابصرت فی المنام
فانت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال و الاکرام

আবিসিনিয়ার সম্রাটের মুখে রাসূলে খোদার (স.) প্রশংসা

আফ্রিকান দেশ আবিসিনিয়ার বর্তমান নাম ইথিওপিয়া। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর মহানবী (স.)- এর হিজরতকারী সঙ্গীদের আশ্রয় দান ও ঈমান আনয়নের ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আমরা এখানে আবিসিনিয়ার আরেকজন বাদশাহর কথা বলব, যিনি হযরতের শৈশবকালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মওলানা জামী (র.)-এর বর্ণনা মোতাবেক সে বাদশাহর নাম ছিল সায়ফ ইবনে যীবসন। এ সময় আব্দুল মুত্তালিব এবং কোরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাকে মোবারকবাদ জানানোর জন্য সানআয় গমন করেন। এরপর বাদশাহর সাথে আলাপচারিতায় আব্দুল মুত্তালিবের বংশগত পরিচয় লাভের পর বাদশাহ তাদের ধর্মগ্রন্থের বরাতে বললেন, আমি আমাদের ঐশীগ্রন্থে এক মহাসংবাদ পাঠ করেছি, যার মধ্যে আপনাদের এবং সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত। সংবাদ এই যে, এক পবিত্র শিশু মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছে বা করবে। তার নাম মুহাম্মদ। তার পিতামাতা মারা যাবে এবং চাচা ও দাদা তার লালন পালন করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাসূল করে প্রেরণ করবেন এবং আমাদের করবেন তার মদদগার ও সাহায্যকারী। তিনি স্বীয় বন্ধুদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখবেন এবং শত্রুদেরকে কাছে আসতে দিবেন না। এরপর তিনি তার বন্ধুদেরকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন এবং যাকে ইচ্ছা উত্তম বস্তুর মালিক করে দিবেন। তার কারণে কুফরের অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যাবে। অধিকাংশ লোক আল্লাহর ইবাদতের তরিকা অবলম্বন করবে। শয়তানরা বিতাড়িত হয়ে যাবে। তাঁর উক্তি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হবে। তার নির্দেশ আদ্যোপান্ত সুবিচার ভিত্তিক হবে।

---

[১৬৮] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,অনুবাদ:মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭ ,পৃ. ৪৮ \ মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ.১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নিজে তা পালন করবেন। তিনি অসৎকাজ করতে নিষেধ করবেন এবং নিজে তা থেকে বিরত থাকবেন।

এই আলাপচারিতায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় এবং আব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মদের (স.) পরিচয় দান করেন। সম্রাট বিষয়টি ইহুদীদের কাছ থেকে গোপন রাখার সুপারিশ করেন। তিনি সেই নবীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মদীনা তার রাজধানী হবে মর্মেও তথ্য জানান। পরে অগাধ উপহার দিয়ে প্রতিনিধি দলকে বিদায় করেন।[১৬৯]

তাঁর পদচিহ্ন ছিল ইব্রাহীমের (আ.) এর পদচিহ্নের অনুরূপ

আরবরা যেসব জ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিল তন্মধ্যে একটি ছিল পদচিহ্ন জ্ঞান। হিযরতের সময় পাথুরে জমিনে পদচিহ্ন অনুসরণ করে সন্ধানী কাফেররা সৌর পর্বতের গুহার মুখ পর্যন্ত হযরতকে খোঁজ করতে যাবার ইতিহাস আমরা পড়েছি। শৈশবেও শিশুনবীর পদচিহ্ন দেখে তার নবী হওয়ার পূর্বাভাস লাভের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন মওলানা জামী (র.) 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে। তিনি প্রমাণ দেখান যে, শিশুনবীর (স.) পদচিহ্ন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পদচিহ্নের অনুরূপ ছিল।

বণি মুদাল্লাজের কয়েকজন লোকের বরাতে তিনি বলেন যে, শিশু নবীর (স.) পদচিহ্ন কাবাঘরের সম্মুখে রক্ষিত মাকামে ইব্রাহীমের পদচিহ্নের হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ। মওলানা জামী (র.) হযরতের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের বসার কক্ষে নাজরানের খ্রীষ্টান পাদ্রীর আগমন এবং খেলায় রত শিশু মুহাম্মদকে (স.) দেখে তার মায়াভরা দুই চোখ, বরকতময় পৃষ্ঠদেশ ও ভাগ্যবিজড়িত পদযুগল নিরীক্ষণের পর শিশুকে হেফাযত করে গড়ে তোলার জন্য পাদ্রীর সুপারিশের বিবরণ তুলে ধরেন।[১৭০]

শিশু মুহাম্মদের (স.) প্রশংসায় আব্দুল মুত্তালিব

পিতা ও মাতার ইন্তিকালের পর শিশু নবী মুহাম্মদ (স.) এর প্রতিপালনের ভার নিয়েছিলেন দাদা আবু মুত্তালিব। তিনি কুরাইশদের সর্দার ছিলেন। শিশু নবীর (স.) চেহারা, শরীর ও আদুরে চাল-চলন আর নানা ঘটনার কারণে তার মনে প্রতীতি জন্মেছিল যে, এই শিশু ভবিষ্যতে কওমের সর্দার হবে। পুত্র আবু তালেবকে তাই বারবার সুপারিশ করতেন, ভবিষ্যতে তার যত্ন নেয়ার জন্য। শৈশবে দাদা আব্দুল মুত্তালিব নাতিকে কিভাবে সম্মান দিয়েছেন আর প্রশংসা করেছেন মওলানা জামী (র.) তার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (র.) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল মুত্তালিবের জন্য কাবাগৃহের ছায়াতলে একটি কুরসি

---

[১৬৯] মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,অনুবাদ:মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭ ,পৃ. ৫০।

[১৭০] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ..১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করা হয়েছিল। তার সম্মানার্থে সেখানে এক ব্যক্তি মোতায়েন থাকত। মহানবী (স.) শৈশবে সেই কুরসির ওপর এসে বসতে চাইতেন। তখন চাচা আবু তালেব তাঁকে বসার অনুমতি দিতেন না। আব্দুল মুত্তালিব বলতেন, আমার বৎসকে ডাক। আল্লাহর কসম তার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। অর্থাৎ, সে যেখানে ইচ্ছা বসতে পারবে। কারণ, তার সামনে রয়েছে বিরাট কাজ। আমার মনে হয়, সে কোনদিন তোমাদের সর্দার হবে। তার কপালে যে নূর রয়েছে তা সর্দার ও নেতা ছাড়া কারো ললাটে থাকতে পারে না।

মওলানা জামী (র.) আরো বর্ণনা করেন যে, আব্দুল মুত্তালিব পৌত্রকে কাঁধে বসিয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করতেন এবং যখন টের পেতেন যে, তিনি প্রতিমাদের অপছন্দ করেন তখন তাঁকে প্রতিমাদের সামনে নিয়ে যেতেন না।[১৭১]

খাজা আবু তালেবের পরিবারে বরকতের সওগাত

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের পর শিশু মুহাম্মদের (স.) লালন-পালনের ভার ন্যস্ত হয় চাচা আবু তালেবের ওপর। তখন হযরতের বয়স ছিল আট বছর। আবু তালেব তাকে অত্যধিক মহব্বত করতেন। মওলানা জামী বর্ণনা করেন যে, আবু তালেবের পরিবার যখন শিশু মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে খেতে বসত তখন সবাই তৃপ্তি সহকারে খেতে পারত। শিশু মুহাম্মদ (স.) এক সাথে না বসলে খাবারে তৃপ্তি ও বরকত হত না। এসব কারণে দুধ পান করার সময় সবার আগে মুহম্মদ (স.) পান করতেন। দুধ বেঁচে গেলে আবু তালেব বলতেন : বৎস এসব তোমারই বরকত।[১৭২]

কাজল নয়ন সোনালী কেঁশর

মওলানা জামী (র.) বর্ণনা করেন যে, শৈশব হতে শিশু নবীর (স.) দুই চোখ ছিল কাজল বরণ। সুরমা ব্যবহার ছাড়াই মায়াবী কাজল যুক্ত দেখাতো তার দুই নয়ন। তিনি বলেন যে, মুহাম্মদ (স.) শৈশবে সকালে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে আবু তালেবের শিশুদের মজলিসে উপস্থিত হতেন, তখন তাদের সবার চুল আলুথালু থাকতো। অথচ মুহম্মদের(স.) সোনালী কেশ চিরুনি করা ছাড়াই পরিপাটি থাকত।[১৭৩]

---

[১৭১] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. পৃ.১২৭।
[১৭২] প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭।
[১৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

چون رسول بامداد از خواب برخواستی و مجمع فرزندان ابو طالب را به جمال خود بیاراستی، همه را مویها در هم شکسته بودی و مژگان بر هم بسته و وی را موی عنبرین بی شانه،شانه کرده و چشم جهان بین بی سرمه سرمه ناک بودی.

কিশোর নবীর (স.) প্রশংসায় বুহাইরা রাহেব

চাচা আবু তালেব বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাবার মনস্থ করলে শিশু নবী চাচার সাথে যাবার জন্য বায়না ধরেন। তখন বয়স তাঁর বার বছর। চাচা অগত্যা ভাতিজাকে সাথে নিয়ে রওনা হন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে। মওলানা জামী (র.) এই ঐতিহাসিক ঘটনার সুবিস্তারে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, সিরিয়ার উপশহর বুসরায় পৌঁছলে সেখানকার খ্রিষ্টান তাপস সন্ন্যাসী বুহাইরার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় কাফেলার প্রতি। তিনি কাফেলার গতিবিধি ও কোনো এক ব্যক্তির ওপর আকাশের মেঘখণ্ড ছায়াপাত করা আর গাছের পত্রপল্লব কারো জন্য ঝুঁকে পড়ার দৃশ্য নিরীক্ষণ করে কাফেলার লোকদের ভোজের আমন্ত্রণ জানান। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কিশোর মুহাম্মদ (স.) ভোজ সভায় উপস্থিত হলে বুহাইরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যান এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তিনি শেষ নবীর যেসব চিহ্ন ও আলামত পাঠ করেছিলেন সবই তার মধ্যে দেখতে পান। বুহাইরা ঘনিষ্ঠ হয়ে আরবদের নিয়মে লাত ও ওজ্জার কসম দিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইলে হযরত (স.) লাত ও ওজ্জার প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করেন। বুহাইরা অনেক অনুরোধ করে পৃষ্ঠ দেশের মোহরে নবুওয়াত দেখতে সক্ষম হন। পরিশেষে তিনি চাচা আবু তালেবকে সুপারিশ করেন যে, এই বালককে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ঈহুদীদের কাছ থেকে তাকে সতর্ক পাহারায় রাখবেন। কারণ, তার সম্পর্কে আমি যা জেনেছি, তা তারা জানতে পারলে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে পারে। এভাবেই খ্রিষ্টান পাদ্রী বুহাইরা নবুয়াতের সাক্ষ্য ও হযরতের ভূয়সী প্রশংসা করেন আর বলেন যে, এই বালকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী উম্মতগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন; যার উল্লেখ ইঞ্জিল কিতাবে বিদ্যমান।[১৭৪]

নাস্তুরা সন্ন্যাসীর ঈমান আনার আকাঙ্ক্ষা

পঁচিশ বছর বয়সে নবী করীম (সা.) হযরত খাদীজার (র.) সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর আগেই তিনি হযরত খাদীজার (র.) ব্যবসায়িক প্রতিনিধি হিসাবে খাদীজার (র.)গোলাম মায়সারাকে সাথে নিয়ে সিরিয়া সফরে যেতেন। মওলানা জামী (র.) এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, সিরিয়ার উপকণ্ঠে বুসরা শহরে নাস্তুরা নামক জনৈক সন্ন্যাসী হযরতের ওপর ঈমান আনয়নের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঘটনার বিবরণ দিয়ে মওলানা জামী (র.) বলেন, বাণিজ্যের

---

[১৭৪] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে মায়সারাকে নিয়ে সিরিয়া যাবার পথে বুসরা উপশহরে পৌঁছে তারা একটি বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য বসলেন। বৃক্ষটি ছিল নাস্তুরা সন্ন্যাসীর আস্তানার পার্শ্বে। নাস্তুরা মায়সারাকে চিনতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট এই লোকটি কে? মায়সারা বললেন, ইনি কোরাইশ গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং বনি হাশেমের একজন বিশিষ্ট যুবক। নাস্তুরা বললেন: সত্য কথা এই যে, এই বৃক্ষের নিচে পয়গাম্বর ছাড়া অন্য কেউ বসে নাই। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন: কোনরূপ ব্যথা ছাড়াই তার চোখে যে লালিমা রয়েছে এটা কি সব সময়ই থাকে? মায়সারা বললেন: হ্যাঁ। নাস্তুরা কসম খেয়ে বললেন, ইনি শেষ যমানার পয়গাম্বর, সর্বশেষ নবী। হায়, আমি যদি তার নবুয়াত প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত জীবিত থেকে ইসলামে প্রবেশ করে তাঁর অনুসরণ করতে পারতাম।[১৭৫]

নবীজির (স.) উষ্ট্র চালকরূপে জিব্রাঈল (আ.)

নবুয়াত লাভের আগেকার ঘটনা। হযরত তখন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যাতায়াত করছেন। একবার বাণিজ্য কাফেলায় আবু বকর সিদ্দীক (র.) ও আবু জাহল প্রমূখও ছিল। মওলানা জামী (র.) এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ফিরতি কাফেলা মাররুয যাহরানে পৌঁছার পর আবু বকর সিদ্দীক (র.) মায়সারাকে বললেন, কাফেলা ফিরে আসার সুসংবাদ নিয়ে মুহম্মদ (স.)-কে খাদীজার (র.) কাছে পাঠিয়ে দাও। মায়সারা প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। যখন মুহাম্মদকে (স.) প্রেরণ করা হলো তখন আবু জাহল বলতে লাগল : মায়সারা! মুহাম্মদ তো এখনো অপক্ক বালক। সে ভুল পথে যেতে পারে। তার পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রেরণ কর। মায়সারা বললেন, বয়সে ছোট হলেও তিনি বুদ্ধিমত্তায় বড়। সে মতে মহানবী (স.) রওনা হলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর ঘটনাক্রমে তিনি উটের ওপর ঘুমিয়ে পড়লেন। ফলে উট বিপথগামী হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা হযরত জিব্রাঈলকে (আ.) আদেশ দিলেন : উটের লাগাম ধরে তাকে সোজা পথে তুলে দিন এবং তিন দিনের পথ একদিনে অতিক্রম করিয়ে দিন। জিব্রাঈল (আ.) তাই করলেন। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত এরশাদে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

'আল্লাহ আপনাকে পথ হারা অবস্থায় পেলেন, অত:পর পথে তুলে দিলেন।'[১৭৬]

নবীজী (স.) সেদিনই খাদীজার (র.) কাছে চিঠিখানা পৌঁছে দিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হবার জন্য রওনা হলেন। আবু জাহল দূর থেকে দেখে বিজয়ের আনন্দে বলে উঠল: বলেছিলাম না মুহাম্মদ পথ ভুলে যাবে। কিন্তু মুহাম্মদ (স.) খাদীজার (র.) জবাবপত্র হস্তান্তর করলেন। তখন শরম ও লজ্জায় আবু জাহলের মুখ কালো হয়ে গেল।[১৭৭]

---

[১৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

[১৭৬] আল কুরআন, ৯৩:৭।

[১৭৭] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা জামী (র.) এ ঘটনার বর্ণনায় যথার্থই এর শিরোনাম দিয়েছেন 'মহানবীর উষ্ট্র চালকরূপে জিব্রাঈল (আ.)'। আরো প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, মওলানা জামী (র.) এ ঘটনাকে সূরা ওয়াদ্দোহায় 'আমি আপনাকে পথ ভোলা অবস্থায় পেয়েছিলাম। অতঃপর পথে তুলে দিলাম' আয়াতের প্রেক্ষিত বলে উল্লেখ করেছেন।

ঘরের মানিক খুঁজিয়া বেড়ানো

নবী করীম (স.) এর আবির্ভাবকালে সারা দুনিয়ায় যেমন নতুন শিহরণ জেগেছিল তেমনি সত্য সন্ধানী মানুষেরা নবী করীম (স.) এর সান্নিধ্য লাভের জন্য পাগলপারা হয়ে ঘুরছিলেন। এমনকি অনেকে ঘরের মানিক বাইরে খুঁজে বেড়ানোর মত সংগ্রাম সাধনাও করছিলেন। মওলানা জামী (র.) এ রকম একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন :

যায়দ ইবনে আমর ও ওয়ারাকা ইবনে নওফল উভয়ই সত্য ধর্মের সন্ধানে দূর দূরান্তের দেশ সফর করেন। এক পর্যায়ে তারা মূসেলের[১৭৮] এক খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে যান। সেখানে ওযারাকা ইবনে নওফল খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলেন। কিন্তু যায়দকে খ্রিষ্টধর্ম প্রভাবিত করতে পারল না। তিনি সেখান থেকে অন্য এক সন্ন্যাসীর আস্তানায় উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসী তাকে প্রশ্ন করলেন। কোত্থেকে এসেছ? যায়দ বললেন, মক্কার হেরেম শরীফ থেকে, যার ভিত্তি হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্থাপন করেছিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন : এখানে কেন এসেছ? তিনি বললেন, সত্য ধর্মের খোঁজে। সন্ন্যাসী বললো, তার আবির্ভাব আসন্ন। তোমাদের ভূখন্ডেই তার আবির্ভাব হবে।

মওলানা জামী (র.) আরো উল্লেখ করেছেন যে, তাওহীদ, আল্লাহর পবিত্রতা, ঈমান ও কিয়ামত দিবসের ওপর উক্ত সন্ন্যাসীর অনেক কবিতা রচিত। রাসূলুল্লাহর (স.) আর্বিভাবের পূর্বে তাঁকে হত্যা করা হয়।[১৭৯]

সুমহান উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিলেন সহধর্মীনী

হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.) ওহী নিয়ে আসেন মহানবীর (স.) কাছে। বুখারী মুসলিমসহ সকল হাদীস তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনা বিধৃত। প্রথম ওহী লাভের পর কম্পিত দেহে মহানবী (স.) ফিরে আসেন আপন গৃহে হযরত খাদীজার (র.) কাছে। বললেন, আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে। তোমরা আমাকে চাদর মুড়িয়ে দাও। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে সহধর্মীনী হযরত খদীজাতুল কুবরা (র.) তাঁকে অভয় দিলেন আর তাঁর সুমহান মানবীয় চরিত্র সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করলেন, যা তাঁর অনুপম চরিত্রের পক্ষে সহধর্মীনীর কালজয়ী সাক্ষী। বড় ও মহৎ অনেক মানুষ আছে, যারা অন্য মানুষের নজরে বড়।

---

[১৭৮] মূসেল: দজলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বর্তমান ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় একটি শহর; ইরাকের তেল উত্তোলন কেন্দ্র ও প্রাচীন এতিহাসিক নগরী।

[১৭৯] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.),*শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ.১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু পুরুষের চরিত্রের সকল দুর্বল দিক আপন স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে বিধায় স্ত্রীর কাছে সম্মানিত ও প্রশংসিত হওয়ার চেয়ে উত্তম সার্টিফিকেট আর হতে পারে না। মওলানা জামী (র.) এ পর্যায়ে হযরত খাদীজার (র.) মন্তব্যগুলো উদ্ধৃত করেন। হযরত খাদীজার (র.) মন্তব্য : আমার বিশ্বাস আল্লাহ আপনার মঙ্গল চান। পরক্ষণে সহধর্মীনী খাদিজা তাকে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকাও সাক্ষ্য দিলেন যে, আপনার প্রতি ঐ পবিত্র সত্তা এমনিভাবে অবতীর্ণ হবেন এবং আপনি এই উম্মতের পয়গাম্বর। এমন কি হযরতের স্বজাতি তাঁকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করবে ভবিষ্যতবাণী করে তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য যে, সহধর্মীনী খাদিজাই আপন স্বামীর নবুয়াতের ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেন।[১৮০]

আকসাম ইবনে সাইফীর মুখে রাসূলুল্লাহর (স.) গুণগান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আর্বিভাবের সময়কালের ঘটনা। জাহেলী যুগের প্রসিদ্ধ বাগ্মী সর্দার আকসাম ইবনে সাইফী নামক এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর সাক্ষাত লাভের বাসনা পোষণ করেন। কিন্তু তার কওমের লোকেরা সর্দারের এমন উদ্যোগ মানহানিকর মনে করে তাকে আসতে বাধা দিল। অতপর তিনি দু'জন লোককে নবীজি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠান। তারা ফিরে গিয়ে সংগৃহীত তথ্য জানালে তিনি আপন কওমকে সবার আগে ঈমান আনার উপদেশ দিলেন। কেননা তার দৃষ্টিতে সেই হবে সবচে সম্মানিত, যে সবার আগে রাসূলুল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। এর কিছুদিন পর লোকটি মারা যায়। মওলানা জামী (র.) এ ঘটনা উপস্থাপন করে রসূলুল্লাহ (স.) এর প্রশংসায় একথা প্রমাণ করেছেন যে, জগতের সত্য সন্ধানী মানুষ নবীজির (স.) কদমে লুটিয়ে পড়ার জন্য আকুল ছিলেন।[১৮১]

উমাইয়া ইবনে আবুস সালত এর ভাগ্যবিড়ম্বনা

মওলানা জামী (র.) আরেক বিজ্ঞ লোকের দীর্ঘ ইতিহাস উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে, নবী করীম (স.) এর প্রশংসা ও মহত্বের জ্ঞান সবার হৃদয়ে গ্রথিত থাকলেও শয়তানের কুমন্ত্রণায় মানুষ বড় ধরনের ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হয়। যুগে যুগে জ্ঞানী মনীষীগণ নবীজির (স.) দ্বীন ও আদর্শ গ্রহণ থেকে বিমুখ কেন বা কিভাবে থাকতে পারে, তার জবাব মিলবে এই ঘটনায়।

কাহিনীর শুরুতে আবু সুফিয়ান এর বর্ণনা মোতাবেক উমাইয়া ইবনে আবুস সালত নামক এক ব্যক্তি তার কাছে মক্কা নিবাসী ওতবা ইবনে রাবিয়ার চরিত্র ও অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। ওতবা বয়স্ক লোক বলে জানতে পেরে সে খুলে বলল যে, যে ব্যক্তির বয়স চল্লিশ বছর অতিক্রম করে গেছে; অথচ এর মধ্যে নবুয়াত পায় নি, সে আর নবী হতে পারে না। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে

---

[১৮০] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.),*শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ১৩৯-১৪০।
[১৮১] প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

পুণরায় সিরিয়া গিয়ে আবু সুফিয়ান পরিহাস ছলে ওতবাকে যখন বলল যে, তোমার কথিত নবীর আর্বিভাব হয়েছে। তাদের আলাপচারিতায় আবুস সালত বলল যে, স্ব গোত্রের কাছে লজ্জার ভয়ে সে আবদে মোনাফ গোত্রের নবীর প্রতি ঈমান আনতে পারছে না। মওলানা জামী (র.) বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে আবুস সালাত হুযুর (স.) এর খেদমতে হাযির হয়ে স্তুতিগাঁথা পাঠ করে। সে প্রথমে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গুণ বর্ণনা করে। এরপর সকল পয়গম্বরের অবস্থা বর্ণনা করে। স্তুতিগাঁথার উপসংহারে হুযুর (স.) এর প্রশংসা করত: তাঁর রেসালাত সত্য বলে ঘোষণা করে। হুযুর (স.) তাকে একবার সূরা তোয়া-হা পাঠ করে শোনান। সে বলল যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটা মানুষের কালাম নয়। কিন্তু আমি আমার ভাই বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করতে পারি না।

জামীর (র.) বর্ণনা অনুযায়ী এরপর সে দ্রুত সিরিয়া ফিরে যায়। সন্ন্যাসীদের মাঝে নবীজির (স.) সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। সবাই তাকে ঈমান আনয়নের জন্যে উৎসাহ যোগায়। সে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসে। এরই মধ্যে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কুরাইশ সর্দাররা নিহত হয়। আবুস সালত বলে যে, নাহ্, ইনি নবী হলে আপন কওমের সর্দারদের হত্যা করতেন না। এরপর সে কোরাইশ সর্দারদের জন্যে শোকগাঁথা রচনা করে।

এরিমধ্যে সে একটি বিদঘুটে স্বপ্ন দেখল। তারপর কবি আল জাযাহ এর সান্নিধ্যে চলে গেল। সে পাখিদের বুলি বুঝত। একদিন আবুস সালত কবি আল জাযাহ এর সঙ্গে মদ্যপানের অপেক্ষায় ছিল। এমন সময় একটি কাক এসে কা-কা করতে লাগল। তাতে আবুস সালত এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আল জাযাহ জিজ্ঞাসা করল : তোমার কি হল? আবুস সালত বলল! এই কাক যা বলছে তা সত্য হলে আমি শরাব হাতে আসার আগেই মারা যাব। আল জাযাহ তার বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তাকে দ্রুত শরাব দিল। কিন্তু শরাব যখন তার সঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌছল

অমনি আবুস সালত জ্ঞান হারিয়ে ভুতলশায়ী হল। আল জাযাহ তাকে কাপড় ঢেকে দিল। কিছুক্ষণ পর কাপড় সরিয়ে দেখা গেল যে, তার প্রাণ দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে গেছে।[১৮২]

রাসূলকে (স.) না দেখেই এক বৃদ্ধের ঈমান আনয়ণ

মওলানা জামী (র.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সূত্রে আসকালান ইবনে আবুল আওয়ালিম নামক ইয়ামেনের এক বৃদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেন। যিনি না দেখেই হযরতের (স.) প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর কাছে কয়েক পংক্তি কবিতা উপহার পাঠান।

اشهد بالله ذى المعالى و فاق الليل بالصباح
اشهد بالله رب موسى انک ارسلت بالبطاح

---

[১৮২] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ১৪৩-২।

Dhaka University Institutional Repository

فكن شفيعى الى مليک يدع البرايا الى الصلاح

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ যখন হযরত আবু বকর (র.) এর মাধ্যমে হযরতের (স.) সাক্ষাত লাভে ধন্য হন, তখন তিনি হযরত খাদীজার (র.) ঘরে অবস্থান করছিলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সহজে হযরতের প্রতি ঈমান আনেন এবং ঐ বৃদ্ধের কথা হযরতকে (স.) জানান। তাতে রাসূল পাকের (স.) পবিত্র যবান হতে এমন সুসংবাদ লাভ করেন, যা আমাদের সবার জন্য পরম সৌভাগ্য ও সওগাত। যে সুসংবাদ হল :

رب مؤمن بى و ما رأنى و مصدق بى و ما شهد زمانى اولئک حقا اخوانى

'আমার প্রতি ঈমানদার অনেক লোক আছে, তারা আমাকে দেখে নি। এমন অনেকে আছে যারা আমাকে সত্য নবী হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ আমার সময়কাল পায়নি। এরাই আমার সত্যিকার ভাই।[১৮৩]

আলেকজান্দ্রিয়ার পাদ্রী নবীজির (স.) প্রশংসা গায়

মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.) শাওয়াহেদুন নবুয়াত গ্রন্থে মুগীরা ইবনে শো'বা (র.)- এর বাচনিক এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত (স.) এর আবির্ভাবের সময়কালে আমি তায়েফের ব্যবসায়ীদের একটি দলের সাথে আলেকজান্দ্রিয়ায় গেলাম, সেথায় এক বড় পাদ্রী ছিল। সে সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকত। লোকেরা রোগীদের তার কাছে নিয়ে গিয়ে দোয়া চাইত এবং সুস্থতা লাভ করত। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, পয়গাম্বরদের মধ্যে আগমন করেন নি, এমন কেউ বাকী আছেন কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, একজন বাকী আছেন। তিনিই হবেন সর্বশেষ পয়গাম্বর। তাঁর ও ঈসার (আ.) মাঝখানে সময়ের ব্যবধান খুব কমই হবে। তিনি না দীর্ঘদেহী হবেন, না বেটে হবেন এবং না অত্যধিক শ্বেতকায় হবেন, না কালো। তার চোখে লালিমা থাকবে এবং মাথার চুল লম্বা হবে। তার হাতে থাকবে তরবারী। তিনি যারই সম্মুখীন হবেন তাকে ভয় করবেন না।

তিনি নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন এবং তাঁর সহচরগণ তার জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন। তিনি 'কারতা' ভূমি থেকে বের হবেন এবং এক হেরেম থেকে অন্য হেরেমে হিজরত করবেন। তাঁর আবাসভূমি হবে পানিশূন্য মরুভূমি। এতে ঘাস উৎপন্ন হবে না। তিনি ইবরাহীমের (আ.) দ্বীনের অনুসারী হবেন। আমি (মুগীরা) বললাম : তাঁর গুণাবলী আরো কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করুন। প্রাদ্রী বললেন, তিনি কোমরে কটিভূষণ বাঁধবেন। প্রত্যেক নবী কেবল তার নিজের জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন; অথচ তাঁর মসজিদ হবে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ । পানি সহজলভ্য না হলে তিনি তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবেন।

---

[১৮৩] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (র.) বলেন: এরপর আমি আলোকজান্দ্রিয়ার প্রত্যেক গির্জায় গেলাম এবং প্রত্যেক পাদ্রীকে হুযুর (স.) এর গুণাবলী জিজ্ঞাসা করলাম। তাদের প্রতিটি জওয়াব মনে রেখে আমি মদীনায় ফিরে এলাম। এরপর সমস্ত ঘটনা হুযুর (স.)-কে অবহিত করলাম। তিনি খুব আনন্দিত হলেন এবং এসব ঘটনা সাহাবায়ে কেরামকে (র.) শোনানোর জন্য পছন্দ করলেন। সে মতে আমি কয়েকদিন পর্যন্ত হুযুর (স.) এর খেদমতে হাযির হয়ে অনেককে সে কাহিনী শোনাতে থাকলাম।[১৮৪]

নামাযে হামলা উদ্যত আবূ জাহাল নাজেহাল হল

জামী (র.) রাসূলে পাক (স.)-এর বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের ষড়যন্ত্রের বহু ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে। এসব ঘটনায় হযরতের প্রতি অলৌকিকভাবে গায়েবী সাহায্যের উদাহরণও পেশ করেছেন। এ ধরনের একটি ঘটনার বিবরণ এরূপ -

একদিন আবু জাহল কুরাইশদের সঙ্গে ঝগড়া ও তর্কবিতর্কের এক পর্যায়ে কুরাইশদের লক্ষ্য করে বলল : আমরা এই লোকটির (হযরত মুহাম্মদ স.-এর) কাজকর্ম নিয়ে বড় বেকায়দায় পড়ে গেছি। খোদার কসম আজকের দিনের পরে যদি দেখি যে, সে আগের নিয়মে নামায পড়ছে, তাহলে একটি পাথর নিয়ে তার মাথা ভেঙে দেব। যাতে তার দূরাচার হতে রক্ষা পাই। ঐ সময় তোমরা আমাকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখতে বা আমাকে দুশমনের হাতে ন্যস্ত করতে পারবে না। তারা সবাই বড় বড় কসম খেয়ে বলল : আবুল হাকাম! কক্ষনো আমরা তোমাকে সাহায্য করা থেকে বিরত হব না। তোমাকে কিছুতেই দুশমনের হাতে তুলে দেব না। পরের দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার নামাযের জায়গায় আসলেন তখন ঐ অভিশপ্ত, হাতে একটি পাথর তুলে নিল এবং হযরতের পেছনে পেছনে যেতে লাগল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়ালেন তখন সে কাছাকাছি গেল। এ সময় তার অশুভ চেহারার রং বদলে গেল এবং দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে আসল। কুরাইশরা বলল : কি হলো হে আবুল হাকাম? বলল, আল্লাহর কসম! ওর দিক থেকে একটা পাগলা উট আমার ওপর হামলে পড়েছিল। যে উটের পিঠের উঁচা চুটালীর মত চুটালী আমি কখনো দেখি নি এবং এর মোটা তীক্ষ্ণ দাঁতের মতো দাঁতের কথা কখনো শুনি নি। যদি আরেকটু এগিয়ে আসত তাহলে আমাকে শেষ করে দিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, সে যদি সেই উটের কাছে যেত তাহলে তাকে অবশ্যই পাকড়াও করত। জিব্রাইল (আ.) আমাকে এমনটি খবর দিয়েছিলেন।[১৮৫]

---

[১৮৪] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ১৪৬-১৪৭।

[১৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

হরিণীর নালিশ ও তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা বলা

জামী (র.) বলেন : যায়দ ইবনে আকরাম (র.) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদীনার একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক বেদুইনের একটি তাবু চোখে পড়ল। তাবুটির সাথে একটি মাদী হরিণ বাঁধা ছিল। হরিণ ডাক দিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই বেদুইন আমাকে শিকার করে এনেছে। মরুভূমিতে আমার দুটি সন্তান আছে আর আমার স্তনে দুধ জমে আটকে আছে। সে আমাকে হত্যাও করছে না যে, এই কষ্ট থেকে রেহাই পাব। আর না আমাকে খোলা রাখছে, যাতে আমার সন্তানদের গিয়ে দুধ পান করাতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন যে, তোমাকে যদি ছেড়ে দেই, তাহলে তুমি কি ফিরে আসবে? বলল, হ্যাঁ, আসব। যদি আমি ফিরে না আসি তাহলে আল্লাহ আমাকে আযাব দিবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওযাসাল্লাম হরিণীকে ছেড়ে দিলেন। বেশী সময় অতিক্রান্ত না হতেই হরিণী ফিরে আসল। তখন সে জিহবা দিয়ে নিজের ঠোঁট চাটতেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হরিণীকে সেই তাবুর সাথে বেঁধে রাখলেন। হঠাৎ দেখলেন যে, বেদুইন লোকটি এক মশক পানি নিয়ে আসছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বেদুইনকে বললেন, হরিণটি কি বিক্রি দেবে? লোকটি বলল, এই হারিণ আপনার। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হরিণটিকে মুক্ত করে দিলেন। যায়দ ইবনে আকরাম বলেন যে, আল্লাহর কসম হরিণটিকে দেখলাম যে, যেতে যেতে প্রান্তর ভূমিতে সে ডাক দিচ্ছিল আর বলছিল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।[১৮৬]

আমাদের দেশে পুঁথিসাহিত্যে ও কবিগানের ধর্মীয় আসরের সূত্রে শিকারীর কাছে আটকা পড়া হরিণী রাসূলে পাককে (স.) জামিন রেখে দুগ্ধপোষ্য বাছুরদের দুধ পান করানোর বিস্ময়কর ঘটনার যে হৃদয়গ্রহী উপস্থাপনা লোকায়ত সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে সেই ঘটনার মূল্যবান তথ্যসূত্র মওলানা জামীর (র.) এই বর্ণনা। মওলানা জামী (র.) 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' গ্রন্থে এ ধরনের আরো কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

দৈহিক গড়ন ও অঙ্গশৈষ্ট্যবে ছিলেন অনুপম

জামী (র.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৈহিক সুন্দর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ গড়ন ও অঙ্গশৈষ্ট্যবের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন তার কবিতা ও গদ্য রচনায়। তন্মধ্যে 'শাওয়াহেদুন নবুয়াত' এর পঞ্চম রোকন (অধ্যায়)-এ উল্লেখ করেছেন যে, বাহ্যিক সৌন্দর্য, অঙ্গপ্রতঙ্গের সুসামঞ্জস্যতা ও শৈষ্ট্যব-সুষমা এমন ছিল যে, তার চাইতে অধিক উত্তম আর কিছু অকল্পনীয় ছিল– যা বহুসংখ্যক হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণিত।

---

[১৮৬] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ২৩৫-২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরতের (স.) গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পবিত্র দেহের গড়ন ছিল মাঝারী ধরনের উচ্চতায় ভারসাম্যপূর্ণ। এতদসত্ত্বেও লম্বা হিসাবে প্রসিদ্ধ কোন লোক যদি হযরতের (স.) সঙ্গে পথ চলত তাহলে হযরতকে (স.) তার চাইতে উচ্চ বলেই মনে হত।

তিনি যখন কথা বলতেন তখন এমন এক রোশনাই দেখা যেত, যা তাঁর দাত মোবারক হতে বিচ্ছুরিত হত। চতুর্দশী রাতে লোকেরা চাঁদের দিকে তাকাত। চাঁদের সৌন্দর্য তাঁর জগৎ উজালাকারী চেহারার মোকাবিলায় নিষ্প্রাণ মনে হত। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজরার মধ্যে একটা জিনিষ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এমন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর মোবারক নূরে হুজরা আলোকিত হয়ে গেল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার হারানো জিনিষ খুঁজে পেলেন।[১৮৭]

নবীজির (স.) দৈহিক শক্তিমত্তা ছিল অসাধারণ

জামী (রহ.) রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৈহিক শক্তিমত্তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, হযরতের দৈহিক শক্তিমত্তা সবার চাইতে বেশি ছিল। তাঁর সময়কার সবচেয়ে বীর পাহলোয়ান ছিল রোকানা ركانه। হযরত (স.) তার সঙ্গে কুস্তি ধরেন আর রোকানাকে ধরাশায়ী করেন। রোকানাকে তিনি যখন ইসলামের দাওয়াত দেন, এ ঘটনা সে সময়কার। রোকানার পিতা আবু রোকানাও ছিল জাহেলী যুগে সবচে শক্তিমান পাহলোয়ান। তাকেও তিনি ধরাশায়ী করেন। আবু রোকানা হযরতের সঙ্গে তিনবার কুস্তি ধরার প্রস্তাব দেয়। তিন বারেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু রোকানাকে ধরাশায়ী করেন।[১৮৮]

পথ চলার ভঙ্গি ছিল গতিময়

মওলানা জামী (র.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চলার গতি ও ভঙ্গির প্রশংসায় লিখেছেন :

তিনি যখন পথ চলতেন কেউ তাঁর সঙ্গে কুলাত না। (তিনি থাকতেন সবার চাইতে এগিয়ে)। আবু হুরায়রা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাইতে দ্রুত গতিতে পথ চলতে কাউকে দেখি নি। মাটি যেন তার পায়ের নিচে গুটিয়ে যেত। আমরা কষ্ট করে পথ চলতাম ।তিনি বিনা কষ্টে চলতেন; অথচ তার সমান পর্যন্ত পৌছতাম না।[১৮৯]

একই সাথে সামনে ও পশ্চাতে দেখতে পেতেন

মওলানা জামী (র.) হযরতের (স.) দৃষ্টিশক্তির অলৌকিকত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরতের (স.) চোখের দৃষ্টিশক্তি এমন ছিল যে, তিনি তার সম্মুখের দিক যেভাবে দেখতে পেতেন একই

---

[১৮৭]. মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ২৮৩

[১৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

[১৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সাথে পাশ্চাত দিকও দেখতে পেতেন। অনুরূপভাবে তিনি আলোতে যেমন দেখতে পেতেন, অন্ধকারের মধ্যেও তদ্রুপ দেখতে পেতেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত সপ্তর্ষিমন্ডলে ১১টি তারকা দেখতে পেতেন।[১৯০]

হযরতের (স.) ভাষাজ্ঞান

জামী (র.) বলেন, হযরতের (স.) ভাষার বিশুদ্ধতা ও কথার সাবলীলতা ছিল অতুলনীয়। তিনি 'জাওয়ামেউল কালিম' (সংক্ষিপ্ত কথায় অনেক ভাবার্থ প্রকাশক) ও প্রজ্ঞায় অভিনবত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আরবের সকল গোত্র ও তাদের উপজাতিদের ভাষা তিনি ভালভাবে জানতেন। প্রত্যেকের সাথে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতেন। যার ফলে অনেক সময় সাহাবায়ে কেরামের ওসব কথা বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ত। ফলে তারা ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ জানাতেন।[১৯১]

জ্ঞানের আধার চরিত্র সুষমায় অতুলনীয়

জামী (র.) হযরতের (স.) জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় হযরত (স.) এমন ছিলেন যে, কখনো কোনো মানুষ সেরূপ ছিল না। এর প্রমাণ হচ্ছে, তিনি যদিও 'উম্মী' নিরক্ষর ছিলেন ও কারো কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি; কিন্তু তার কার্যকলাপ, অবস্থাদি, চরিত্র ও আচার ব্যবহার এরূপ ছিল যে, কোনো মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সে পর্যায়ে পৌছতে পারে না। অনুরূপভাবে কারো শিক্ষাদান কিংবা কোনো বই পুস্তক অধ্যয়ন বা আহলে কিতাব (ইহুদী-খ্রিস্টান) ধর্মতাত্ত্বিকদের সঙ্গে ওঠাবসা ব্যতিরেকেই তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে এবং সকল আসমানী গ্রন্থে যা কিছু আছে তিনি জানতেন। একইভাবে জ্ঞানী মনীষীদের প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা ও পূর্ববর্তী উম্মতদের জীবনচরিত ভালভাবে জানতেন। প্রবাদবাক্যসমূহ, জন প্রশাসন, শরীয়ত ও বিধি বিধান প্রণয়ন, সুন্দর শিষ্টাচার ও প্রশংসনীয় চরিত্র আদর্শ তার মধ্যে এমনভাবে প্রকাশ পেত যে, তা হযরতের (স.) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পূর্ণতার সাক্ষ্যবহন করত। তাও এমনভাবে যে, তা মানবীয় শক্তির বাইরে বলে প্রতীয়মান হত। অনুরূপভাবে হযরতের (স.) যাবতীয় চরিত্র যেমন সহনশীলতা, ক্ষমা, দানশীলতা, বীরত্ব, লজ্জা, লোকজনের সঙ্গে সুন্দর সামাজিকতা এবং সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া, মায়া ও সংবেদনশীলতা, ওয়াদা পালন, আত্মীয়তা রক্ষা, বিনয়, ইনসাফ, আমানতদারী, পূত চরিত্র, সততা, সম্ভ্রম, ভদ্রতা, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ, অল্পেতুষ্ট প্রভৃতি সুন্দর চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলী তাঁর মধ্যে এমন ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল যে, তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু কল্পনার বাইরে ছিল। এর বিস্তৃত বিবরণ কিতাবসমূহে সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে।[১৯২]

---

[১৯০]. মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ. ২৮৬।
[১৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।
[১৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তব রূপায়ণ

মাওলানা জামী (র.) নবীজীর ওফাত লাভের পর প্রকাশিত বহু ঘটনাকে নবীজীর নবুয়তের সাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সবচে প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা হচ্ছে ,হযরত (স.) যেভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন সে হিসেবে রাশেদার যুগের খলিফাগণ হযরতের স্থলাভিষিক্ত হন, যা হযরতের (স.) প্রতিটি উক্তি বাস্তব ও সত্য হওয়ার ঐতিহাসিক প্রমাণ । ঘটনাটি ছিল: হযরত রাসূল (স.) এক ব্যক্তিকে কয়েক উটের বোঝাই খেজুর দান করেন। লোকটি এত বড় দান পাওয়ার পর বলল: ইয়া রাসূলালাহ! আমার ভয় হয়, আপনার অবর্তমানে কেউ আমাকে এই দান হয়ত প্রদান করবেন না। রাসূল (স.) বললেন: হয়ত দেবে। লোকটি বলল: কে দেবেন? রাসূল (স.) বললেন: আবু বকর। লোকটি এ কথা আমীরুল মু'মেনীন আলী (ক.) এর কাছে গিয়ে বলল। তিনি বললেন: তুমি ফিরে যাও এবং জিজ্ঞাসা কর যে, আবু বকর(র.) এর পরে আমাকে তা কে দেবেন? রাসূল (স.) বললেন যে, উমর ইবনে খাত্তাব দেবে। আমীরুল মু'মেনীন আলী (ক.) পুণরায় বললেন যে, গিয়ে জিজ্ঞেস কর উমরের (র.) পর কে প্রদান করবেন? রাসূল (স.) বললেন : ওসমান। একথা শোনার পর তিনি (আলী) নীরব হয়ে গেলেন।[১৯৩]

ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুলাহ (স.) এর পর যারা পর্যায়ক্রমে হযরতের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করেন, তারা ছিলেন আবূ বকর (র.), উমর (র.) ও ওসমান (র.)। অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হযরতের ইঙ্গিত হুবহু বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

খলিফাদের জীবন থেকে নবুয়াতের সাক্ষ্য

মাওলানা জামী (র.) হযরতের (স.) খলীফা, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, এমন কি পরবর্তী বুযুর্গগণের জীবনে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা বা কারামতকেও রাসূলুল্লাহ (স.) এর নবুয়তের সাক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেননা, রাসূলের (স.) সাহচর্য বা শিক্ষার প্রভাব থেকেই তাদের জীবনে এই সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। এ ধরনের একটি ঘটনা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (র.) এর মৃত্যু ও দাফন সম্পর্কিত। জামী বলেন: মৃত্যুকালে আবু বকর (র.) ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমার কফিন তোমরা রাসূলে করীম (স.) এর রাওযার সামনে নিয়ে যাবে এবং বলবে: 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আবু বকর সিদ্দীক আপনার দরবারে হাজির হয়েছে।' যদি এজাযত মিলে ও দরজা খুলে যায়, তাহলে প্রবেশ করাবে। অন্যথায় আমার লাশ বাকী'তে (কবরস্থানে) নিয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন: যখন আবু বকরের ওসিয়ত অনুযায়ী আমল করা হল, তখন ঐ শব্দগুলো বলা শেষ হবার আগেই দরজার পর্দা সরে গেল এবং ভেতর থেকে আওয়ায ভেসে আসল। আমরা সবাই এই আহবান শুনতে পেলাম যে, 'বন্ধুকে বন্ধুর কাছে নিয়ে এসো।'

এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (র.) হতেও একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন মাওলানা জামী (র.)। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (র.) বলেন যে, আবু বকর সিদ্দীক (র.) এর ইন্তিকালের পর

---

[১৯৩] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ: ২৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

কতক লোক বলল যে, তাঁকে শহীদগণের মাঝে নিয়ে দাফন করি। কেউ কেউ বলছিল যে, বাকী'তে (কবরস্থানে) নিয়ে দাফন করা হোক। আমি বললাম যে, আমার নিজ কামরায় আপন বন্ধুর পাশেই দাফন করব। আমরা এ বিষয় নিয়ে মতভেদ করছিলাম। তখন আমার ওপর নিদ্রা প্রবল হলে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম যে, কেউ বলছিল: ضموا الحبيب الى الحبيب

'বন্ধুকে বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।' জাগ্রত হবার পর দেখলাম যে, সবাই সে আওয়ায শুনতে পেয়েছে। এমনকি মসজিদে সমবেত লোকেরাও সে আওয়ায শুনতে পেয়েছিল।[১৯৪]

উল্লেখ্য যে, নবী করীম (স.) এর ইন্তিকালের পর রাসূলকে (স.) হযরত আয়েশার (র.) কামরায় দাফন করা হয়। সে অনুযায়ী সিদ্দীকে আকবরকে নবীজীর পাশে দাফন করা হয়। তবে নবীজীর সম্মানার্থে আবু বকরের (র.) মাথা তাঁর কাঁধ বরাবর রেখে দাফন করা হয়। মদীনায় রওযা মোবারক যেয়ারতের সময় এখনো সবাই তাই হযরতের সমনে সালাম দেয়ার পর ডান দিকে একটু সরে গিয়ে আবু বকর সিদ্দীককে (র.) সালাম দেয়। তারপর একটু ডানে সরে গিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে সালাম দেয়। কারণ, আবু বকরের (রা.) সন্মানার্থে তাঁকেও কাঁধ বরাবর সরিয়ে এনে দাফন করা হয়।

নবীজীর (স.) প্রতি অবজ্ঞা পোষণকারীর শাস্তি

মাওলানা জামী (র.) নবী করীম (স.) এর প্রশংসায় এমন কিছু ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। যে সব ঘটনায় রাসূলে খোদার (স.) প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা পোষণ করায় আল্লাহর পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি আপতিত হয়েছে। এ ধরণের একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে মান্দাই ইসফাহানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহ-এর বরাতে। তিনি আসমায়ে সাহাবা গ্রন্থের প্রণেতা। এ ছাড়াও হাদীস শাস্ত্রে আরো বেশী কিছু রচনা তাঁর রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আমি সিরিয়ায় হাদীস শাস্ত্রের এক শায়খ এর দরবারে হাযির হই। উদ্দেশ্য, তাঁর কাছ থেকে হাদীস শোনা ও শিক্ষা লাভ করা। দেখতে পেলাম যে, তিনি নিজের সম্মুখে একটি পর্দা বেঁধেছেন। আমি বসে পড়লাম এবং পর্দার পিছন থেকে তাঁকে হাদীস শোনাতে লাগলাম। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে, তিনি সম্মুখে পর্দা কেন ঝুলিয়েছেন? হাদীস পাঠ যখন শেষ হলো এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমি ইবনে মান্দা, তখন বললেন- হে আবু আব্দুলাহ! তুমি কি কিছু জান? আমি কেন পর্দার আড়ালে বসে আছি? বললাম-না। বললেন- আমি তোমাকে বিষয়টি জানিয়ে রাখছি। কারণ, তুমি একজন জ্ঞানী লোক এবং হাদীস চর্চাকারী ঘরাণার মানুষ। আমি একদিন আমার এক শায়খের সামনে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমার সামনে এই হাদীসটি পড়ছিলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন যে, اما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله تعالى رأسه رأس الحمار উক্ত শায়খ হাদীসটির পুণরাবৃত্তি করেন এবং বিভিন্ন সূত্রে এটি রেওয়ায়েত করেন। আমার মধ্যে যে দূর্ভাগ্য ছিল, তার কারণে আমার মনে এই সন্দেহ জাগল যে, এটা কেমন করে হতে পারে? সে রাতে যখন ঘুমালাম এবং সকালে জাগ্রত হলাম, তখন আমার মাথাটি গাধার মাথার মত হয়ে গেল। এ কারণে ওলামায়ে কেরামের মজলিসে হাযির হওয়া হতে মাহরূম হয়ে যাই। তালেবে এলম (ছাত্রদের) মধ্য হতে যে আমার কাছে আসে, আমি তার সাথে

---

[১৯৪] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ.৩১০-৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

পর্দার আড়াল হতে কথা বলি। আমি যেহেতু তোমাকে ইলম ও আমল-ওয়ালা লোক হিসেবে জানি, সেহেতু এই রহস্যটি তোমার কাছে ব্যক্ত করছি। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা কর যে, যতদিন যিন্দা আছ, কাউকে এই রহস্য কথা বলবে না। আমি মারা গেলে বলবে। যাতে লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের হাদীস পড়ার সময় আদবের সাথে থাকে এবং মনে কোন রূপ সন্দেহ স্থান না দেয়। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করলাম। তখন তিনি তাঁর সম্মুখ হতে পর্দাটি উঠালেন এবং নিজেকে দেখালেন। তাঁর দেহ ছিল মানুষের দেহের মত। আর মাথা ছিল গাধার মাথার মতো। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন এ কথা আমি কাউকে বলিনি।[১৯৫]

আল্লাহর পরে তিনিই শ্রেষ্ঠ

'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ ম'মিন হবে না, যতক্ষণ আমি (রাসূল স.) তোমাদের কাছে তোমাদের নিজের, আপন সন্তান- সন্ততি, পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হবো।'[১৯৬]-নবী করীম (স.) এর এই ঘোষণা অনুযায়ী রাসূল (স.) এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে এই ভালবাসা দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ এত অতিরঞ্জিত করে যে, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.) এর বেলায় যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, নবীজি (স.)-কেও তাঁর কাছাকাছি প্রশংসায় সিক্ত করা হয়। আবার অনেকে তাওহীদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে হযরতের (স.) মর্তবাকে খাটো করে। এ পর্যায়ে ভারসাম্যপূর্ণ আকীদাটি আমরা পাই মাওলানা আব্দুর রহমান জামীর (স.) কাছ থেকে। আমাদের দেশে মীলাদুন্নবী (স.) মাহফিল সমূহের সমাপনীতে আরবী ভাষায় একটি চতুষ্পদী পাঠ করা হয়। এর রচয়িতা নিঃসন্দেহে মাওলানা জামী (র.)। ওলামায়ে কেরামের মুখেমুখে এর চর্চা হলেও কোন গ্রন্থে এর লিখিত রূপ এ পর্যন্ত খুঁজে পায় নি। আমার অব্যাহত গবেষণায় কোন সূত্র পেলে তা সংযোজন করব। তবে বর্ণনা পরম্পরায় এই চতুষ্পদীটির আবেদন কালজয়ী ও অকাট্য ।মাওলানা জামী (র.) বলেন:

يا صاحب الجمال ويا سيد البشر
من وجهک المنير لقد نور القمر
'হে সৌন্দর্যের আধার! ওহে মানব জাতির সর্দার!
আপনার উজ্জল চেহারার সৌন্দর্যে চাঁদনী আলোকিত।
لا يمكن الثناء كما كان حقه
بعد از بزرگ توئی قصه مختصر
আপনার যেরূপ প্রশংসা উচিত, সেরূপ কারো সাধ্য নাই,
আল্লাহর পরে আপনিই শ্রেষ্ঠ, কথা এখানে শেষ ।

---

[১৯৫] মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ , পৃ.৪৫৪।

[১৯৬] ইমাম হোসাইন বিন মসউদ আল-ফাররা আল-বাগবী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৬, ১ম খন্ড হাদীস নং ৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

যে সব মহামনীষি ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা ও মননকে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করে ভবিষ্যতের আলোকোজ্জল পথ রচনা করেছেন; মাওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.) তাঁদের একজন। ফার্সী ও আরবী সাহিত্যে অসামান্য অবদানসহ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসাকে নানা আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলে তিনি মুসলিম সমাজের চিন্তা ও চেতনাকে যেভাবে অলংকৃত করেছেন আমরা তাঁর একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরতে পেরেছি - আলহামদু লিল্লাহ। বিশেষ করে জামী (র.) রচিত মূল গ্রন্থাবলী, কবিতাসমগ্র ও ইরানী গবেষকদের রচিত ফার্সী ভাষার গ্রন্থাবলী চয়ন করে প্রাথমিক সূত্র হতে সরাসরি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারায় এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে আমার আত্মবিশ্বাস।এই গবেষণাকর্মটি আমাদের মন, ঈমান ও চরিত্রকে সুন্দর করবে এবং নবী (স.) এর প্রেমের সূত্রে সমাজ জীবনে প্রেম-ভালবাসার আবহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

একটি কথা রূঢ় হলেও সত্য যে, নানা কারণে বাংলাদেশের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ ও মূল্যবোধে দীর্ঘকাল থেকে বিরাজিত প্রেমপ্রীতির ওপর বর্তমানে এক প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ইসলামকে আল্লাহ ও রাসূলের (স.) ভালবাসা-শূণ্য নিছক আচার -অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করার একটা প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। এর ফলে এক শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ লোকের মধ্যে রুক্ষতার প্রাদুর্ভাব ঘটছে, যার ভয়াবহ একটি রূপ হচ্ছে ধর্মের দোহাই দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা। একে রোধ করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়, আবহমান কাল হতে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণে বিদ্যমান প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার পূণঃ প্রসার ঘটানো।তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের (স.) প্রেমের পথ ধরে এর ফল্গুধারা আমাদের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনকে কলুষমুক্ত রাখতে পারবে। কাজেই জামীর মতো মনীষীদের রাসূল (স.) প্রেম, ভক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা যত ব্যাপক হবে, দেশ ও জাতি ততই উপকৃত হবে। আমার এ ক্ষুদ্র অথচ মৌলিক গবেষণা দেশ ও জাতির এই খেদমতে নিবেদিত হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

জীর্ণশীর্ণ পোষাক পরিধান এবং শাফায়াতের নূর আহরণের চেষ্টা

কবিতাটি 'সিলসিলাতুয যাহাব' কাব্য সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত 'ইউসুফ-যুলায়খা' কাব্যগ্রন্থের শুরুর দিকের একটি না'ত। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, (অত্র অভিসন্দর্ভ পৃ. ৭৭-৭৮) মওলানা জামীর ইচ্ছা ছিল হজ্ব সম্পন্ন করার পর মক্কা হতে মদীনায় যাবেন এবং রওযায়ে আকদাসের কাছে দাঁড়িয়ে মনের আকুতি উজাড় করে এই না'তটি সরওয়ারে কায়েনাত এর দরবারে হাদীয়া হিসেবে বিনয়াবনত মস্তকে পাঠ করবেন। কিন্তু মক্কা হতে রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে মক্কার শাসক স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলে পাক (স.) তাঁকে আদেশ দিচ্ছেন, আব্দুর রহমান জামী আমার যিয়ারতের জন্যে আসতে চাচ্ছে। তাঁকে আসতে দিও না। জামী (র.) বাধাগ্রস্ত হয়ে পূণরায় গোপনে রওয়ানা হবার চেষ্টা করেন। এবারও মক্কার গভর্ণর একই রূপ স্বপ্নে দেখেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আটক করে জেলে দেয়া হয়। রাসূলে পাক(স.) আবার স্বপ্নে দেখান যে, জামীর প্রতি তোমরা রূঢ় ব্যবহর কর না। সে কোনো অপরাধী নয়; বরং তার ইচ্ছা ছিল আমার যেয়ারতে আসবে এবং আমার সম্মুখে তার একটি না'ত পড়ে শোনাবে। তখন না'ত এর হৃদয়-কাড়া টানে আমাকে আল্লাহর শাশ্বত বিধান ভঙ্গ করে হাত বের করে দিয়ে সাক্ষাতপ্রার্থীর সাথে হাত মিলাতে হত। তাই তাকে আসতে বাধা দেয়ার জন্যে বলেছি। এই স্বপ্নের পর মক্কার শাসক জামীর প্রতি সদয় ও সশ্রদ্ধ আচরণ করেন। এই দীর্ঘ ফার্সী না'তটির কাঁচা হাতের অনুবাদ পেশ করার দু:সাহস দেখানো হলো।

زمهجوری بر آمد جان عالم ترحم یا نبی الله ترحم

আপনার বিরহে জগতের প্রাণ ওষ্ঠাগত

দয়া কর হে আল্লাহর নবী! অনুগ্রহ দেখাও।

نه آخر رحمة للعالمینی زمحرومان چرا فارغ نشینی

আপনি কি জগতসমূহের রহমত নন?

বঞ্চিতদের তাহলে কিভাবে ভুলে থাকবেন?

زخاک ای لاله سیراب برخیز چو نرگس خواب چند از خواب برخیز

মাটির বুক চিরে হে টিউলিপ! উঠুন আপন সজিবতায়

নার্গিস ফুলের মত ঘুম আর কতকাল? জাগ্রত হোন।

برون آور سر از برد یمانی که روی تست صبح زندگانی

আপনার শির মোবারক বের করুন ইয়ামেনী চাদর সরিয়ে

কেননা আপনার চেহারার দর্শন যে জীবনের প্রভাত।

شب اندوه ما را روز گردان زرویت روز ما فیروز گردان

আমাদের দুশ্চিন্তার রজনীকে বদলে দিন দিবসে

Dhaka University Institutional Repository

আপনার চেহারার ঝলকে আমাদের জীবন হোক উজালা।

بتن در پوش عنبر بوی جامه بسر بر بند کافوری عمامه

আপনার গায়ে পরিধান করুন মেশকে আম্বরে সুরভিত জামা।

আপনার মাথায় বাঁধুন কর্পুর-সুবাসিত পাগড়ি

فرو آویز از سر گیسوان را فگن سایه بپا سرو روان را

আপনার শির মোবারক হতে ছেড়ে দিন মায়াবী অলকগুচ্ছ

চলন্ত দেবদারু তুল্য সুদর্শন শরীরের ছায়া বিস্তার হোক তাতে।

হযরতের (স.) সদয় পদচারণার আকুতি জানিয়ে জামী (র.) আরো বলেন-

ادیم طایفی نعلین پا کن شراک از رشتهٔ جانهای ما کن

আপনার পায়ে দিন তায়েফী চামড়া নির্মিত পাদুকা,

আমাদের হৃদপিন্ডের রগগুলো হোক সে পাদুকার ফিতা।

جهانی دیده کرده فرش راهند چو فرش اقبال پا بوس تو خواهند

আপনার আগমন প্রত্যাশায় গোটা জগত দৃষ্টি বিছিয়েছে ফারাশ রূপে

আপনার পদচুম্বন করে ধন্য হবার প্রতীক্ষায় অধীর জগৎ।

زحجره پای در صحن حرم نه بفرق خاک ره بوسان قدم نه

দয়া করে হুজরা হতে পা মোবারক হেরেমের আঙ্গিনায় রাখুন,

আপনার গলির ধুলি চুমে চুমে যারা এসেছে তাদের তুলির ওপরে রাখুন।

بده دستی زپا افتادگان را بکن دلداری دل داده گان را

অচল হয়ে পড়াদের দিকে দয়ার হাত প্রসারিত করুন

যারা আত্মহারা অবোধ তাদের একটু আদরের পরশ দিন।

اگر چه غرق دریای گناهیم فتاده خشک لب بر خاک راهیم

জানি আমরা গোনাহের সাগরে নিমজ্জমান, তবুও যে

পিপাসার্ত ওষ্ঠাগত পড়ে আছি পথের ধুলিতে।

تو ابر رحمتی آن به که گاهی کنی برحال لب خشکان نگاهی

তাই ভাল হয় যদি তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগতপ্রাণদের প্রতি

আপনার রহমতের বাদল বর্ষিত হয়, সুনজর দেয়।

خوش آن کز گرد ره سویت رسیدیم بدیده گردی از کویت کشیدیم

বড় সৌভাগ্য হত যদি হামাগুড়ি দিয়ে আসতে পারতাম

আমার নয়নে আপনার গলির ধুলির সুরমা লাগাতাম।

Dhaka University Institutional Repository

بمسجد سجدۂ شکرانه کردیم چراغت را زجان پروانه کردیم

মসজিদে নববীতে শোকরানা সিজদায় লুটিয়ে পড়তাম,

মসজিদের চেরাগে প্রাণ পতঙ্গের মতো পুড়ে ফেলতাম।

بگرد روضه ات گشتیم گستاخ دلی چون پنجره سوراخ سوراخ

আপনার রওজার চারিধারে প্রেম উন্মাদনায় চক্কর দিতাম,

আমার এ দিল যে বিরহে পিঁজরার মত ছিদ্র ছিদ্র ।

زدیم از اشک ابر چشم بیخواب حریم أستان روضه ات آب

বিনিদ্র চোখের অশ্রুর মেঘমালা হতে তারপর-

আপনার রওজার আস্তানায় পানি সিঞ্চন করতাম।

گهی رفتیم از آن ساحت غباری گهی چیدیم ازو خاشاک خاری

কখনো সাফ করতাম সেই আঙ্গিনার ধুলোবালি

কখনো তার খড়কুটোর কাঁটা বেছে বেছে তুলতাম।

از آن نور سواد دیده دادیم وزین بر ریش دل مرهم نهادیم

সেই নূর দিয়ে আমার নয়নের জ্যোতি বাড়াতাম

আর এগুলো দিয়ে বিক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ দিতাম।

بسوی منبرت ره بر گرفتیم زچهره پایه اش در زر گرفتیم

আপনার মিম্বর পানে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতাম

হলুদাভ চেহারার রঙে তার পায়াগুলো স্বর্ণালী বানাতাম।

زمحرابت بسجده کام جستیم قدمگاهت بخون دیده شستیم

আপনার মেহরাবে সিজদায় লুটে মনের সাধ মিটাতাম

আপনার কদমের জায়গা আমার অশ্রুর রক্তে ধুইতাম।

بپای هر ستون قد راست کردیم مقام راستان درخواست کردیم

প্রতিটি খুঁটির পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম শ্রদ্ধায় আদবের

সত্যনিষ্ঠদের পথে চলবার সামর্থের সেথা আর্জি জানাতাম।

زداغ آرزویت با دل خوش زدیم از دل بهر قندیل آتش

আপনাকে চাওয়ার ব্যথায় প্রফুল্ল হৃদয়ে আমার

হৃদয়ের আগুনে মসজিদের চেরাগে আগুন জ্বালাতাম।

کنون گر تن نه خاک آن حریم ست بحمد الله که جان آنجا مقیم ست

যদিও এই দেহ এখন মদীনার হেরেম শরীফে নেই,

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর শোকর যে, আমার প্রাণ পড়ে আছে ওখানেই।

بخود در مانده ایم از نفس خود رای ببین درماندۀ چند و ببخشای

স্বেচ্ছাচারী নফসের কারণে নিজের কাছেই আমি ক্লান্ত

এ ক্লান্ত অক্ষমের প্রতি দয়াদৃষ্টি দিন,ক্ষমা করুন আমাকে।

اگر نبود چو لطفت دستیاری زدست ما نیاید هیچ کاری

আপনার দয়ার হাত যদি প্রশস্ত না হয় হযরত

আমার পক্ষে কোনো কাজ হাসিল হবে না কিছুতেই।

قضا می افکند از راه ما را خدا را از خدا درخواه ما را

ভাগ্যের দুর্বিপাক বারেবারে আমাকে অচল করে ফেলেছে

আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমাদের তরে।

که بخشد از یقین اول حیاتی دهد آنگه بکار دین ثباتی

তিনি যেন প্রথমত দান করেন একীনের জীবন

এরপর দ্বীনের কাজে দেন অবিচলতা অটুট মন।

چو هول روز رستاخیز خیزد بآتش آب روی ما بریزد

উত্থান দিবসের ভয়াবহতা যখন উত্থিত হবে

আগুনের হলকায় আমাদের মান ইজ্জত ভুলণ্ঠিত হবে।

کند با اینهمه گمراهی ما ترا اذن شفاعت خواهی ما

আমাদের এত গোমরাহী সত্ত্বেও যেন

শাফায়েতের ঝাণ্ডা হাতে আমাদের দরদী হন।

چو چوگان سر فگنده آوری روی بمیدان شفاعت امتی گوی

কোঁকড়ানো লাঠির মতো শির ঝুঁকে আসবেন আপনি

শাফায়াতের ময়দানে মুখে থাকবে উম্মতি উম্মতি!

بحسن اهتمامت کار جامی طفیل دیگران یابد تمامی

আপনার নেক নজরে জামীর সকল কাজ যেন

অন্য নেক বান্দাদের তোফাইলে হয়ে যায় সুসম্পন্ন।[১৯৭]

---

[১৯৭]. মওলানা আব্দুর রহমান জামী (র.), *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*,তেহরান, ইরান , ২০০০ ,পৃ. ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

ঐতিহাসিক কারনে আমাদের দেশে বর্তমানে ফার্সী ভাষার চর্চা একেবারে সীমিত। নতুন প্রজন্মের আলেমরাও সাধারণত ফার্সী ভাষা বুঝেন না। সর্ব সাধারণের কথা তো এখানে বাদ। এতকিছুর পরও আমাদের দেশে ধর্মীয় মাহফিলে মজলিসে ফার্সী বয়েত ও গযল আবৃত্তি করা হলে সাধারণ লোকের মনও আকুল হয়ে ওঠে। ফার্সীর অর্থ ও আবেদন না বুঝলেও তার সুর-ঝংকার ও বাঙ্ময়তায় হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়, আধ্যাত্মিক ভাবরসে দুলতে থাকে দেহ ও মন। সাধারণত মাহফিলের শুরুতে রাসূল (স.)-এর প্রশংসায় রচিত জামীর না'তে রাসূল গীত হয় প্রাণ উজাড় করা আকুতি মিশিয়ে। না'তের দু-একটি ধর্মীয় পরিভাষা ও সুর মূর্ছনায় আবেগের তরীতে দোল খেয়ে শ্রোতাদের মন ডুবে যায় ভাবের দরিয়ায়। বহুল প্রচলিত একটি গযল এখানে উল্লেখ করা হলো জামির রাসূল (স.) প্রশস্তির স্বরূপ অনুধাবনের সুবিধার্থে।

এই গযলে জামীর চেতনায় নবীজি (স.) হলেন নূর, জ্যোতির আধার। শুধু তাই নয় সৃষ্টির সকল নূর তাঁর নূর থেকেই সৃষ্ট, গোটা জগত তাঁর আলোতেই আলোকিত। তাঁকে বুকে নিয়ে গোটা পৃথিবী পরম ভালবাসায় শান্ত সমাহিত। আকাশ তাঁর প্রেমে উন্মাতাল। বুকে ধারণ করতে না পারার বেদনায় যেন বেকারার, ঘুর্ণায়মান। তাঁর প্রশংসায় সর্বোচ্চ শব্দের গাঁথুনি ব্যবহার করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা। বলেছেন: তিনি অতি প্রশংসিত মুহাম্মদ, আহমদ ও মাহমূদ। অস্তিত্ব জগতের সকল সৃষ্টি তাঁর তোফাইলে অস্তিত্ববান। তাঁর বদৌলতেই সকল চোখ জ্যোতি পেয়েছে, সবকিছু দৃষ্টিবান। জামী বলেন, আদম (আ.) যদি মুহাম্মদ (স.) এর নামের ওসিলা না ধরতেন তাহলে বেহেশত হতে দুনিয়াতে নির্বাসিত হবার পর তাঁর তওবা কবুল হত না। তাঁর নামের ওসিলা বিনে নূহ (আ.)-ও প্রলয়ংকরি প্লাবনের কবল হতে রেহাই পেতেন না। আইয়ুব (আ.) এর ধৈর্য, মূছা (আ.) আর শুভ্রহাত, ইউসুফ (আ.) এর রূপমাধুরি নবীজির (স.) নূরের কল্যানেই। তাঁর মহিমা আরো উর্ধ্বে মানুষের কল্পনার বাইরে। কুরআন মজিদে তাঁর সাক্ষ্য রয়েছে নানা উপমা উৎপ্রেক্ষায়। এখন সরাসরি না'তটি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করব।

وصل الله على نور كزو شد نور ها پيدا

زمين از حب او ساكن فلک در عشق او شيدا

আল্লাহর অফুরান রহমত সে নূরের প'রে, সকল নূরের সৃষ্টি যে নূর হতে।

যমীন তাঁর ভালবাসায় প্রশান্ত স্থিত, আকাশ তাঁর প্রেমে উন্মাতাল।

محمد، احمد و محمود كه وى را خالقش بستود

ازو شد بود هر موجود وزو شد ديدها بينا

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ, আহমদ ও মাহমূদ নামে যাঁর প্রশংসা করেছেন স্বয়ং সৃজনকর্তা,

অস্তিত্বের যতকিছু তাঁর থেকে সৃজিত, সকল চোখ তাঁর জ্যোতিতে দৃষ্টিবান।

از او در هر تنی ذوقی وزو در هر دلی شوقی

ازو در هر زبان ذکری وزو در هر سری سودا

প্রতিটি দেহে তাঁরই প্রেমাবেগ, প্রতিটি প্রাণে তাঁরই রোমাঞ্চ।

প্রতিটি মুখে তাঁরই জপনা, প্রতিটি মস্তিষ্কে তাঁরই মত্ততা।

اگر نام محمد را نیاوردی شفیع آدم

نه آدم یافتی توبه نه نوح از غرق نجینا

মুহাম্মদের নামের উসিলা যদি না হত, কবূল হত না আদমের তওবা,

নূহ নবীও উদ্ধার পেতেন না প্রলয়ংকরি প্লাবনের করালগ্রাস হতে।

نه ایوب آن شکیبایی نه یوسف آن دل آرایی

نه عیسی آن مسیحایی نه موسی آن ید بیضا

আইয়ুব পেতেন না ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা, ইউসুফ পেতেন না ভুবনমোহিনী রূপ,
ঈসা পেতেন না মৃতকে জীবিত করার শক্তি, মূসাও পেতেন না শুভ্রহাত।

دو چشم نرگسینش را که ما زاغ البصر خوانند

دو زلف عنبرینش را که والليل اذا يغشى

নার্গিস বরণ দু'নয়নকে তাঁর বলা হয় 'মা যাগাল বসর'[১৯৮]

মেশ্‌ক-সুরভিত দুই অলকগুচ্ছের উপমা 'ওয়াল্লাইলি ইযা ইয়াগশা'।[১৯৯]

ز سر سینه اش جامی الم نشرح لک برخوان

زمعراجش چه برخوانی که سبحان الذی اسری

তাঁর বুকের রহস্য জানতে চাও তো 'আলাম নাশরাহ লাকা'[২০০] পাঠ কর,

তাঁর মে'রাজের রহস্য লুকানো 'সুবহানাল্লাযি আসরা'য়[২০১] দেখ।

---

[১৯৮] হযরত (স.) যখন মে'রাজে আল্লাহর দর্শনে গিয়েছিলেন তখন 'তাঁর দৃষ্টি বিচলিত কিংবা বিভ্রান্ত হয়নি'- কুরআন মজীদের এ স্বাক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (আল কুরআন ৫৩:১৭)।

[১৯৯] আল্লাহ তাআলা যে শপথ করেছেন 'রাতের শপথ যখন আঁধারি নেমে আসে' (আল কুরআন ৯২:১) জামী বলেন, তাতে হযরতের দুই অলকগুচ্ছের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[২০০] হযরতকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক বলেছেন ' আমি কি আপনার বক্ষকে প্রসারিত করে দেই নি?' (আল কুরআন- ৯৪:১)।

[২০১] 'অতি পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আপন বান্দাকে রাতের কিছু অংশে মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসার দিকে নিয়ে গেছেন'- (আল কুরআন ১৭:১)। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'লার এ সাক্ষ্য হযরতের অকল্পনীয় সুবিশাল ব্যক্তিত্বের চিরন্তন প্রমাণ।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-১

শিল্পির কল্পনায় মওলানা জামীর(র.) প্রতিকৃতি[২০২]

[২০২] সূত্র, আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-২

আফগানিস্তানের হেরাতে মওলানা আব্দুর রহমান জামীর মাযার।[২০৩]

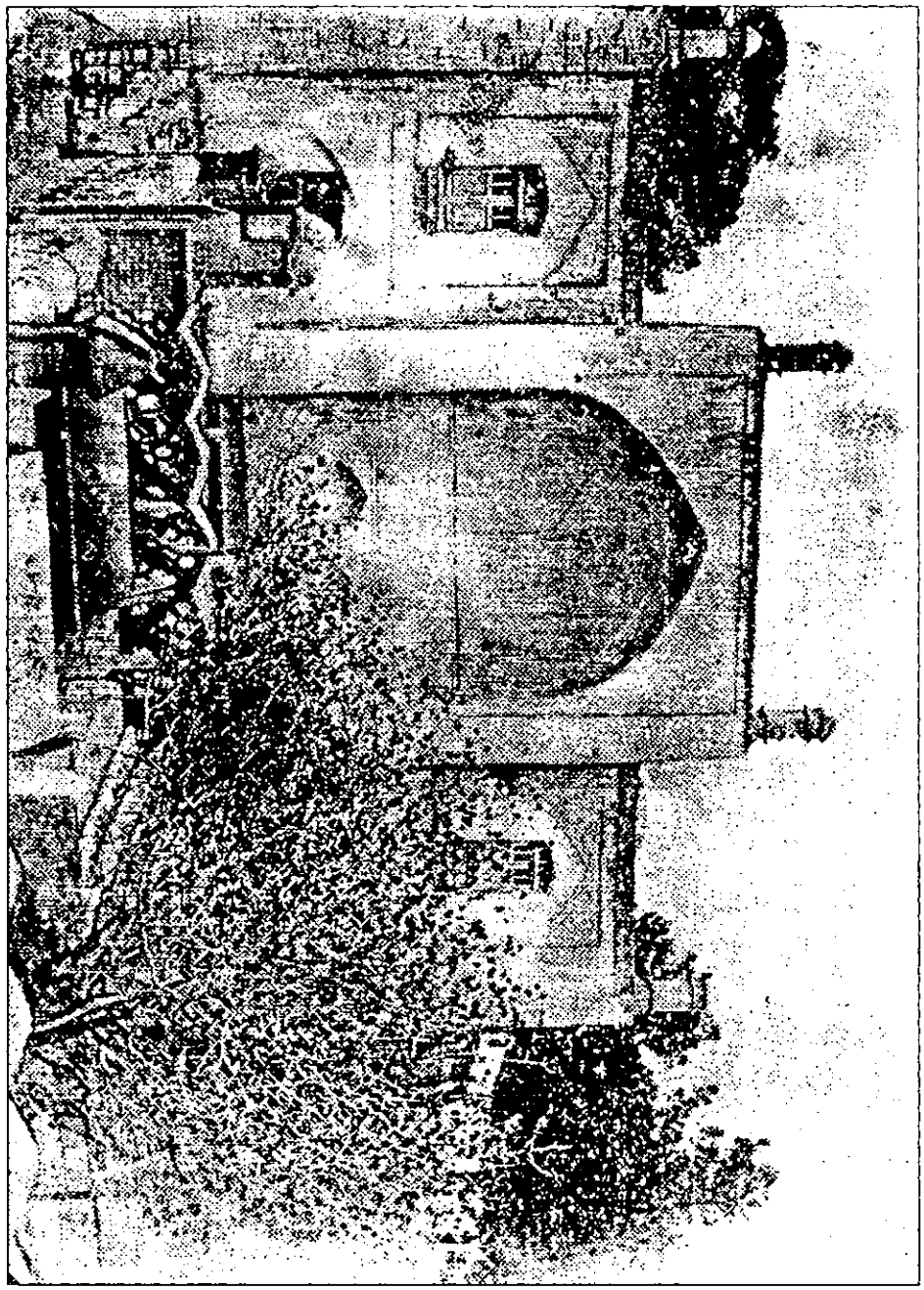

[২০৩] সূত্র, আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূশ প্রকাশনী, তেহরান ,ইরান, ১৯৮৪ , পৃ.২।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-৩

প্রাচীন মুদ্রণের নাফাহাতুল উন্‌সের নমুনা

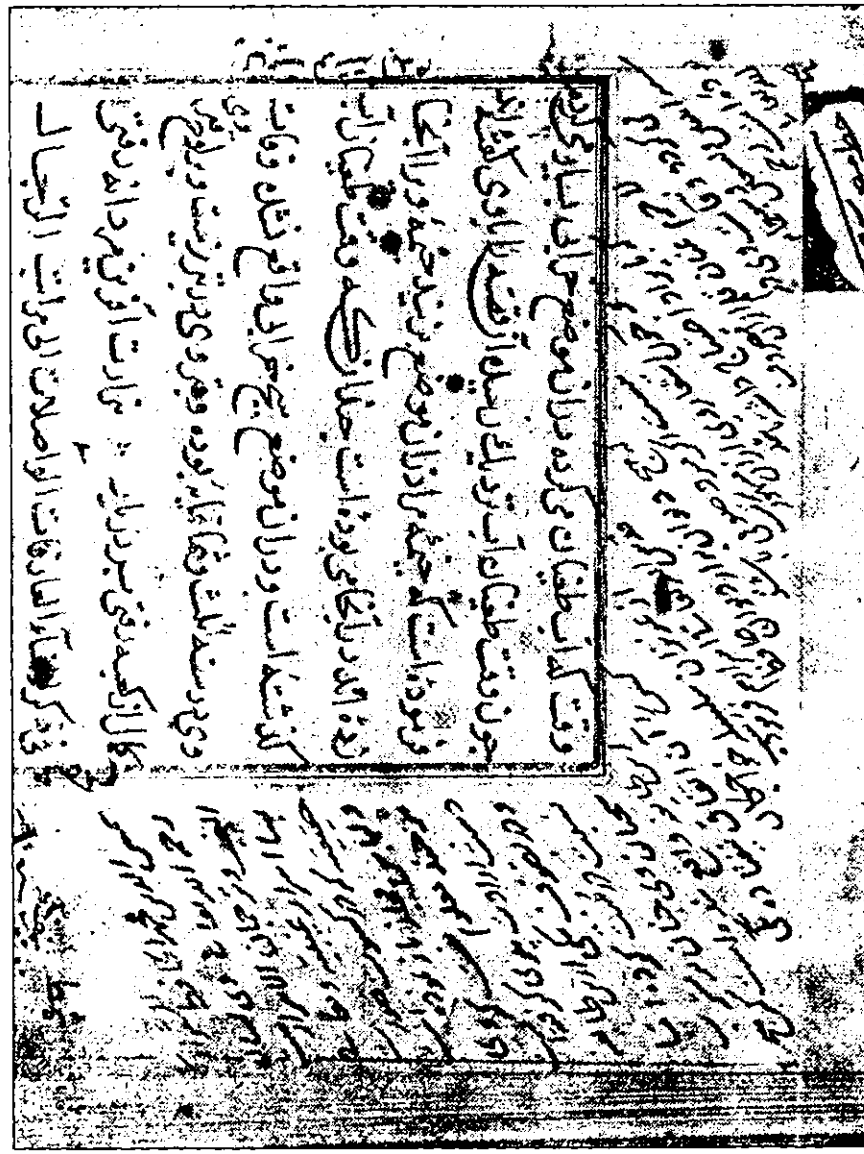

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-৪

মওলানা আব্দুর রহমান জামীর আশআতুল লোমআত এর প্রচ্ছদ

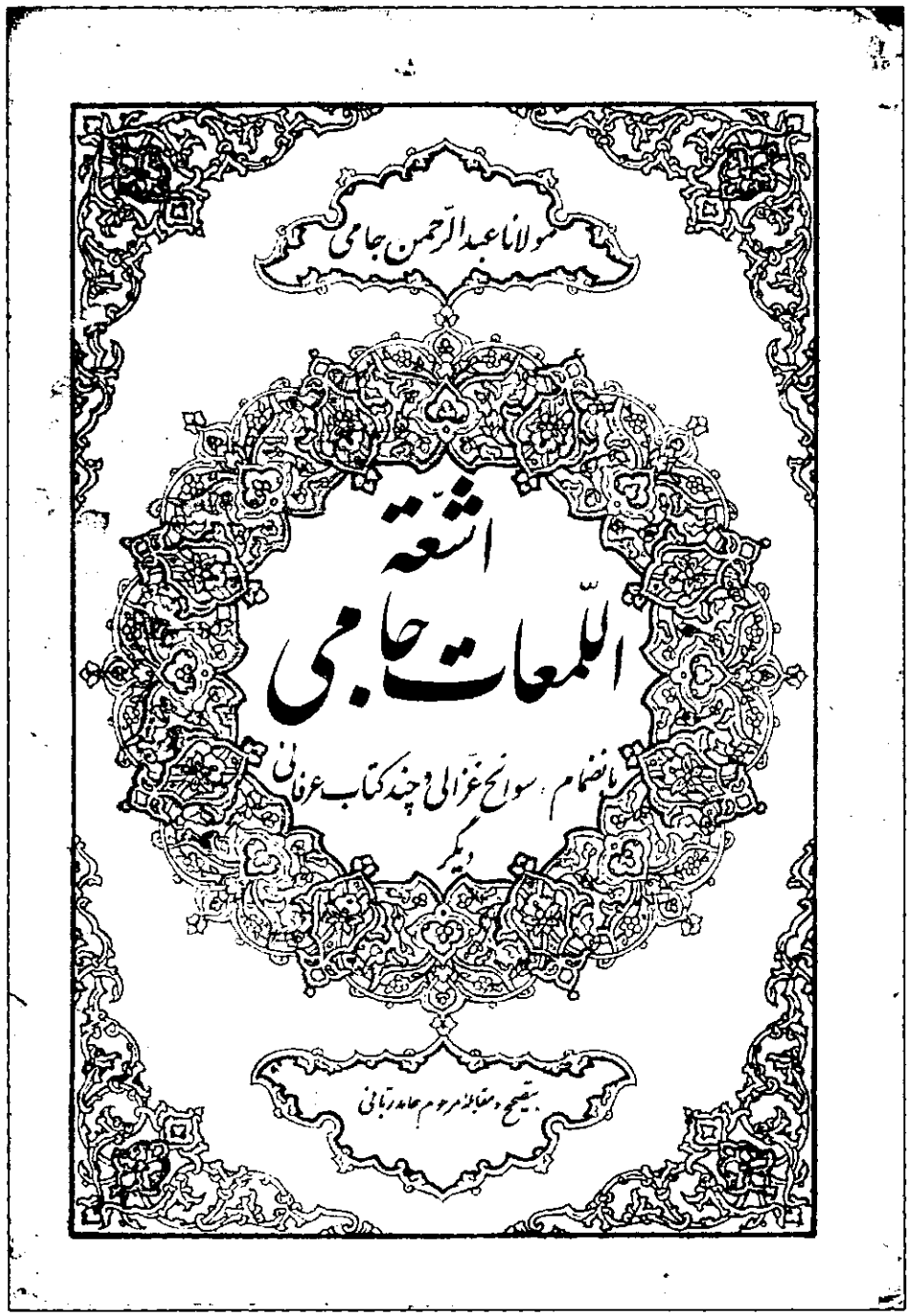

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-৫

মওলানা আব্দুর রহমান জামীর ইরফান ও তাসাওফ লওয়ায়েহ এর প্রচ্ছদ

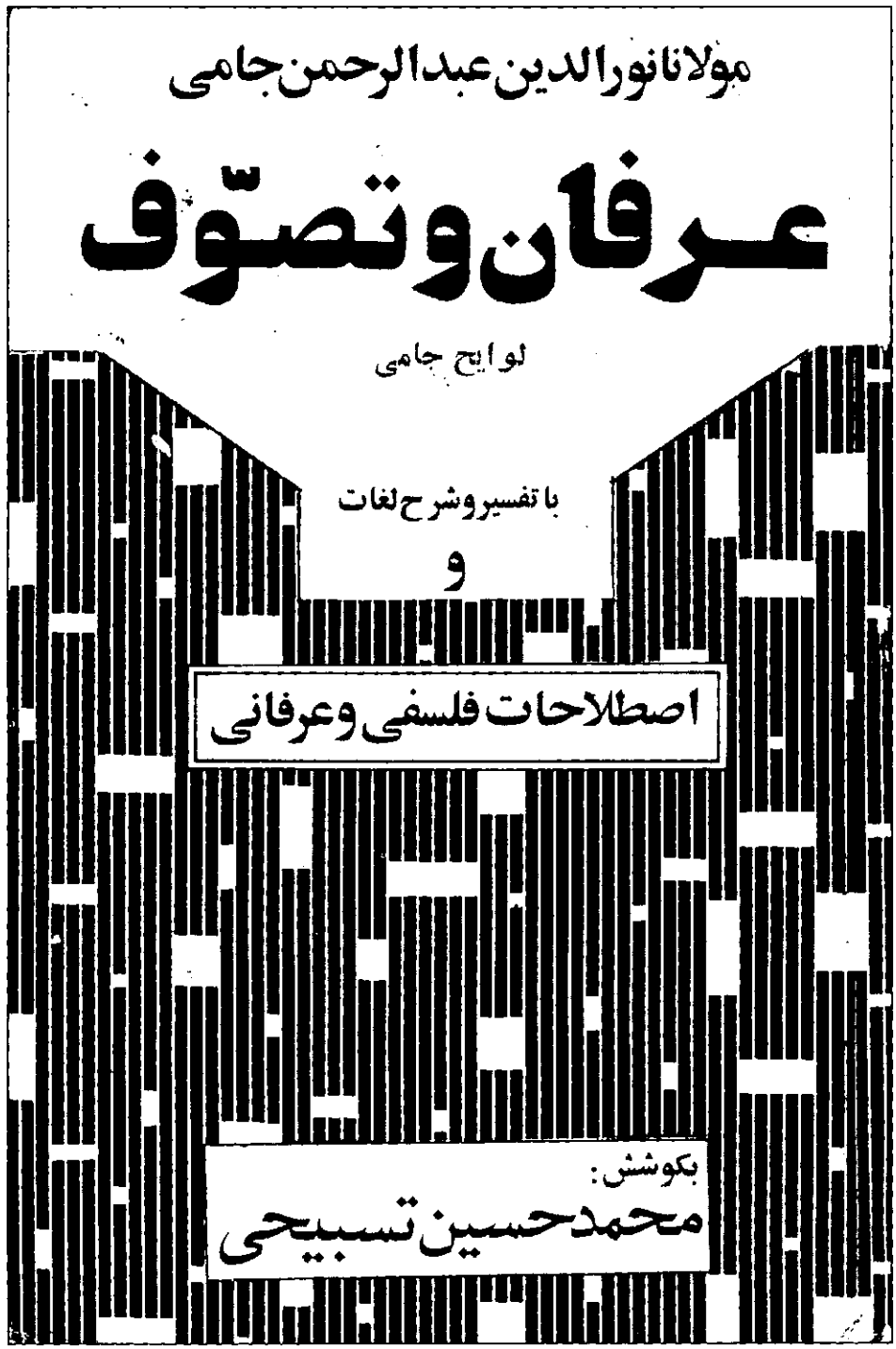

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-৬

মসনবী সালামান ও আবসাল হতে

حکایت مجنون که نام لیلی را بر ریگهای بیابان مینوشت :

دید مجنون را یکی صحرا نورد — در میان بادیه بنشسته فرد
ساخته بر ریگ زانگشتان قلم — میزند حرفی برای خود رقم
گفت ای مجنون شیدا چیست این؟ — می نویسی نامه سوی کیست این؟
هرچه خواهی درسوادش رنج برد — تیغ صرصر خواهدش حالی سترد
کی بلوح خاك باقی ماندش — تا کسی دیگر پس از تو خواندش
گفت شرح حسن لیلی میکنم — خاطر خود را تسلی میکنم
می نویسم نامش اول در قفا — می نگارم نامهٔ عشق و وفا
نیست جز نامی ازو در دست من — زان بلندی یافت قدر پست من
تا چشیده جرعهٔ از جام او — عشقبازی میکنم با نام او

در ستایش نصیحت :

از نصیحت ناقصان کامل شوند — از نصیحت مدبران مقبل شوند
از نصیحت زنده گردد هر دلی — از نصیحت حل شود هرمشکلی
ناصحان پیغمبرانند از نخست — گشته کارعقل ودین زایشان درست
هرکه از پیغمبری دم زد براو — جز نصیحت زآسمان نامد فرو

ترجیح ورزش وفنون پهلوانی برعیاشی و شهوت رانی :

دست دل در شاهد رعنا مزن — تخت شوکت را به پشت پا مزن
منصب توچیست چوگان باختن — رخش زیر ران بمیدان تاختن
نی گرفتن زلف چون چوگان بدست — پهلوی سیمین بران کردن نشست
در شکارستان اگر تیر افکنی — گاه آهو گاه نخجیر افکنی
به کزین آهو و شان شیر گیر — بینمت نخجیر وار آماج تیر
درصف مردان روی شمشیرزن — وز تن گردان شوی گردن فکن
به که ازمردان مرد افکن جهی — پیش شمشیر زنی گردن نهی

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. *আল কুরআন*

২. امام حسین بن مسعود الفرا البغوی، مشکوۃ المصابیح ইমাম হোসাইন বিন মসউদ আল-ফাররা আল-বাগবী, মিশকাতুল মাসাবীহ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৬।

৩. نظام الدین نوایی، *مجالس النفایس* - علی اصغر حکمت নিযাম উদ্দীন নওয়ায়ী, *মাজালিসুন নাফায়েস*, (আলী আসগর হিকমত), তেহরান, ইরান- ১৩৬৩ ফার্সী / ১৯৮৪ ইংরেজী।

৪. سید حسین امین ، مقدمه-*شواهد النبوة*- مولانا عبد الرحمان جامی সৈয়দ হোসাইন আমীন, *ভূমিকা- শাওয়াহেদুন নবুয়াত* (আব্দুর রহমান জামী), মীর কিসরা (তেহরান) ও তৈয়ব (কোম), ইরান- ১৩৭৯ ফার্সী /২০০০ খৃষ্টাব্দ।

৫. آقا مرتضی و مدرس گیلانی ، مقدمه ، *مثنوی هفت اورنگ* - مولانا عبد الرحمان جامی আগা মর্তুজা ও মুদাররিস গীলানী, *ভূমিকা-মসনবী হাফত আওরাঙ্গ*, (আব্দুর রহমান জামী) কিতাব ফুরুশীয়ে সা'দী, তেহরান, ইরান-১৯৮৭ ইংরেজী।

৬. علی اصغر حکمت، *جامی* - مولانا عبد الرحمان আলী আসগর হিকমত, *জামী*, তূস প্রকাশনী, তেহরান, ইরান-১৩৬৩ ফার্সী/ ১৯৮৪ ইংরেজী।

৭. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، شرح بوستان، دکتر محمد خزائلی শেখ মোসলেহ উদ্দিন সা'দী শিরাযী, *বুস্তান*, জাভিদান প্রকাশনী, তেহরান, ইরান-১৯৮৭।

৮. ید الله ثمره، آموزش زبان فارسی(آزفا) ইয়াদুলাহ সামারে, *আযফা*, বাংলা অনুবাদের ভূমিকা, ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা- ১৯৯৫।

৯. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া, *দরূদ শরীফের ফযীলত ও মাহাত্ম্য*, অনুবাদ-মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা- ১৯৮৮ ইংরেজী।

১০. *سلسلة الذهب*، مولانا عبد الرحمان جامی মাওলানা আব্দুর রহমান জামী, *সিলসিলাতুয্ যাহাব*, সা'দী, তেহরান , ইরান- ১৯৮৭ ।

১১. *مثنوی سلامان و ابسال*، مولانا عبد الرحمان جامی মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *মসনবী সালামান ও আবসাল*, সা'দী, তেহরান, ইরান- ১৯৮৭ ইংরেজী ।

১২. مثنوی تحفة الاحرار، مولانا عبد الرحمان جامی মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *তোহফাতুল আহরার*, সা'দী, তেহরান,ইরান- ১৯৮৭ ইংরেজী।

১৩. سبحة *الابرار*، مولانا عبد الرحمان جامی মওলানা আব্দুর রহমন জামী, *সাবহাতুল আবরার*, সা'দী, তেহরান, ইরান- ১৯৮৭ ইংরেজী।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. مولانا عبد الرحمان جامی، یوسف و زلیخا মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *ইউসুফ ওয়া যুলায়খা*, সা'দী, তেহরান, ইরান-১৯৮৭ ইংরেজী।

১৫. مولانا عبد الرحمان جامی، مثنوی هفت اورنگ মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *মসনবী হাফত আওরঙ্গ*, কিতাব ফুরুশীয়ে সা'দী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৭ ইংরেজী।

১৬. مولانا عبد الرحمان جامی، نفحات الانس من حضرات القدس মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *নাফাহাতুল উনস্ মিন হাদারাত আল কুদস*, সা'দী প্রকাশনী, তেহরান, ইরান-১৯৮৭ ইংরেজী।

১৭. মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*, অনুবাদ: মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা। ৫ম সংস্করণ, ২০০৭ ইংরেজী।

১৮. عبد الرحمان جامی، شواهد النبوة، بکوشش: سید حسین امین মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়াত*, প্রকাশনা ও পরিকল্পনা : সৈয়দ হুসাইন আমীন, মীর কিসরা (তেহরান) তৈয়ব (কোম), তেহরান, ইরান ১৩৭৯ ফার্সী ,২০০০ ইংরেজী।

১৯. مولانا عبد الرحمان جامی، لیلی و مجنون মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *লাইলী ও মাজনূন*, প্রকাশক : সা'দী, তেহরান, ইরান,১৯৮৭ ইংরেজী।

২০. مولانا عبد الرحمان جامی، خردنامهٔ اسکندری মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *খেরদনামায়ে ইসকান্দারী*, প্রকাশক : সা'দী, তেহরান ,১৯৮৭ ইংরেজী।

২১. مولانا عبد الرحمان جامی، لوایح در عرفان و تصوف মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *লওয়ায়েহ দর ইরফান ও তাসাওফ*, প্রকাশনা উদ্যোক্তা : মুহাম্মদ হুসাইন তাসবীহী, প্রকাশনায় : ফুরুগী, তেহরান, ইরান, তা. বি।

২২. امام الشرف الدین بوصیری، قصیدهٔ مبارکه برده ইমাম শরফ আদ-দীন বূসীরী, *কসীদায়ে মোবারকা বুর্দা*, মওলানা আব্দুর রহমান জামীর অনুবাদসহ। প্রকাশনা : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও টেলিভিশন সংস্থা, তেহরান, ইরান,১৯৮২ ইংরেজী।

২৩. بهارستان مولانا عبد الرحمان جامی মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *বাহারিস্তান*, সম্পাদনায়:ড.ইসমাঈল হাকেমী,এত্তেলাআত প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৮ ইংরেজী।

২৪. دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی ড. মুহাম্মদ মুঈন, *ফরাহাঙ্গে ফার্সী (ফার্সী অভিধান)*, আমীর কবির প্রকাশনী, তেহরান, ইরান ,১৯৮৫ ইংরেজি।

২৫. امیر علی شیر ، مرات الخیال আমীর আলী শীর, *মারআতুল খেয়াল*, বোম্বে মুদ্রণ, ভারত, তা. বি.।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. مولانا عبد الرحمان جامی، *اشعة اللمعات* মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *আশআতুল লোমআত*, প্রকাশনায় : গঞ্জিনা প্রকাশনী, তেহরান, ইরান ,তা. বি.। তবে ভূমিকা লেখার তারিখ এভাবে লেখা আছে - সেই ১৩৫২ ফার্সী , (১৯৭৩ ইংরেজী)।

২৭. رومی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، به سعی و اهتمام رینولد الیون نیکلسون انتشارات امیر کبیر، تهران،۱۳۶۶ش. মওলানা জালাল উদ্দিন রূমী, *মসনবী মা'নবী*,আমীর কবির প্রকাশনী,তেহরান, ইরান,১৯৬৫।

২৮. مولانا عبد الرحمان جامی، *شرح دو بیت مثنوی رومی* মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *মওলানা রূমীর মসনবীর দুই বয়েত এর ব্যাখ্যা*। আশআতুল লোমআতের একই সাথে প্রকাশিত। এই পুস্তিকাটি ৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত। (প্রকাশকাল: আনুমানিক ১৯৭৩)।

২৯. حنا الفخوری خلیل الجر: *تاریخ الفلاسفه العربیة* হানা আল ফাখুরী/খলিল আল জার, *তারিখুল ফালাসাফা আল আরাবিয়া*, ফার্সী অনুবাদ : আব্দুলাহ মুহাম্মদ আয়াতী, তেহরান(১৩৬৭ ফার্সী, ১৯৮৮ইংরেজী)।

৩০. مولانا عبد الرحمان جامی، *قصیدهٔ برده امام شرف الدین بوصیری* মওলানা আব্দুর রহমান জামী, *তারজুমায়ে কাসীদায়ে বোর্দা*, ইমাম শরফ উদ্দীন বূসীরী, সৈয়দ মুহাম্মদ শায়খুল ইসলাম সংকলিত, সুরূশ প্রকাশনী, তেহরান (১৩৬১ফার্সী, ১৯৮২ইংরেজী)।

৩১. নদভী, মুহাম্মদ আব্দুলাহ হাই, *شان حبیب اله شانে হাবীবে ইলাহ* : প্রকাশনায় : শাহ আব্দুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম (২০০২ ইংরেজি)।

৩২. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী,১৯৮৪, ঢাকা।

৩৩. عبید الله بن ابو سعید هروی مزارات هرات، ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু সাঈদ আল হারাবী, *মাযারাতে হেরাত*, দানিশে হেরাত প্রকাশনী, হেরাত,১৯৩১।

৩৪. دیوان جامی، عبد الرحمان جامی আব্দুর রহমান জামী, *দীওয়ানে জামী*, তূস প্রকাশনী, তেহরান, ইরান,১৯৬২।

৩৫. دکتر رضا زاده شفق، تاریخ ادبیات ایران ড. রেযা যাদে শাফাক, *তারীখে আদাবিয়াতে ইরান*, ইশরাকী প্রকাশনী, তেহরান, ইরান,১৯৭৩।